সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবাসী পাখি

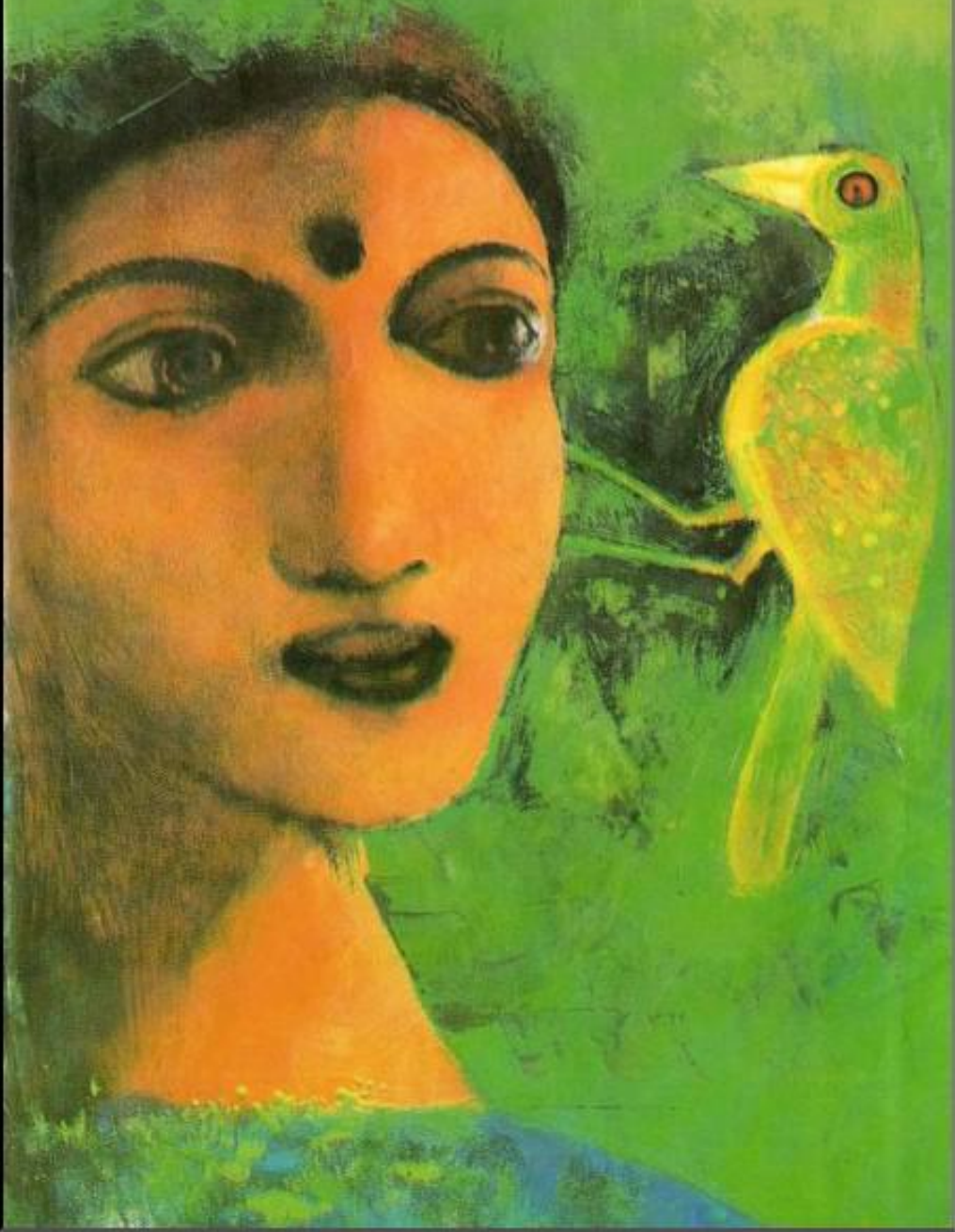

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
শিক্ষা কলকাতায়।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা। বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন এক সময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাস : 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'একা এবং কয়েকজন'। ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার, ১৯৮৩-তে পান বঙ্কিম পুরস্কার। ১৯৮৫-তে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।
ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দীর্ঘদিন পরে প্রবাস থেকে কলকাতায় ফিরে এক গ্রীষ্মের রাতে বন্ধু সত্যবানের কন্যা ঝিল্লিকে সহসা দেখে দেবকান্তের মনে হয়েছিল, পরম রূপবতী না হলেও এই নারীর চোখে রয়েছে সেই ধ্বংসের শিখা, যা অকূল সমুদ্রের মাঝখানে হাতছানি দিয়ে কত নাবিককে দিক্‌ভ্রান্ত করেছে। মাতৃহারা ঝিল্লির বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত বেদনা। তার বাবা কথাসাহিত্যিক সত্যবান দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। কিন্তু সেই মহিলাকে সে মা বলে ডাকে না। ঝিল্লির নিজের বিয়েও ভেঙে গেছে। কোনও সমবয়েসী পুরুষকেই সে ভালবাসে না। অসমবয়সী, ব্যাচেলার পরদেশি দেবকান্তকে শরীরী-সম্ভোগে ঝিল্লি কামনা করে। কিন্তু কন্যাসমা ঝিল্লির কাছে আত্মসংযমের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন দেবকান্ত। কিন্তু কেন? মূল্যবোধ কি তাঁকে বাধা দিয়েছিল? ঝিল্লির চোখে ছিল সর্বনাশের আহ্বান। তাতে ঝাঁপ দিতে গিয়েও দেবকান্ত পিছিয়ে এসেছিলেন এক ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে।

কী সেই পরিণতি? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই দুরন্ত উপন্যাসে তারই কথা।

প্রবাসী পাখি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮

ISBN 81-7215-796-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০·০০

বীথি ও সৈয়দ আল ফারুক-কে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বেশ খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে খানিকটা বিভ্রান্তভাবে দেবকান্ত একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়ালেন। বহু বছরের অদর্শনে কলকাতার রাস্তাঘাট তিনি ভুলে গেছেন, তা ছাড়া সল্টলেক নামে এই নতুন উপনগরী তিনি আগে দেখেনইনি, এর অস্তিত্বের কথা তিনি অস্পষ্টভাবে জানতেন। রাস্তাগুলি প্রায় একইরকম, বেশ সুদৃশ্য, গাছপালাও হয়েছে অনেক। কিন্তু তিনি একটি ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছেন না কিছুতেই।

সন্ধে পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ, প্রায় আটটা বাজে। গ্রীষ্মকালের রাত, যতটা কষ্টকর হবে ভেবে ভয় পেয়েছিলেন, ততটা নয়, প্রায় উপভোগ্যই বলা যায়। দুপুরগুলি এখনও সহ্যের মধ্যে আনতে পারেননি, পথে বেরোলে শরীর যেন ভাজা ভাজা হয়ে যায়। এক ধরনের ভাজায় তেল চপচপ করে, শরীরেরও সর্বত্র ঘাম গড়ায়, দেবকান্ত তাই দুপুরগুলো হোটেলের বাতানুকূল ঘরে বসে থাকেন। সন্ধের সময় একটা হাওয়া দেয়, পাতলা নয়, ভারী বাতাস, গায়ে বেশ বোঝা যায়, অনেকটা মখমলের মতন লাগে। ভাগ্যিস সমুদ্র থেকে এই বাতাসটা আসে, তাই কলকাতার ধুলো-ধোঁয়া-দুর্গন্ধময় পরিবেশ কিছুটা পরিচ্ছন্ন হয়। এই অঞ্চলটা অবশ্য তেমন অপরিচ্ছন্ন নয়।

দেবকান্ত আকাশের দিকে তাকালেন। কিছু কিছু মেঘ জমেছে। ক'দিন ধরেই বর্ষা আসবে আসবে এইরকম জল্পনা দেখা যাচ্ছে সংবাদ পত্রিকায়।

খানিক আগেই তিনি ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছেন। ট্যাক্সিতে বসে ঠিকানা খোঁজা সম্ভব নয়। অনেক দেশে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর বলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়, ড্রাইভার ঠিক নির্দিষ্ট বাড়িটির সামনে গাড়ি দাঁড় করাবে। তাদের কাছে বড় স্ট্রিট ডাইরেক্টরি থাকে। এখানে সে প্রথা নেই। ড্রাইভারদের সঙ্গে গল্প করাও যায় না, দেবকান্ত লক্ষ করেছেন, এখানকার সব ড্রাইভারই কেমন যেন গোমড়ামুখো, যেন সব সময়েই জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, খেলাধুলো, হাসি-ঠাট্টার সময় নেই। এরা ট্যাক্সি চালাবার সময় গান-বাজনাও শোনে না। এদের এত কষ্টের জীবন ?

সল্টলেকের রাস্তাগুলি জনবিরল। রাত্তিরবেলা কেউ হাঁটে না ? এক জায়গায় তিনি দেখেছিলেন, দু'পাশের গাছ থেকে লালচে রঙের ফুল খসে পড়ছে টুপটাপ করে, সমস্ত রাস্তাটা ফুলে ভরে গেছে, যেন একটা ফুলের কার্পেট বিছানো, কিন্তু সে দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে একটিও লোক ছিল না।

লোক না থাকলে তিনি এই ঠিকানার সন্ধান জিজ্ঞেস করবেন কাকে ? দোকানপাটও খুব কম। তবু এরই মধ্যে দু'জনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হয় তারা ভুল বুঝিয়েছে, কিংবা দেবকান্ত নিজেই ভুল বুঝেছেন, খুঁজে পাননি।

জীবনের কিছুটা সময় তিনি কাটিয়ে গেছেন উত্তর কলকাতায়। সেখানকার রাস্তাগুলো এমন সোজা সোজা নয়, আঁকাবাঁকা, প্রতিটি রাস্তাই কোনও না কোনও স্থানীয় মানুষের নামে তাই রাস্তাগুলিরও যেন একটা ব্যক্তিগত চরিত্র আছে। যেখানে সেখানে দোকান, বড় দোকান, পুঁচকে দোকান, প্রত্যেকটিই আলাদা রকমের। রামধন নামে একজন লোক একটা বাড়ির গায়ে লাগানো একফালি তক্তার ওপর কী করে সারাদিন ব্যালান্স করে বসে লজেন্স-চানাচুর বিক্রি করত, ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে। সেই রামধন পাড়ার সকলের নাড়িনক্ষত্র জানত। পর পর নম্বর দেওয়া বাড়ি, ঠিকানা খোঁজার তো কোনও অসুবিধে ছিল না। এখানকার রাস্তায় কোনও মানুষের নাম নেই, শুধু এ বি সি ডি! যে রাস্তাটায় অত ফুল ঝরে পড়ে আছে, সে রাস্তাটার নাম তো গুলমোর স্ট্রিট কিংবা কৃষ্ণচূড়া সরণি হতে পারত অনায়াসে।

ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে ফিরে যাওয়াটা একটা লজ্জার ব্যাপার। বার বার লোককে জিজ্ঞেস করতেও সঙ্কোচ হয়। নিশ্চয়ই একটা কিছু সরল উপায় আছে। আরও যারা বাইরে থেকে আসে তারা কি ফিরে যায় ? বেশ কিছুদিন প্রবাসী বলে কি দেবকান্ত সাহেব হয়ে গেছেন ?

দেবকান্ত একটি সিগারেট ধরালেন। দিনের সপ্তম সিগারেট। একেই কলকাতার বাতাস দূষিত, দোতলা বাসগুলো কালো ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে যায়, ট্যাক্সির পেছন থেকে ধোঁয়া বেরোয়, আরও সিগারেটের ধোঁয়া কেন আর ফুসফুসে ঢোকানো!

সত্যবান বলেছিলেন, তিনিই হোটেলে দেখা করতে আসবেন। দেবকান্ত রাজি হননি, সেটা ভদ্রতা নয়। বাইরে থেকে যে আসবে তারই বাড়িতে গিয়ে দেখা করা উচিত। অনেক দিন পর এসে, প্রথমেই পুরনো বন্ধুকে হোটেলে ডাকা চালিয়াতির মতন দেখায়। টেলিফোনে যখন কথা হয়েছিল আজ, সত্যবানের বাড়ির নির্দেশটা ঠিক মতন বুঝে নিলে ভাল হত।

তিন-চারজন যুবক সাইকেল নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। ওরা সাইকেলে না চেপে হাঁটছে কেন ? তিনটে সাইকেল, ওরা চার জন। যাক ভালই হয়েছে, সাইকেল চালিয়ে গেলে ডাকাডাকি করা শোভন হত না। দেবকান্ত এগিয়ে গিয়ে ওদের ঠিকানা লেখা কাগজটা দেখালেন।

ওরাও ঠিক মতন জানে না। এক একজন এক একরকম বলতে লাগল। একজন জিজ্ঞেস করল, কার বাড়ি ?

দেবকান্ত সত্যবানের নাম বলতেই প্রত্যেকের মুখের চেহারা বদলে গেল। একজন সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, সত্যবান বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বাড়ি তো সবাই চেনে, ঠিকানাটা ঠিক খেয়াল নেই, আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।

BanglaBook.org

ঠিকানা খুঁজতে গেলে যে বাড়ির মালিকের নাম করতে হয়, এটা দেবকান্তর মাথায় আসেনি। তাঁর ধারণা ছিল, কলকাতার মতন বড় শহরগুলিতে এক ধরনের নাগরিক নির্লিপ্ততা থাকে, এক পল্লীর কেউ কারুকে চেনে না। এমনকী অনেক প্রতিবেশীরও নাম জানার তোয়াক্কা করে না। কিন্তু, দেবকান্ত বুঝতে পারলেন, তিনি খুব ভুল করেছেন। সত্যবান তো সাধারণ একজন নাগরিক নন, তিনি বিখ্যাত ব্যক্তি, সারা দেশের মানুষ তাঁকে চেনে। তবে নিজের কোনও বন্ধু, খুব বিখ্যাত হলেও সব সময় সেটা খেয়াল থাকে না। এক সময়, অল্প বয়েসে, তিন-চারজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, হরিহর আত্মা যাকে বলে, তারপর জীবনের ঢেউ তাদের নানান দিকে ঠেলে দিয়েছে, এর মধ্যে কেউ ব্যর্থ, কেউ সার্থক। সত্যবান এখন বিশেষ খ্যাতিমান, দেবকান্তকে এ দেশে কেউ চেনে না। বিখ্যাত মানেই ব্যস্ত, সত্যবানের ব্যস্ততার কথাও শুনেছেন দেবকান্ত। এতকাল পরে পুরনো বন্ধুত্বের সুবাদেও কি সত্যবান দেবকান্তকে বেশি সময় দিতে পারবেন ? অনেক সময় স্কুল-কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে বহু বছর বাদে দেখা হলে বিশেষ কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। কাঁহাতক আর স্কুলের গল্প, কলেজ জীবনের ছেলেমানুষির গল্প করা যায় ?

টেলিফোনে সত্যবানের গলায় অবশ্য বেশ উত্তাপ ছিল, খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবু দেবকান্ত তাঁর বেশি সময় নষ্ট করবেন না।

যুবকেরা একটি শ্লেট রঙের দোতলা বাড়ির সামনে তাঁকে পৌঁছে দিল। দেবকান্ত অত্যন্ত বিনীতভাবে কোমর ঝুঁকিয়ে প্রভূত ধন্যবাদ জানালেন তাদের। যুবকরা একটু হকচকিয়ে গেল, তারপর কৌতুকহাস্যের ঝিলিক ফুটে উঠল তাদের ওষ্ঠে। তারা বুঝে গেল, এই প্রাণীটি কলকাতার নয়। তারা অবশ্য আর দাঁড়াল না।

বাড়িটি ছিমছাম, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন কিছু নয়, আবার কদাকারও নয়। দোতলায় একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দা, নীচে দরজার পাশে একটি কালো প্লেটে সত্যবান ও তার স্ত্রীর নাম লেখা। স্বামীর নামটি ওপরে। দেবকান্তর মনে হল, সামনে বাগান নেই কেন ?

এতক্ষণ ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে দেবকান্তর মনে যে অসন্তোষ জমে ছিল, সেটা মুহূর্তে কেটে গেল। অভ্যেসবশত একবার টাইয়ের গিঁটে হাত দিয়ে তিনি কলিংবেলের বোতাম টিপলেন। দরজা খুলে দিল একটি মধ্যবয়সী মহিলা, নীল পাড় সাদা ধপধপে শাড়ি পরা, মুখখানি পরিষ্কার, আঁট করে চুল বাঁধা। তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে দেবকান্ত বললেন, সত্যবান...আমার আজ আসবার কথা ছিল...

মহিলাটি বলল, দাদাবাবু তো বাড়ি নেই, বউদিও সঙ্গে গেছেন।

দেবকান্ত প্রথমে বিস্মিত হলেন, এর মুখে 'দাদাবাবু' শব্দটি শুনে। তিনি একে সত্যবানের আত্মীয় শ্রেণীর কেউ বলে ধরে নিয়েছিলেন। ঝিদের বেশবাসের তো বেশ উন্নতি হয়েছে।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় বিস্ময়ের কারণ বাতাটি। তিনি ভুরু তুলে [illegible] বাড়ি নেই ?

মহিলাটি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

যে-অসন্তোষের ভাবটা মন থেকে কেটে গিয়েছিল, সেটা আবার ফিরে এল। বাড়ি নেই মানে কী ? তিনি তো হঠাৎ আসেননি, পুরনো বন্ধু হলেও টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসেছেন রীতিমতন, সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে আসবার কথা, এখন আটটা বাজে। তারিখ ভুল হয়নি, আজ জুন মাসের ন' তারিখ। সত্যবান এতখানি ভুলোমনা ? আগে তো ছিলেন না। দেবকান্তকে গুরুত্ব দেননি ? সত্যবান সাধারণ ছা-পোষা বাঙালি নন, উচ্চ শিক্ষিত, বহু দেশ দেখেছেন, তিনি বাড়িতে কারুকে আসতে বলে নিজে থাকবেন না, এ কি হতে পারে ?

দেবকান্তর স্বভাব এই যে প্রথমেই অন্য পক্ষের ওপর দোষারোপ করেন না, তার পক্ষেও যুক্তি খোঁজেন। সেই জন্য তিনি ভাবলেন, হয়তো খুবই জরুরি কোনও কাজে সত্যবানকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। এমন তো হতেই পারে। তিনি মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কি কিছু বলে গেছেন ?

মহিলাটি বলল, আমি কিছু জানি না।

দেবকান্ত ফিরে যাবেন ? মুখটা বিস্বাদ হয়ে আসছে। তিনি যে এসেছিলেন, তা সত্যবান বুঝবেন কী করে ? দেবকান্তর কাছে কার্ড আছে, সেটা রেখে গেল হয়, কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে কার্ড দিয়ে যাওয়া অভদ্রতা নয় ? পকেটে আর কোনও কাগজ নেই, তবু তিনি পকেট চাপড়াতে লাগলেন অকারণে।

দোতলার বারান্দা থেকে এক নারীকণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, কে গো, জ্যোৎস্নাদি ?

ওপরের দিকটা অন্ধকার, দেবকান্ত মুখ তুলে নারীটিকে ঠিক দেখতে পেলেন না, বললেন, আমি সত্যবানকে একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে চাই।

নারীকণ্ঠ বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেতরে আসুন।

অপরিচিত কারুকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে নিষেধ আছে, তাই পরিচারিকাটি দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে সরে গেল।

বসবার ঘরে এসে দেবকান্ত বললেন, এক টুকরো কাগজ যদি পাই—

বসবার ঘরেরই এক পাশ দিয়ে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। ওপর থেকে সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল এক রমণী। ত্রিশ-বত্রিশের বেশি বয়েস নয়, তাকে বলা যেতে পারে সঠিক পূর্ণ যুবতী, এর থেকে বয়েস কিছু কম হলে কিংবা বেশি হলে যেন বলা যেত না, শরীরটিও সেরকম, কোনও কিছুই একটুও বেশি বা কম নেই, উচ্চতাও স্বাভাবিক, খোলা চুল পিঠের ওপর, চোখ দু'টি মনে হয় যেন সুর্মা টানা। শাড়ি নয়, সে পরে আছে কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত একটা হালকা নীল ঢোলা পোশাক, সে পোশাকটি যেন তার শরীরের কোথাও ছুঁয়ে নেই, আলাদাভাবে হিল্লোল তুলে আছে।

সিঁড়ির মাঝপথে সে থেমে গেল। ওষ্ঠে চাপা হাসি, ঈষৎ বিব্রত ভাব। সে

BanglaBook.org

বলল, আপনি বসুন। আমি টিভি-তে কুরোসওয়ার একটা ফিল্ম দেখছি, একটুখানি বাকি আছে। দেখে আসি ? কিছু মনে করবেন না। চা খাবেন তো, জ্যোৎস্নাদি চা করে দাও !

বিদ্যুৎ ঝলকের মতন সে আবার ওপরে উঠে গেল। উঠে গেল না, যেন মিলিয়ে গেল হাওয়ায়।

ঠিক বজ্রাহতের মতন স্তম্ভিত হয়ে রইলেন দেবকান্ত। এ তিনি কী দেখলেন ? এমন রমণী এ দেশে আছে ? শুধু রূপ নয়, ওই চোখ ! ওইরকম চোখ যে নারীর, সে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে হাতছানি দিয়ে দিকভ্রান্ত করে কত নাবিককে। গভীর নিশীথে অকস্মাৎ এক একদিন ঘুম ভেঙে কোনও পুরুষ বাইরে এসে দেখে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়ে গেছে বসুধা, আকাশ যেন সমস্ত পবিত্রতার জন্মভূমি, গাছ-গাছালিরা কোনও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নীরব, তার মধ্যেই শোনা যায় এক কুহকিনীর হাসি, ভেসে ওঠে কালো চুলের মধ্যে গন্ধরাজ ফুলের মতন প্রস্ফুটিত এই মুখ। কৌরব সভায় স্খলিতবসনা, আকুল মূর্ধজা, রোরুদ্যমানা অথচ দর্পিতা দ্রৌপদীর সঙ্গে এই মুখের মিল নেই ? ধ্বংসের মতন অপরূপ অগ্নিময় সুন্দর সেই মুখ। এই মুখই কি ট্রয় নগরী ধ্বংস হবার সময় আকাশে ভেসে থাকেনি ? কবিরা, রূপতাপসরা ওই চক্ষু দু'টি দেখার জন্য সারা জীবন হাহাকার করে, তবু দেখা পায় না।

দেবকান্তর ছেলেবেলায় মুখস্থ করা একটা শ্লোক মনে পড়ে গেল। তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী,... এই বর্ণনার সঙ্গে এই রমণীর শরীর গঠনের কিছুটা মিল আছে, কিন্তু কালিদাস চোখের বর্ণনা দেননি। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতন, মরুভূমিতে ঝড়ের মতন, তুষারের মধ্যে অজস্র উল্কাপাতের মতন সব কিছুই রয়েছে এই চোখে।

দেবকান্ত ভাবলেন, তিনি কি সত্যিই এরকম একজন অনির্বচনীয়াকে দেখলেন, না কল্পনায় বাড়িয়ে ভাবছেন ? অনেকগুলি দেশে বসবাস করেছেন তিনি, রূপসী নারী কম দেখেননি। তবে কি বহুদিন শুধু শ্বেতাঙ্গিনীদের দেখে দেখে একঘেয়েমি এসে যাওয়ায় হঠাৎ একটু চাকচিক্যময়ী এক বাঙালিনীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন ? কিং কয়েক মুহূর্তের দেখাতেই তাঁর বুক কেঁপে উঠেছিল। বহুদিনের অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া এই বুক তো সহজে কাঁপে না।

এই মেয়েটি, কে ? সত্যবান টেলিফোনে স্পষ্ট বলেছিল, আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'টি মাত্র প্রাণী, বাড়িতে আর কেউ থাকে না, ঘরগুলো খালি পড়ে আছে, তুই হোটেলে উঠলি কেন, আমার বাড়িতেই থাকতে পারিস ! স্বামী-স্ত্রী দু'টি মাত্র প্রাণী, তবে এই রমণী কোথা থেকে এল ? এ রমণী সত্যবানের স্ত্রী হতে পারে না, বয়েসের এত তফাত, তা ছাড়া পরিচারিকাটি বলেছিল যে সত্যবান সস্ত্রীক বাইরে গেছেন। তবে কি অলীক কিছু দেখলেন দেবকান্ত ? না, অলীক দেখার বয়েস তাঁর চলে গেছে।

BanglaBook.org

তিনি বসবার ঘরটি ভাল করে দেখলেন। পরিপাটি, রুচিশীল ভাবে সাজানো, বাড়াবাড়ি নেই। দেখানোপনা নেই। আজকাল অধিকাংশ বাঙালি বাড়িতেই বসবার ঘরের একপাশে থাকে খাওয়ার টেবিল-চেয়ার, এখানে তা নয়। খাওয়ার ঘর আলাদা। এ ঘরের এক দেওয়ালে অবধারিতভাবে রয়েছে যামিনী রায়ের ছবি, অন্য একটি দেওয়ালে আর একটি কার আঁকা নিসর্গ চিত্র তা দেবকান্ত বুঝতে পারলেন না।

এই যামিনী রায়ের ছবিটির প্রসঙ্গ তাঁর মনে পড়ল। অনেক কাল আগে, সদ্য কলেজ শেষ-করা বয়েসে কয়েকজন বন্ধু প্রতি সন্ধ্যায় চুম্বকের টানে মিলিত হত, সেই সময় যামিনী রায়ের পরিবারের একটি ছেলে এই ছবিটি বিক্রি করতে এনেছিল, তার মধ্যে একটা গোপনীয়তার ভাব ছিল, বিশেষ টাকার দরকার বলে সে ছবিটা বিক্রি করতে চেয়েছিল আড়াইশো টাকায়। ছবিটা আসল না নকল, তা নিয়ে অবশ্য সংশয় দেখা দিয়েছিল, তখন যামিনী রায়ের নকল ছবিও চলছিল খুব বাজারে, একই ছবি অনেকের বাড়িতে দেখা যেত। আসল প্রমাণ করার জন্যই কি ছেলেটি অত গোপনীয়তার ভান করে ছিল ? সে যাই হোক, আসল বলেই ধরে নেওয়া হল, সত্যবানেরই আগ্রহ ছিল বেশি, কিন্তু তার অত টাকা ছিল না, বন্ধুরা কিছু কিছু ধার দিয়েছিল, কে কে মনে নেই, সত্যবান নিশ্চিত পরে সব শোধ করে দিয়েছিল, সেটাই তার স্বভাব।

যামিনী রায়ের ছবির নাকি এখন অনেক দাম হয়েছে। এটা নকল হলে সত্যবান এখনও এটাকে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন না। দেবকান্তর অবশ্য এই ধরনের লোকশিল্পের আঙ্গিকের প্রতি তেমন প্রীতি নেই, ছবিতে শিল্পীর মেধার জটিলতাই তাঁর পছন্দ।

কুরোসওয়ার কোন ফিল্মটি আজ দেখানো হচ্ছে টিভি-তে ?

লেখকের বাড়ি, অঢেল সাদা কাগজ থাকার কথা, কিন্তু পরিচারিকাটি এখনও একটা টুকরোও খুঁজে পায়নি।

শাড়িটি বেশ পরিচ্ছন্ন তো বটেই, এর নাম জ্যোৎস্না। দেবকান্তর মনে পড়ল, তাঁদের ছেলেবেলায় ঝিদের নাম মানদা, মোক্ষদা কিংবা গোপালের মা, পটলের মা ধরনের হত। কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে তা হলে।

দেবকান্ত অস্থির বোধ করছেন। কয়েক বার তাকালেন সিঁড়িটার দিকে। তাঁর চিঠি লিখে চলে যাবার কথা, রমণীটি তাঁকে বসতে বলে গেল কেন ? ঠিক কতক্ষণ অপেক্ষা করা শিষ্টাচার সম্মত ? ওই নারীকে তাঁর নাম-ধাম বলে দিতে পারলে আর চিঠি লেখার প্রয়োজনই হয় না।

বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়েও সত্যবান তাঁর বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাড়িতে থাকেননি, এক যুবতী একজন অতিথিকে বসতে বলে টিভি দেখতে চলে গেল, বাঙালি কালচার এখন এই অবস্থায় পৌঁছেছে নাকি ?

জ্যোৎস্না শেষপর্যন্ত একটি ধোপার হিসেব লেখার খাতা এনে দিয়ে বলল, চা করে আনছি।

BanglaBook.org

দেবকান্ত বললেন, দরকার নেই, আমি চা খাব না।

সত্যবানের লেখার ঘর হয়তো বন্ধ, কাগজপত্র সব সেখানেই থাকে। সেন্টার টেবিলে কয়েকটি পত্রপত্রিকা পড়ে আছে বটে, কিন্তু দেবকান্ত সেই খাতারই পাতা ওলটাতে লাগলেন। যেন এটাই বেশ সুখপাঠ্য বিষয়। একটা প্যান্ট বা শার্ট কাচাবার খরচ এ দেশে এখনও অবিশ্বাস্য শস্তা। জাপানের একটা হোটেলে এক একটা শার্ট কাচার খরচ নিয়েছিল দশ ডলার করে। টাকার হিসেবে কত হয় ? এখানে এখনও দু'টাকা।

একটা ফাঁকা বসবার ঘরে একা একা বসে থাকা একটা উৎকট ব্যাপার। পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, এখন অবশ্যই চলে যাওয়া উচিত। যে-রমণী হঠাৎ তাঁর বুক কাঁপিয়ে দিল, তার পরিচয় জানার জন্য দেবকান্তর অদম্য কৌতূহল হলেও তিনি আর থাকতে চান না। আর একটি সিগারেট ধরিয়ে ফেলে তিনি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। খুব সাবধানে বাক্য রচনা করছেন, যাতে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষোভ না প্রকাশ পায়।

—এ কী, চা দেয়নি ?

দেবকান্ত এমনই চমকে উঠলেন যে তাঁর শারীরিক স্পন্দন হল। সে রমণী কখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে, তিনি টেরও পাননি। দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচ হাত দূরত্বে।

প্রথম দর্শনে যেমন মনে হয়েছিল, ঠিক ততখানি রূপবতী না হলেও এই নারীর মধ্যে অসাধারণ কিছু একটা আছে। সেটা তার চোখে ? এর সৌন্দর্যে তেমন মাধুর্য নেই, রয়েছে একটা বিভা, যা ঠিক আলোও নয়, আঁচ টের পাওয়া যায়। এক একজন অভিনেতার যেমন স্ক্রিন প্রেজেন্স থাকে, দুর্লভ সেই শক্তি, কিছু করতে হয় না, পর্দায় তার মুখ দেখা গেলেই বোঝা যায়, সে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা, এই নারীও যেন সে রকম। তা ছাড়াও, দ্বিতীয় বার দেখা মাত্র দেবকান্তর অনুভূতি হল, এর মধ্যে যেন রয়েছে কিছু একটা ধ্বংসের শিখা। কোনও কোনও নারীর চোখে পুরুষ তার সর্বনাশ দেখতে পায়, এ কথা এমনকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও জানতেন। তবু সে নারীর সঙ্গ পাবার জন্য পুরুষ আকুলি বিকুলি করে।

দৃষ্টিতে কোনও জড়তা নেই, ওষ্ঠাধর ভেজা ভেজা ঈষৎ হাসি মাখানো।

ঘরে কোনও মহিলা প্রবেশ করলে সৌজন্য দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়াবার অভ্যেস হয়ে গেছে অনেক দিন, দেবকান্ত ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, নমস্কার, আমার নাম—

তাকে থামিয়ে দিয়ে সে রমণী বলল, জানি। তুমি তো দেবদত্ত !

তুমি ? আবার চমকিত হলেন দেবকান্ত। জীবনে একে দেখেননি, বয়েসে অনেক ছোট, অপরিচিত পুরুষকে প্রথমেই তুমি বলে সম্বোধন করল, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এ রকম রেওয়াজ হয়েছে নাকি ?

—বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? দেখো, কেমন তোমার নাম বলে দিলাম।

BanglaBook.org

—আমার নাম দেবকান্ত দত্ত, বন্ধুরা অনেকে দেব কিংবা দেবু বলে ডাকে। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কেমন করে—

—আমি ম্যাজিক জানি। তুমি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপিডিশানে গিয়েছিলে না ?

—কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, অন্নপূর্ণা পিকে, সে তো বহু বছর আগে।

—আমার নাম জুলেখা।

—না, মানে, আপনার পরিচয়টা ?

হাসিতে শরীর কিছুটা ভাঁজ করে সে বলল, আমায় আপনি আপনি করছ কেন ? নিশ্চয়ই চিনতে পারোনি। আমি ঝিল্লি ! বাবা বলে গেছে, আজ তোমার আসবার কথা। একটা মিটিং-এ গেছে, কেন দেরি হচ্ছে জানি না, নিশ্চয়ই এক্ষুনি এসে পড়বে !

দেবকান্ত আবার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সত্যবানের মেয়ে ? প্রায় তিরিশ বছর যোগাযোগ নেই। সত্যবানের কোনও ছেলে-মেয়ের কথা তাঁর মাথাতেই আসেনি। তা ছাড়া, সত্যবান যে বলেছিলেন বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকে না ? এত বড় মেয়ের কথা তিনি উল্লেখ করবেন না ?

যে-ই শুনলেন সত্যবানের মেয়ে, অমনি সর্বনাশরূপিনী নারীটি অদৃশ্য হয়ে তার জায়গায় ফিরে এল এক স্নেহের পাত্রী যুবতী। সেই আঁচ, সেই টান আর রইল না। যেন ঠাণ্ডা ধারাজলে স্নান করে উঠলেন দেবকান্ত, শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। কোমল হয়ে এল দৃষ্টি।

মেয়েদের নানা রকম ভূমিকা থাকে। এই ঝিল্লি অন্য পুরুষের চোখে যা-ই হোক, দেবকান্তর কাছে সে আর রমণী নয়, নারী নয়, সে শুধুই মেয়ে, কন্যাসমা, বন্ধুর মেয়ে তো নিজের মেয়েরই মতন। দেবকান্ত বেশ একটা মুক্তির আনন্দ পেলেন।

তিনি বললেন, আমি বুঝব কী করে ? তোমার বাবা বলেছিলেন, এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না !

ঝিল্লি বলল, আমি তো এখানে থাকি না। মাঝে মাঝে আসি। আজ দুপুরেই এসেছি। হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বলেই এসেছি।

—বাঃ ! তুমি আজ না এলে হয়তো কোনও দিনই দেখা হত না। তুমি যেমন আমার নাম বলে চমকে দিলে, তেমনি আমি তোমায় বয়েস বলে চমকে দিতে পারি। অবশ্য মেয়েদের বয়েস বলা উচিত নয়।

—বলো।

—একত্রিশের বেশি কিছুতেই নয়। তোমার যখন ঠিক দু' বছর বয়েস, তখন আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাই। তোমার দু' বছরের জন্মদিনে আমি এসে পড়েছিলাম, মনে পড়ছে।

—ঠিক হল না। আমার কোনও দিন দু' বছর বয়েস ছিল না।

—সকলেরই এক সময় দু' বছর বয়েস থাকে।

—আমার ছিল না। আমার জন্মের সময় আমার বয়েস ছিল পনেরো বছর

BanglaBook.org

চার মাস। তার আগেরগুলো এলেবেলে।

—তুমি বাচ্চা বয়েসের কথা মনে রাখতে চাও না ?

—বাচ্চা বয়েসটা তো আমার ছিল না, সে অন্য একজনের। সে ছিল একটা সরল আর বোকা আর ভ্যাবাগঙ্গারাম। সে জানতই না যে সে একটা মেয়ে। খালি পড়াশুনো করে পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে তার কোনও বোধই ছিল না। পনেরো বছর বয়েসে একটা সময়ে আমি নিজেকে চিনেছি।

দেবকান্ত একটু চুপ করে রইলেন। পনেরো বছর চার মাস বয়েসে ঠিক কী কারণে ঝিল্লির রূপান্তর হয়েছিল সেটা জানার জন্য তাঁর কৌতূহল হলেও জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত বোধ করলেন।

তিনি আবার বললেন, তোমার ঝিল্লি নামটাও আমার মনে ছিল না। তোমার ভাল নাম বললে জুলেখা। তা শুনে আমি মনে করেছিলাম, তুমি কোনও মুসলমান বাড়ির মেয়ে।

ঝিল্লি বলল, আমার দিদির নাম জুলিয়েট।

দেবকান্ত স্মৃতির আধো-অন্ধকার গুহায় দৃষ্টিপাত করে বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার একটি দিদি ছিল তো বটে। সে এখন কোথায় ?

—দিদি ব্যাঙ্গালোরে। একটা কলেজে পড়ায়। দিদি আমার মতন নয়, খুব লক্ষ্মী।

—তুমি বুঝি ...

—আমি সরস্বতী !

হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে ঝিল্লি পাশের ঘরে গিয়ে ফ্রিজ খুলল। একটি খুব ঠাণ্ডা জলের বোতল নিয়ে এল, সে বোতলের গায়েও মিহি জলকণা লেগে আছে। নিজে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি জল খাবে ?

দেবকান্ত ভাবলেন, হ্যাঁ, তেষ্টা পেয়েছে ঠিকই, অনেকক্ষণ ধরে, গলাটা শুকনো লাগছে। হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিলেন। ঝিল্লি ঠোঁট লাগিয়ে খেয়েছিল, তিনি বোতলটা উঁচু করে গলায় জল ঢালার চেষ্টা করলেন, অভ্যেস নেই, বুকের কাছে জামা ভিজে গেল খানিকটা।

ঝিল্লি কাছে এসে শুধু হাত দিয়ে জলটা ঝেড়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, তুমি বুঝি এঁটো মানো ?

দেবকান্ত একটা সৌরভ পেলেন, তা কোনও ফুলের নয়, পারফিউমের নয়। ঝিল্লির চুল থেকেই এই গন্ধ এল। অনেক কাল আগে যেন এই গন্ধটা চেনা ছিল।

তিনি বললেন, আমি অন্য দেশে যখন থাকি, সে সব জায়গায় কেউ মানে না। কিন্তু এখানে তো সবাই মানে বলেই জানি।

—তুমি কোথায় থাকো ?

—এখানে ? হোটেলে, একটা হোটেলে।

BanglaBook.org

—সে কথা জিজ্ঞেস করিনি। বিদেশ থেকে যারাই আসে, যদি এখানে বাড়ি না থাকে, তা হলে তাজ কিংবা গ্র্যান্ডে ওঠে। ছোটখাটো হোটেলে উঠলে যদি লোকে ভাবে যে বিদেশে গিয়ে সুবিধে করতে পারেনি, গরিব রয়ে গেছে, তাই না ? তুমিও ওই দুটোর একটা হোটেলে উঠেছ কি না বলো ?

—হ্যাঁ, মানে, অন্য হোটেলের ঠিক নাম জানা ছিল না।

—আমি জানতে চাইছিলাম, তুমি সমুদ্রের ওপারে কোন দেশে থাকো ?

—ও, আপাতত আমি আছি আফ্রিকার নাইরোবিতে।

—তুমি ওখানে কী করো ?

—একটা কম্পানির হয়ে কিছু কাজ করি।

—আজ দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বাবা তোমার কথা বলছিলেন। বাবার বন্ধুদের মধ্যে তুমি ছিলে খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়। পাহাড়ে উঠেছিলে, কোন জঙ্গলে গিয়ে অনেকদিন থেকেছিলে। এখন তুমি গ্লোব ট্রটার। অনেক দেশ ঘুরেছ। ইন্ডিয়ানদের তো সব দেশে থাকতে দেয় না, তুমি কী করে যাও ?

—আমার একটা কেনেডিয়ান পাসপোর্ট আছে। ওই দেশটাই আমার ঘাঁটি। কেনেডিয়ান পাসপোর্ট থাকলে পৃথিবীর অনেক দেশেই থাকতে দেয়, কাজও করতে দেয়।

—তুমি কেনেডিয়ান সিটিজেন, ভারতীয় নও আর ?

—উঁ, বলতে গেলে তাই-ই।

—আশ্চর্য ব্যাপার, প্রায় দশ-বারো মিনিট কথা বলছি, তুমি এখনও কলকাতার নিন্দে করতে শুরু করলে না যে ? বাবার কাছে তো বিদেশ থেকে অনেকেই আসে। আমি লক্ষ করে দেখেছি, বড়জোর দশ মিনিট তারা অন্য কথা বলে, তারপরই কলকাতা কত খারাপ, রাস্তাঘাট কত নোংরা, ব্যাঙ্কে কতক্ষণ দাঁড়াতে হয়, গভর্নমেন্ট কত অপদার্থ এই সব বলতে থাকে তো বলতেই থাকে। তুমি শুরু করো।

দেবকান্ত মাথা নিচু করে বললেন, আমি তো কলকাতার কেউ নই, দু' দিনের জন্য এসেছি। কলকাতা যদি নোংরা বা খারাপ হয়ে গিয়েও থাকে, তা বদলাবার জন্য আমার কোনও ভূমিকা নেই, শুধু শুধু সমালোচনা করতে যাব কেন ? দেশ আমাকে আশ্রয় দেয়নি। আমার মতন আরও কত মানুষ এক সময় বাধ্য হয়ে দেশ ছেড়ে বিবাগী হয়ে গেছে, দেশ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ঝিল্লি কিছুটা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কে বলল মাথা ঘামায় না ? তোমরা এন আর আই, তোমাদের কত খাতির, তোমরা ডলার আনবে, পাউন্ড আনবে, ডয়েশমার্ক আনবে, তোমাদের জন্য লাল কার্পেট পেতে রাখা হয়েছে—

দেবকান্ত মুখ তুলে তাকালেন। এই ধরনের আলোচনা তাঁর পছন্দ হয় না। অনেকেই বলে। এই মেয়েটির মুখ থেকে তিনি এ সব কথা শুনতে চান না, কথাগুলির মধ্যে খানিকটা বিদ্রূপের সুরও তিনি টের পেলেন।

BanglaBook.org

টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার তুলে নিয়ে তিনি বললেন, সময়ের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে তুমি ভাল করলে। আমি বড় বেশিক্ষণ বসে আছি, এ বার ওঠা উচিত। তোমার বাবার সঙ্গে আজ আর দেখা হল না। পরে আবার যোগাযোগ করে নেব।

ঝিল্লি খানিকটা ঝুঁকে —সে জোর দিয়ে বলল, না, না, বসো। আর একটু বসো প্লিজ—। বাবা নৈহাটিতে একটা মিটিং-এ গেছে, যেতে চায়নি, জোর করে ধরে নিয়ে গেছে প্রায়। ডেফিনিটলি সাড়ে সাতটার মধ্যে ফেরার কথা ছিল—

ঝিল্লির কথার মাঝখানে দূর থেকে পরিচারিকাটি বলল, আমার হয়ে গেছে, আমি যাচ্ছি গো—

ঝিল্লি মাথা না ফিরিয়ে, পিছন দিকে হাত নেড়ে বলল, আচ্ছা—

ঝপাং করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ হল।

ঝিল্লি আবার বলতে শুরু করল, বাবার সময়জ্ঞান খুব টনটনে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই সব মিটিং ফিটিংগুলোতে ফেরার ব্যাপারটা তো নিজের হাতে থাকে না, ফেরার সময় গাড়ি খুঁজে পাওয়া যায় না, গাড়ি পেলেও ড্রাইভার নেই, ড্রাইভার চা খেতে যাওয়ার নাম করে কোথায় লুকিয়ে থাকে, তাকে যতক্ষণ না খুঁজে পাওয়া যায়, ততক্ষণ বোকার মতন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সভাপতি হাতে ফুলের মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, উদ্যোক্তারা কাঁচুমাচু, এরই মধ্যে কেউ এসে অটোগ্রাফ চায়, সভাপতির এক হাতে ফুল, অন্য হাতে ধুতির কোঁচা সামলে ...

দেবকান্ত হাসলেন।

ঝিল্লি বলল, এর পরেও ট্র্যাফিক জ্যাম হতে পারে। এখন আবার বিয়ের সিজন।

দেবকান্ত বললেন, হতেই পারে, পৃথিবীর সব দেশেই ট্র্যাফিক জ্যাম হয়। আমি পরে আর একদিন আসব।

ঝিল্লি একটু চিন্তিত ভাবে বলল, দাঁড়াও, আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, বাবা তোমাকে আটটার সময় আসতে বলেছিলেন, তার মানে কি তোমার এখানে রাত্তিরে খাওয়ার কথা ছিল? আমি এই সংসারের কিছুই জানি না। মিসেস ব্যানার্জিও আমাকে কিছু বলে যাননি।

মিসেস ব্যানার্জি? দেবকান্তর কানে খট করে লাগল। ব্যাপারটা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু অনেক জানা তথ্যও মনের অনেক নীচে তলিয়ে থাকে। সুজাতা মারা গেছে ... বারো তেরো বছর তো হবেই, সে খবর দেবকান্ত পেয়েছিলেন। তখন তিনি একটা কনস্ট্রাকশান কম্পানিতে হয়ে কাজ করছিলেন ব্রাজিলে। তার চার-পাঁচ বছর পরে সত্যবান আবার বিয়ে করেন, তিনি তাকে পেয়েছিলেন একটা নেমন্তন্নর চিঠি। ঝিল্লি তো সুজাতারই মেয়ে। সত্যবানের দ্বিতীয় স্ত্রীকে সে মা বলে না।

BanglaBook.org

দেবকান্ত বললেন, না, না, আমার ডিনার খাওয়ার কোনও কথা ছিল না। আমি পারটিকুলারলি না বলেছি। তোমার অস্বস্তির কোনও কারণ নেই। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ?

ঝিল্লি তবু খানিকটা চিন্তিত ভাবে বলল, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি চা-ও খেলে না। তোমাকে কিছু এন্টারটেইন করাও হল না। তুমি কি কিছু ড্রিংকস নেবে ? বাড়িতে হুইস্কি আর রাম আছে আমি জানি। খানিকটা কোনিয়াকও আছে বোধহয়, একজন একটা বোতল দিয়ে গিয়েছিল দু' মাস আগে। এখানে তো কেউ গরমকালে কোনিয়াক খায় না।

দেবকান্ত ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি অ্যালকোহলিক নন, সান্ধ্য নেশাও তীব্র নয়। দু' একদিন বাদ দিলে অসুবিধে হয় না। তবে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধের সময় খানিকটা পান করা হয়েই যায়।

কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে এসেছেন, বন্ধু নেই, তাঁর যুবতী কন্যার সঙ্গে বসে মদ্যপান করাটা কি শোভন ? পশ্চিমি দেশে এটা মোটেই বিসদৃশ ব্যাপার নয়। ধরা যাক, এই রকমই একটা সময়ে তিনি মন্ট্রিয়ালে প্রকাশ আইচের বাড়িতে গেছেন, কোনও কারণে প্রকাশ বাড়িতে নেই। প্রকাশের পক্ষে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। প্রকাশের স্ত্রী শ্রেয়া গেছে ইন্ডিয়ান দোকান থেকে পাবদা মাছ আর পটল কিনে আনতে, তা হলে নিশ্চিত প্রকাশের বড় মেয়ে রোমি, স্ল্যাক্স আর টি শার্ট পরা, এসে বলত, ডেভ আংকল, বসো। হোয়াট ক্যান আই অফার ইউ ? স্কচ আর বার্বন ? দেবকান্তর গেলাসে ব্ল্যাক লেবেল ঢেলে দিয়ে নিজেও একটা বিয়ারের ক্যান খুলে সঙ্গ দিত। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নেই। কিন্তু গত তিন দশকে কলকাতার বাঙালি সমাজে কতটা বদল ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই দেবকান্তর। তিনি যে-রকম দেখে গিয়েছিলেন, সেটাই মনে গেঁথে আছে। যেমন, এখনও কোনও বাঙালি মেয়েকে সিগারেট টানতে দেখলে তাঁর অস্বস্তি লাগে। মেয়েদের সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনও গোঁড়ামি নেই, কিন্তু অভিজ্ঞতায় একটা ধাক্কা লাগে ঠিকই। দেবকান্ত যে-কলকাতা দেখে গেছেন, সেখানে বাবার বন্ধুদের কোনও মেয়েই তুমি বলত না। প্রথমেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত।

দেবকান্ত বললেন, না, থাক !

ঝিল্লি বলল, তোমার বুঝি অন্য কাজ আছে ? নাকি আমার সঙ্গে কথা বলতে সময় নষ্ট হচ্ছে ?

দেবকান্ত প্রবল আপত্তির সুরে বললেন, না, না, সে কী কথা ? তোমার সঙ্গে প্র্যাকটিক্যালি আমার এই প্রথম আলাপ হল। ইট ইজ মাই প্লেজার ! আমি ভাবছি, শুধু শুধু তোমায় আমি আটকে রেখেছি। তোমার সঙ্গে ফর্মালিটি করতে গিয়ে তোমার অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। তোমার হয়তো কাজ ছিল।

ঝিল্লি বলল, কিচ্ছু কাজ নেই। কাজ থেকে ছুটি নেবার জন্যই আমি মাঝে মাঝে এ বাড়িতে পালিয়ে আসি।

BanglaBook.org

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করল, তুমি কী কাজ করো ?

ফুর ফুর করে হেসে উঠল ঝিল্লি। তার মুখে যে একটা তীক্ষ্ণ এবং খানিকটা উগ্র ভাব আছে, সেটা হাসির সময়ে একেবারে বদলে যায়। তখন বোঝা যায়, পনেরো বছর চার মাস বয়েসের আগে তার একটা বাল্যকাল ছিল।

হাসতে হাসতে ঝিল্লি বলল, এই প্রথম তুমি আমাকে একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে! তোমাদের বিলিতি ভদ্রতায় বুঝি নিজে থেকে কিছু প্রশ্ন করতে নেই ? তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জানতে চাওনি। মেয়েদের বয়েস সম্পর্কে কিছু বলতে নেই, এটাও তোমাদের একটা বাজে ধারণা। যে সব মেয়েদের মাথায় এক ফোঁটাও ঘিলু নেই, তারাই বয়েস লুকোতে চায়।

দেবকান্ত স্মিত মুখে চুপ করে রইলেন।

ঝিল্লি বলল, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ... আমাদের একটা ফিল্ম ইউনিট আছে। আমরা আপাতত ডকুমেন্টারি, অ্যাড ফিল্ম তুলি। শিগগিরই টি ভি সিরিয়াল, ফিচার ফিল্ম বানাবারও ইচ্ছে আছে। এই পরশুদিন বিকেলে নন্দনে আমাদের একটা ডকুমেন্টারি দেখানো হবে। তুমি আসবে ? অবশ্য যদি ফ্রি থাকো—

দেবকান্ত বলল, হ্যাঁ, যেতে পারি। সে রকম কিছু কাজ নেই। কী বিষয়ে ছবি ?

—প্রস্টিটিউটদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সোনাগাছি অঞ্চলের ... যাদের আজকাল সেক্স ওয়ার্কার বলে, বাংলায় নাম দেওয়া হয়েছে যৌনকর্মী।

—তুমি ওই ইউনিটে ঠিক কী করো ? ক্যামেরা, না

—আমি স্ক্রিপ্ট রাইটার। শুটিং-এর সময়ও উপস্থিত থাকতে হয়, ইমপ্রোভাইজ করতে হয়। আমি একটা ফিচার ফিল্মের স্ক্রিপ্টও লিখতে শুরু করেছি।

—তোমার বাবার গল্প ?

—কেন, বাবার গল্প হবে কেন ? আমি আমার কেরিয়ার শুরু করার সময় বাবার কোনও সাহায্য নিইনি! কোথাও বাবার নাম ভাঙিয়ে খাই না। গল্পটা আমরা, মানে আমি আর আমার এক বন্ধু, দু'জনে মিলে বিল্ড আপ করছি। তোমাকে দেখার পরই আমার একটা কথা মনে হয়েছিল। সেটা একটু আশ্চর্য ব্যাপার। গল্পটা তৈরি করার সময় চরিত্রগুলির চেহারাও তো মনে ভেসে ওঠে। আমাদের এই গল্পটায় একজন এক্স-আর্মিম্যানের চরিত্র আছে, প্রাক্তন সৈনিক, সেভেন্টিওয়ানের যুদ্ধে সে লড়েছিল, আমার কল্পনায় তো তার একটা চেহারা, একটা মুখের গড়ন আছে, তোমার সঙ্গে খুব মিল! আশ্চর্য না ?

—কী বলব, থ্যাঙ্ক ইউ ?

—তুমি ওই রোলটায় অভিনয় করবে ? তা হলে দারুণ, দারুণ হয়! একেবারে আইডিয়াল কাস্টিং!

—এবার বলতেই হচ্ছে, নো, থ্যাঙ্ক ইউ!

BanglaBook.org

—তুমি কতদিন আছ ?

—বেশিদিন নয়। তা ছাড়া, ও সব আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

—তোমার নাম দেবকান্ত কে রেখেছিল ? তুমি বুঝি এক সময় খুব সুন্দর দেখতে ছিলে ?

—এখন যে দেখতে খুবই খারাপ হয়ে গেছি, সেটা মনে করিয়ে দেবার জন্যও ধন্যবাদ, ঝিল্লি। না, আমি দেখতে কোনও দিনই ভাল ছিলাম না। রংটা শুধু ফর্সা ছিল। তা নিয়ে অল্প বয়েসে অনেক ঠাট্টা শুনতে হয়েছে। কেউ বলত নবকার্তিক, কেউ বলত রাঙামুলো, ফানটুস, ফ্যাটফেটে, এই সব ! এখন রংটা জ্বলে গেছে, আগেকার অনেকে দেখলে চিনতে পারে না, কিন্তু আমি বেঁচেছি।

—এখনই তোমার মুখে একটা বিশেষ চরিত্র এসেছে। যারা পাহাড়ের ওপর অনেকদিন থাকে, কিংবা সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়, তাদের এ রকম রং জ্বলে যায়। তুমি সে রকম অনেক ঘুরেছ, তাই না ?

—তা ঘুরেছি, কিন্তু ঝিল্লি, তুমি ফিল্মের স্ক্রিপ্ট শুধু লিখবে কেন ? তোমাকে কেউ হিরোইন করতে চায়নি ? তোমার এত ভাল ফিগার।

—ও কথা শুনলেই আমার গা জ্বলে যায় ! ফিগার ভাল হলে বুঝি মাথা থাকতে নেই ? অভিনয় টভিনয় নয়, আমি ক্রিয়েটিভ কাজ করতে চাই।

ঝিল্লি রাগে ফোঁস করে উঠতেই দেবকান্ত খানিকটা গুটিয়ে গেলেন। প্রথম দিন আলাপেই কোনও তরুণীর সামনাসামনি শরীরের আঙ্গিকের প্রশংসা করা বোধহয় সঠিক সহবত নয়। পশ্চিমি দেশে এ সব চলে। তিনি অন্যমনস্কভাবে সিগারেটের প্যাকেটটা আবার বার করলেন পকেট থেকে।

ঝিল্লি বলল, তুমি সত্যিই কোনও ড্রিংক নেবে না ? এ বার আমার একটু রাম খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার থেকে একটা সিগারেটও নিতে পারি ?

দেবকান্তর মনে হল, বাড়িটা যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ। রাস্তাতেও গাড়ির আওয়াজ নেই। অথচ রাত বেশি নয়, সওয়া নটা। বিদেশে বসে 'কলকাতা' নামটা শুনলেই তার অনুষঙ্গ আসে হই চই, গোলমাল, মিছিল, গাড়ির ভ্যাঁ ভোঁ, রিকশার ঠুংঠাং, রাস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ভিখিরিদের একঘেয়ে সুর ...। এই সল্ট লেক যেন কলকাতা নয়।

দেবকান্ত বললেন, কাজের মেয়েটি চলে গেল ... তুমি এখানে থাকো না বললে, অন্য দিন বাড়িতে শুধু সত্যবান আর তার স্ত্রী ?

ঝিল্লি বলল, এ বাড়িতে দু'জন কাজের লোক, তারা কেউই রাত্তিরে থাকে না। মিসেস ব্যানার্জি পছন্দ করেন না। কেন, তোমাদের ও দেশেও তো বাড়িতে কি কোনও কাজের লোক থাকে ?

—তা অবশ্য ঠিক। এ বার সত্যিই আমার ওঠা উচিত। অনেক রাত হল। তোমার বাবাকে বলে দিয়ো, আমি কাল ফোন করব।

—হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন ? বাড়িতে আমি এখন একা, সেই জন্য ?

BanglaBook.org

ভয় নেই, তোমাকে আমি সিডিউস করব না।

দেবকান্ত বিস্ময় লুকোতে পারলেন না। এরকম কথা আমেরিকা-কানাডার বাঙালি মেয়েরাও গুরুজনস্থানীয় কারুকে ইয়ার্কিচ্ছলেও বলে না।

গুরুজন হিসেবে তাকে গণ্যই করছে না ঝিল্লি।

এ মেয়ে ইচ্ছে করলেই যে যে-কোনও পুরুষের মন ঘুরিয়ে দিতে পারে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

সে এখন একটা চেয়ারের হাতলের ওপর অদ্ভুত শরীর বিভঙ্গে বসে আছে। অথচ মুখখানি কী সরল!

—তুমি দারুণ সিডাকট্রেস হতে পারো, এটা মেনে নিতেও পারি। কিন্তু তোমার সেই শক্তি তুমি অপাত্রে নষ্ট করবে কেন?

—অপাত্রে?

—আমি প্রথমত তোমার বাবার বন্ধু, দূত যেমন অবধ্য, সে রকম বাবার বন্ধুরাও মেয়েদের কাছে অবধ্য। আর দ্বিতীয়ত, আমার বয়েস অন্য দিকে ঢলে গেছে। অন দা রং সাইড যাকে বলে।

—তোমার কত বয়েস?

—ছাপ্পান্ন।

—তুমি আমার বাবার থেকে ছোট?

—সামান্য, দু এক বছরের।

—তুমি পল নিউম্যানের চেয়েও ছোট। হি ইজ মাই হিরো। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যিই উত্তর দেবে? এই ছাপ্পান্ন কি আটান্ন বছর বয়সটা কেমন? জীবন থেকে কিছু কি হারিয়ে যায়? শরীরের কিছু কি নষ্ট হয়? ডিজায়ার কমে যায়? আমার বাবাকেও এই কথাটা জিজ্ঞেস করি। বাবা কিছু উত্তর দেয় না, শুধু হাসে। তুমি বলো তো, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

দেবকান্তও হাসলেন। মাথা নেড়ে বললেন, আমিও বলব না। ওটা আমাদের সিক্রেট। কমবয়েসীদের জানাতে নেই। তোমরা এই বয়েসে পৌঁছোনোর আগে থেকেই জেনে যাবে কেন? জীবনের সব অভিজ্ঞতাই এক একটা সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে জানতে হয়।

॥ ২ ॥

অসময়ে যাদের মৃত্যু হয়, তাদের বয়েসটা সেখানেই থেমে থাকে। সুজাতা যখন চলে যায়, তখন তার বয়েস কত হবে, বড়জোর চল্লিশ। দেবকান্ত সুজাতাকে শেষ দেখেছেন আরও আগে। সেই সুজাতার মেয়ে এই ঝিল্লি। না, ঝিল্লির সঙ্গে তার মায়ের চেহারার বা কথা বলার ভঙ্গির কোনও মিল নেই। সুজাতার সঙ্গে পাহাড়ি ঝর্না বা উদ্দাম জলপ্রপাতের তুলনা দেওয়া যায় না, সে ছিল মধ্য সমুদ্রের মতন স্থির এবং গভীর।

BanglaBook.org

অনেক দিন পর দেবকান্তর খুব বেশি করে মনে পড়তে লাগল সুজাতার কথা।

দেবকান্ত এখন জীবনের যে পর্বে এসেছেন, তাতে বন্ধু-বান্ধব চেনা-পরিচিতদের মধ্যে টুপটাপ করে দু'একজন হারিয়ে যাবে। যাচ্ছেও। কেউ কেউ যাচ্ছে একেবারে অচিন্তনীয় ভাবে। অনেকটা দাবা খেলার মতন। খুব মন দিয়ে ঘোড়াটাকে সামলানো হচ্ছে, হঠাৎ চলে গেল গজ, যাকে খুব নিরাপদ মনে হয়েছিল। সুজাতার মৃত্যুটা এখনও যেন মেনে নেওয়া যায় না। বাইরে থেকে মনে হত, নিটোল স্বাস্থ্য, দারুণ পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল, ভেতরে ভেতরে যে তার রোগ বাসা বেঁধেছিল, সে কথা ঘুণাক্ষরেও কারুকে জানায়নি।

মেয়েদের নাকি হার্ট অ্যাটাক হয় না। সত্যিই এ রকম শোনা যায় খুব কম। পুরুষরা ঠাট্টা করে বলে, মেয়েদের হার্টই নেই, তা হার্ট অ্যাটাক হবে কী করে? আর মেয়েরা বলে, তারা তাদের হৃদয় ভালবাসার মানুষটিকে দিয়ে দেয়, পুরুষরা তা বিশ্বাস করে দিতে পারে না।

এক জন মানুষকে দেখে আর একজন মানুষের কথা মনে পড়ে। খানিক আগে সত্যবান আর অনসূয়া এসেছিল হোটেলের ঘরে। কাল রাত্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারেনি বলে সত্যবানের আফসোসের শেষ নেই। ঝিল্লি যা বলেছিল, ঠিক সেটাই ঘটেছে। নৈহাটির মিটিং থেকে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে নির্ঘাত ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু ফেরার সময় ড্রাইভারকে খুঁজে পেতে দেরি হয়েছিল, যদিও বা পাওয়া গেল, ব্যারাকপুরের কাছে এসে সে গাড়ি অচল হয়ে গেল। অনেক চেষ্টাতেও ঠিক হল না, শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি জোগাড় করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সাড়ে দশটা। এই সব সভা-সমিতিতে যাওয়া মানেই বিড়ম্বনা, তবু কিছু কিছু জায়গায় যেতেই হয়, উপরোধ এড়ানো যায় না।

প্রায় সমবয়েসী হলেও দুই বন্ধুর চেহারায় অনেক পার্থক্য এসে গেছে। সত্যবানের চুলে পাক ধরেছে বেশ, মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে, শরীরটাও শুকিয়ে গেছে। অবশ্য সব মিলিয়ে একটা সৌম্যভাব এসেছে, যেটা খ্যাতিমান লেখক হিসাবে তাঁকে মানায়। দেবকান্তর মাথার চুল পাতলা হয়ে এলেও পাক ধরেনি, সত্যবানের তুলনায় তিনি দীর্ঘকায়, কাঁধ চওড়া, গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে, দেখলে শক্ত, সমর্থ পুরুষ বলে মনে হয়। অনেকেই আর্মি অফিসার বলে ভুল করে।

অনসূয়ার বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, কিন্তু শরীরের বাঁধুনি ভাঙেনি। মুখে শ্রী আছে, খানিকটা উন্নাসিক ভাবও আছে। তিনি ক্ষয়িষ্ণু বনেদি বাড়ির কন্যা, এককালে নামকরা ইংরেজির ছাত্রী ছিলেন, এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। অনসূয়ার ব্যবহারে ভদ্রতার খুঁত নেই, তবু কিছুক্ষণ আলাপের পরই দেবকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন, অনসূয়া তাঁকে ঠিক পছন্দ করতে পারছেন না।

BanglaBook.org

খুব সম্ভবত যারা তাঁর স্বামীর আগের স্ত্রীকে চিনত, তাদের সম্পর্কে এই রকম মনোভাব। যদিও অনসূয়া যতক্ষণ ছিলেন, সুজাতার প্রসঙ্গ একবারও ওঠেনি। ঝিল্লির কথা তো উঠেছিল, সে সুজাতার মেয়ে, সে অনসূয়াকে মিসেস ব্যানার্জি বলে।

দেবকান্তর কোনও গোঁড়ামি নেই, সত্যবানের দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারেই বা তাঁর আপত্তি থাকবে কেন ? বিধবা বা ডিভোর্সি মেয়েরা আবার বিয়ে করে না ? ইচ্ছে করলেই পারে। সত্যবান সুজাতার স্মৃতি নিয়ে সারা জীবন কাটাবে, না আর একজন নারীকে জীবনসঙ্গিনী করে নিতে চাইবে, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, এতে অন্য কারুর মাথা গলানোর প্রশ্নই ওঠে না। দেবকান্ত অনসূয়ার সঙ্গে ভাব করে নিতেই চান।

অনসূয়া একটু পরেই চলে গেলেন, তাঁর ক্লাস আছে। সত্যবানের সে রকম কোনও তাড়া নেই, সারা জীবন তিনি চাকরি করেননি, কখনও চাকরি করবেন না, পুরো সময়ের জন্য লেখক হবেন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অল্প বয়েসে তিনি প্রচুর কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন। প্রথম জীবনে যখন লিখেটিখে প্রায় কিছুই পয়সা পেতেন না, তখন তাঁকে বিজ্ঞাপনের শ্লোগান লিখতে হয়েছে, বাংলা সিনেমার গল্পে সংলাপ জুড়তে হয়েছে, এমনকী কোনও কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তৃতাও তিনি লিখে দিয়েছেন।

চাকরি না করলেও সত্যবানের ব্যস্ততা কম নয়। লেখার চাপ তো আছেই, তা ছাড়া একটা বয়েসে পৌঁছানোর পর, ইচ্ছে থাক বা না থাক, নানান কমিটির সদস্য হতে হয়, সেমিনারে যোগ দিতে যেতে হয় দেশে বিদেশে। তবু আজ সত্যবানের যেন তাড়া নেই। স্ত্রীকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে তিনি গদিমোড়া বড় চেয়ারটায় আরাম করে বসলেন। পাশের টেবিল থেকে দেবকান্তর সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে বললেন, তুই এখনও সিগারেট খাস ? তোদের দেশে তো নানান বিধি নিষেধ, অনেক জায়গায় থ্যাঙ্ক ইউ ফর নট স্মোকিং লেখা থাকে।

দেবকান্ত বললেন, তা ঠিক। তবে আফ্রিকাতে এখনও অতটা কড়াকড়ি নেই।

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে সত্যবান বললেন, আমি সাত বার ছাড়ার চেষ্টা করেছি। কিছুতেই পারি না। এক বার আড়াই মাস পর্যন্ত টালিয়েছিলাম, আবার ধরতেই বেশি বেশি খেতে শুরু করেছি। লেখার সময় সিগারেট না থাকলে ছটফট করি। এই সিগারেটই শেষ পর্যন্ত আমাকে মারবে।

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি মৃত্যুচিন্তা করতে শুরু করেছিস নাকি ?

সত্যবান বললেন, সে চিন্তা তো মাঝে মাঝে হয়ই। মাঝেমাঝে শরীরে একটা কিছু হলেই মনে হয়, এই কি সেই লোহার বাসর ঘরের সেই ফুটোটা যা দিয়ে কালনাগিনী ঢুকবে ? একদিন কথা নেই, বার্তা নেই, নাক দিয়ে হড় হড় করে অনেকখানি রক্ত পড়ল। এ রকম আগে কখনও হয়নি। ডাক্তার

BanglaBook.org

দেখালাম, নানা রকম টেস্ট করানো হল। কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ খামোখা রক্ত পড়ল কেন ? অনেকখানি।

—পলিউশনের জন্য খুব সম্ভবত। নিশ্বাসের সঙ্গে বহু রকমের বিষ ঢুকছে।

—হ্যাঁ, সে কথা অনেকেই বলে। কিন্তু তোদের আমেরিকা, ক্যানাডায়, অত সবুজ, চারপাশ অত পরিচ্ছন্ন, ধোঁয়ার ভেজাল নেই, তবু তো অনেক লোকের হার্ট অ্যাটাক হয়। চেনাশুনো অনেকেরই। সেবারে ক্যানাডায় গেলাম, তুই ছিলি না, তুই তখন অস্ট্রেলিয়ায়, একটা বাড়িতে সাত-আটজন আড্ডা দিতে এল, তাদের মধ্যে দু'জন লোক, বয়স বেশি না, সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ হবে, এমনিতে বেশ আমুদে, হই-চই করতে পারে। কিন্তু শুনলাম, দু'জনেরই হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। এক জনের আবার বাইপাশ সার্জারি—কেন ? অত ভাল দেশ, তবু হার্ট অ্যাটাক হয় কেন ?

—তার কারণ অন্য। এখান থেকে যারা ও দেশে যায়, বাইশ-চব্বিশ বছর বয়েসে, তখন প্রথম কয়েকটা বছর দারুণ স্ট্রাগল করতে হয়। পড়াশুনোই হোক বা চাকরি বাকরি, যেমন খাটনি, তেমনই টেনশন। আমাদের দেশে সবাই ভাবে বিলেত-আমেরিকায় গেলেই বুঝি সবাই খুব আরামে থাকে। আসলে তো তা নয়, প্রতিকূল পরিবেশে নিজের জায়গা করে নেবার জন্য প্রচণ্ড লড়াই চালাতে হয়। এর মধ্যে যারা বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে হয়, তারা সংসার চালাতে একেবারে জেরবার হয়ে যায়। পনেরো-কুড়ি বছর পর ঠিক মতন সেট্‌ল করার সময় আসে। তখন নিজের বাড়ি হয়, ইচ্ছে মতন নতুন গাড়ি কেনা যায়, ইচ্ছে মতন হাত পা ছড়িয়ে আরাম করার সময় আসে। আর তখনই, অনেকের ক্ষেত্রে ওই যে আগেকার অতগুলো বছরের পরিশ্রম আর টেনশন, তার একটা ধাক্কা লাগে। কারুর হাঁপানি হয়ে যায়, কারুর হার্টে চোট লাগে। শুধু বাঙালি কেন, সাহেবরাও কি অল্প বয়েসে হার্ট অ্যাটাকে মরে না ?

—তোর শরীর ঠিক আছে, দেবু ?

—বড় কিছু এ পর্যন্ত হয়নি বলা যেতে পারে।

—সিঁড়ি ভাঙতে পারিস ?

—অসুবিধে হয় না।

—আমাকে দেখলে মনে হয়, বুড়িয়ে গেছি। কিন্তু হার্ট স্ট্রং আছে। চার-পাঁচতলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে পারি অনায়াসে। দেবু, তুই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলিই না ? কেন রে ?

—করলাম না মানে, ভাবতে ভাবতেই বেলা কেটে গেল। আর একা থাকাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

—মেয়ে বন্ধু-টন্ধু আছে ? নাকি মেয়েদের পছন্দই করিস না ?

—মেয়েদের অপছন্দ করব, অতটা বেরসিক আমি নই। কয়েকজন গার্ল ফ্রেন্ড ছিল !

BanglaBook.org

—ও সব দেশে তো গার্ল ফ্রেন্ড পাওয়া সহজ। কে যেন বলেছিল, ও নিশি, হ্যাঁ, নিশি একবার তোর ওখানে গিয়েছিল না ? ফিরে এসে নিশি বলেছে যে তোর বাড়িতে একটি স্প্যানিশ মেয়েকে থাকতে দেখেছিল। খুব রূপসী নাকি ?

—হ্যাঁ, নিশি যখন গিয়েছিল, আমি তখন একটি স্প্যানিশ মহিলার সঙ্গে লিভ টুগেদার করতাম। প্রায় তিন বছর সে ছিল আমার বাড়িতে। বিয়ে করার কথা অবশ্য কেউই ভাবিনি। ল্যাটিন জাতের মেয়েদের রক্ত খুব গরম হয়, মেজাজের ঠিক থাকে না, মাঝে মাঝেই ঝগড়া হত, একদিন সে রাগের চোটে টিভিটা ছুড়ে ভেঙে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আর, মানে, ঠিক মিল হল না আমাদের।

—লিভিং টুগেদার। কিছুকাল আগেও বলা হত মিস্ট্রেস রাখা, বাংলায় রক্ষিতা। এখন নারী-পুরুষের সমান অধিকারের যুগ এসেছে, তাই কেউ কারুকে রাখে না, দু'জনে ইচ্ছে মতন একসঙ্গে থাকে। বনিবনা না হলে ছাড়াছাড়ি। মাঝখানে আইন কিংবা সমাজ মাথা গলায় না। আমাদের দেশে অল্পবয়েসীরা কেউ কেউ বিয়ে না করেও একসঙ্গে থাকে, কিন্তু ঠিক মতন চালু হয়নি। ধর আমার কথা, আমি যদি বিয়ে না করে কোনও মহিলার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতাম, টি টি পড়ে যেত, আমাকে বলা হত দুশ্চরিত্র। কিন্তু আমার পক্ষে ওই রকম একটা ব্যবস্থাই ভাল হত, আমার আর একবার বিয়ে করাটা ঠিক হয়নি।

—সত্য, কেন ও কথা বলছিস ? আমার তো একটুক্ষণের জন্য দেখেই মনে হল, অনসূয়া তোর জন্য খুব কেয়ার করে। সব জায়গায় তোর সঙ্গে যায়।

—অনসূয়া ভাল মেয়ে। সে তার নিজের মতন ভাল। আমার পক্ষে ঠিক ... মানে কী জানিস, অনেকে আমাকে খোঁচা মেরে বলেছিল, সুজাতা চলে যাবার পর অত তাড়াতাড়ি তাকে ভুলে গিয়ে আমি লোভীর মতন আর একটি বিয়ে করেছি। এ কথাটা মোটেই ঠিক নয়। সুজাতার জন্যই আমাকে আবার বিয়ে করতে হয়েছে। সুজাতাকে যদি ভুলতে পারতাম, তা হলে বিয়ে করার দরকার হত না। বছরের পর বছর আমি শুধু সুজাতার কথাই ভেবেছি, কেন ওর অসুখের কথা আগে বুঝিনি, কেন ওর যত্ন নিইনি, ও কি অভিমান করে চলে গেল... এই ধরনের চিন্তা সর্বক্ষণ মাথায় রাখার কোনও মানে হয় না। আমার অবসেশান হয়ে গেল, অনেকটা অসুখের মতন, দু'তিন বছর প্রায় কিছুই লিখতে পারিনি, যা লিখেছি, তাও অখাদ্য। তখন বুঝেছিলাম, আর একটি নারীসঙ্গ না পেলে আমি সুস্থভাবে বাঁচতে পারব না। সেই সময় অনসূয়া এসে গেল আমার জীবনে। তখন ঝোঁকের মাথায়... কিন্তু এখন বুঝতে পারি ভুল হয়েছে।

—তোর মেয়ে দু জনই তখন বড় বড়। তারা আপত্তি করেছিল ?

—কাল ঝিল্লির সঙ্গে তুই কিছুক্ষণ ছিলি, ঝিল্লি তোকে কিছু বলেছে ?

BanglaBook.org

—না, ও প্রসঙ্গই তোলেনি। তবে এ রকম তো হয় ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে নতুন একজনকে মা বলে মেনে নি

—মেয়েরা, আমার বড় মেয়ে বলতে গেলে আমার ওপর জোরই করেছিল। বিয়ের সব ব্যবস্থার ভার নিয়েছিল মিলি। আর ঝিল্লিও তো মুখে কিছু আপত্তি জানায়নি। দেখেছিস তো, ও কী রকম পটপট করে স্পষ্ট কথা বলে। আপত্তি থাকলে বলবে না কেন? শুধু ওই বিয়ের সময় ঝিল্লি থাকেনি, কী একটা কাজের ছুতোয় বম্বে চলে গিয়েছিল। আমি ঝিল্লির মতটা ঠিক বুঝতে পারিনি। ও অনসূয়াকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। অনসূয়ার বুকে একটা ছুরি বসিয়েছে দিতেও ওর বিবেকে একটুও আটকাবে না মনে হয়। অথচ, সামনাসামনি ও অনসূয়ার সঙ্গে কক্ষনও ঝগড়া করে না, বরং দারুণ ভদ্র আর মিষ্টি ব্যবহার করে, তা দেখলে আমার আরও ভয় হয়?

—ঝিল্লি বোধহয় ওঁকে মা বলে ডাকে না।

—তা না ডাকুক... ঝিল্লির জন্য আমার কপালে দুঃখ আছে।

সত্যবান একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে চুপ করে গেলেন। দেবকান্তও এ প্রসঙ্গ আরও টেনে নেওয়া উচিত কি না বুঝতে পারলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একটু বিয়ার খাবি নাকি?

সত্যবান বললেন বিয়ার খেলে আমার অ্যাসিডিটি হয়। ঠিক আছে, আজ খাই তোর সঙ্গে। এত বছর পর...

আন্তর্জাতিক পঞ্চতারকা হোটেলে কেতা অনুযায়ী ঘরে একটা ছোট ফ্রিজ রয়েছে, তার মধ্যে মিনি বার, বিয়ার ও আরও কয়েক রকমের পানীয় সাজানো। ফ্রিজের সাদা রঙের দরজায় দেবকান্ত দেখতে পেলেন ঝিল্লির মুখচ্ছবি।

কাল সর্বক্ষণই ঝিল্লি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ঘুরেছে মনের মধ্যে, অথচ জিজ্ঞেস করতে পারেননি। কেন পারেননি? বন্ধুর মেয়েকে সে প্রশ্ন তো করাই যায়। কিন্তু ওকে তো তিনি ছোট বয়েস থেকে আস্তে আস্তে বড় হতে দেখেননি, তাই সহজ হতে পারছিলেন না। শিক্ষিত, স্বচ্ছল হিন্দু পরিবারে আজকাল হিন্দুত্বের কোনও চিহ্নই থাকে না। বিবাহিতা মেয়েরা হাতে শাঁখা বা লোহা পরে না, সিঁথির সিঁদুরের চল তো উঠে গেছে অনেকদিন। ঝিল্লির হাত দুটি নিরাভরণ ছিল।

বিয়ারের ছিপি খুলতে খুলতে দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ঝিল্লি বিয়ে করেনি?

সত্যবান অন্যমনস্কভাবে বললেন, ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলে, বড় হয়ে গেলে, মনে করে, তাদের জীবনটা তাদের নিজস্ব জীবন, তাতে বাবা-মায়েদের মাথা গলাবার কী দরকার? আমরাও একটা বয়েসে এ রকমই ভেবেছি, তাই না? এখন আমরা চলে এসেছি বাবার ভূমিকায়, এখন দেখছি, চিন্তা হবেই। ছেলে-মেয়েরা কথা শুনতে চাক বা না চাক, তবু তারা কষ্ট পেলে আমাদেরও

BanglaBook.org

কষ্ট হবে, হাত বাড়িয়ে তাদের বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হবে। হ্যাঁ, ঝিল্লি বিয়ে করেছিল, দেড় বছরের বেশি টেঁকেনি। প্রিয়ব্রত চমৎকার ছেলে, এখনও তাকে আমি খুব পছন্দ করি। কিন্তু ঝিল্লি তাকে সহ্য করতে পারল না।

দেবকান্ত খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, বিয়ে ভেঙে গেছে? কাল যে বলল, ও তোর ওখানে থাকে না? হঠাৎ এসেছে?

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সত্যবান বললেন, থাকে না। কত করে বলি, কিছুতেই শুনবে না। প্রিয়ব্রত গোলপার্কে একটা সরকারি ফ্ল্যাটে থাকত, ডিভোর্সের পর সে চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে দিল্লি চলে গেছে, ওই ফ্ল্যাটটা এখনও ঝিল্লির দখলে আছে। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে একটা কি ফিল্ম কম্পানি খুলেছে, তথ্যছবি বানায়, কতটা কী লাভ হয় জানি না। দমকা হাওয়ার মতন জীবন কাটাতে চায় মেয়েটা।

দেবকান্ত বলেন, কাল অনেকক্ষণ কথা বললাম, তোর ওই মেয়েটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমন শার্প।

সত্যবান বললেন, বড় মেয়ে মিলি ছিল মায়ের ভক্ত। অথচ সে আমার দ্বিতীয় বিয়েতে আপত্তি করেনি। আর ঝিল্লি... ছোটবেলা সে আমার পাশ ছাড়ত না, আমি লিখতে বসলে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে থাকত, সুজাতা ডাকলেও যেত না, আমার সঙ্গেই তার যত কথা... সেই ঝিল্লি, এখন তার সঙ্গে আর কমিউনিকেশেন হয় না, আমি ওকে বুঝতে পারি না। নিজের মেয়ে। তবু এক এক সময় মনে হয় যেন চিনিই না ওকে।

দেবকান্তর মনে পড়ল, ঝিল্লি তার শৈশব-বাল্যকালকে অস্বীকার করে। পনেরো বছর চার মাস বয়েস থেকে তার প্রকৃত জীবন শুরু হয়েছে নাকি।

বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিয়ে দু'দিকে মাথা নাড়লেন সত্যবান। যেন তিনি ঝিল্লির চিন্তাটা মন থেকে আপাতত ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। তারপর বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তুই এবার কত বছর পরে এলি রে?

—দশ বছর। যে-বার বাবা চলে গেলেন

—দশ বছর হয়ে গেল? মনে হয় যেন বেশি দিনের কথা নয়। সুজাতা তার আগেই...। যারা বিদেশে থাকে, তারা তো অনেকেই দু'বছর-তিন বছর পর পর দেশে আসে, তুই আসিস না কেন?

—আমার কে আছে বল? নিজের তো কেউই নেই, আর বন্ধুরা... সকলেই তো নিজের নিজের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। তোর সঙ্গে কি পুরনো বন্ধুদের নিয়মিত দেখা হয়?

—আমাদের সেই অরিজিনাল পাঁচ বন্ধু, তাদের মধ্যে তুই পাকাপাকি দেশ-ছাড়া। নিশি থাকে ক্যানিং-এর কাছে একটা জায়গায়, সোস্যাল ওয়ার্ক নিয়ে মেতে আছে, ওর নিজেরই সময় নেই, বছরে এক বার-দু'বার আসে আমার বাড়িতে। অরুণেশ... ওর অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, বড় বেশি সংসারী হয়ে গেছে, ওর একটি ছেলে গান গেয়ে নাম করেছে, তাকে বরং দেখি বিভিন্ন

BanglaBook.org

সভা-সমিতিতে, তার কাছ থেকে অরুণেশের খবর পাই... সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানিস, অমর, অমরের সঙ্গেই আমার সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল, এক সঙ্গে কত জায়গায় গিয়েছি যৌবনকালে, সেই অমর আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না এখন, কোথাও দেখা হলেও অন্য দিকে চলে যায়। অথচ জ্ঞানত আমি ওর সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করিনি।

—অমরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তোর প্রসঙ্গ উঠতেই চুপ করে গেল।

—শুনেছি অন্যদের কাছে আমার নামে নিন্দেমন্দ করে।

—আমার কাছে করেনি। কিছুই বলেনি। তোর সঙ্গে অমরের দূরত্ব হয়ে যাওয়ার কারণ তো বোঝাই যায়।

—বোঝা যায় ? তুই কী বুঝলি ?

—সত্যবান, আমি যদি দেশে থেকে যেতাম, আমিও যদি গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করতাম, তা হলে তোর সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব ঘুচে যেত। আমাদের দলে তুই-ই ছিলি একমাত্র লেখক। অমর অনেক পরে শুরু করল। তোর মতন সে সাকসেসফুল হয়নি। সে তোর কাছাকাছি থাকলে লোকে বলবে, অমর তোর ছায়া। সেটা ওর ভাল লাগবে কেন ? ও যে দূরে সরে গেছে, সে জন্য ওর মনেও নিশ্চয়ই দুঃখ আছে।

—তুই লেখক না হয়েও এটা বুঝলি কী করে। দ্যাখ দেবু, যে-যার নিজের মতন লেখে। প্রতিযোগিতা করে তো সাহিত্য হয় না। এই সব ভেবে কি বন্ধুত্ব নষ্ট করার কোনও মানে হয় ?

—প্রতিযোগিতা করে সাহিত্য হয় না। কিন্তু সাকসেস-এর একটা প্রতিযোগিতা থাকবেই। এক প্রফেশনের লোকদের মধ্যে বন্ধুত্ব টেঁকে না। তার মানে যা বোঝা গেল, তোর এখন কোনও বন্ধু নেই ?

—নাঃ। পরিচিত লোক অনেক আছে। বন্ধু নেই। বয়েস বাড়লে বোধহয় এ রকমই হয়। তুই দূরে থাকিস, তাই অনেকদিন পর পর তোকে দেখলে আগেকার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। কিন্তু দশ বছর ... কোনও মানে হয় ? আর একটু ঘন ঘন আসতে পারিস না ? এবারেই বা এলি কেন ?

—শুনলে তুই হয়তো বিশ্বাস করবি না। এ বারে এসেছি তোর একটা লেখা পড়ে। তুই যে 'গঙ্গাহৃদি' নামে উপন্যাসটা লিখেছিস, সেটা পড়ে মনটা খুব ছটফট করতে লাগল। ওতে চুঁচড়ো'র একটা রাতের কথা আছে। তুই, অমর, আর আমি একটা তিনশো বছরের পুরনো বাড়িতে ছিলাম। সে বার সুজাতাও হঠাৎ এসে পড়েছিল, তুই অবশ্য সুজাতার কথা বাদ দিয়েছিস। বইটা যেদিন পড়ি, তখন আমি সেরিংগেটি ফরেস্টের একটা তাঁবুতে ছিলাম, হঠাৎ খুব ঝড় উঠেছিল, অনেক রাত পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি, আমার মনে পড়ে গেল চুঁচড়ো'র গঙ্গার ধারে সেই জ্যোৎস্না রাতটার কথা, খুব মন কেমন করতে লাগল, ভাবলাম, আর কি সেই জায়গাটা কখনও দেখা হবে না !

—তুই আমার ওই বইটা পড়েছিস ? বাংলা বই পড়িস নাকি ?

—তোর সব বই না হলেও অনেকগুলোই পড়েছি। বাংলা বই আমি নিয়মিত আনাই। অমরের লেখাও তো সেইভাবেই পড়েছি।

—কেন, বাংলা বই পড়িস কেন ? দেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিসনি।

—সেই জন্যই তো ! মা নেই, বাবা নেই, এ দেশের সঙ্গে কোনও বন্ধনই আর নেই। শুধু বাংলা ভাষাটা আঁকড়ে ধরে আছি। গীতাপাঠ করার মতন রোজই রবীন্দ্র রচনাবলীর এক-দু পাতা অন্তত পড়ি। নতুনদের লেখাও পড়ি। বাংলা কথা বলার কোনও লোক নেই, এখন যেখানে আছি। এক সময় ব্রাজিলের একটা ছোট শহরে ছিলাম, সাড়ে তিন বছর একটাও বাঙালির মুখ দেখিনি। সারাদিন খেটেখুটে এসে, রাত্রে গরম জলে স্নান করার সময় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাংলা কবিতা বলতাম, শুধু নিজেকে শোনাবার জন্য। বাংলা ভাষাটা ভুলে গেলে তো আমি চিরজন্মের মতন মাকেও হারাব। জানিস সত্যবান, আমি এখন কিছুটা কিছুটা সংস্কৃত শিখছি।

—সংস্কৃত ? এই বয়েসে সংস্কৃত শিখে কী লাভ ?

—অন্য কোনও লাভ নেই। আমার বেশ ভাল লাগছে, এই ভাল লাগাটাই লাভ। শব্দ নিয়ে খেলা করতে বেশ লাগে।

—তুই কিছু লিখিস না ? তোর এত সব অভিজ্ঞতার কথা লিখলে পারিস !

—রক্ষে করো। লেখা টেখার ব্যাপারে আমি নেই।

—দেবু, তুই এখন যেখানে আছিস, সেই নাইরোবিতে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। অনেক কাল আগে। ভদ্রলোক সাহিত্য-টাহিত্যের ধার ধারতেন না, বাংলাও বোধহয় ভাল জানতেন না। আফ্রিকা ছেড়ে চলে এসে, কী করে যেন সুধীন দত্তর পরিচয় পত্রিকার আড্ডায় জুটে যান। শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে সেটল করেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক একখানা বই লিখেছেন, 'নাইরোবি থেকে রবি'। খাসা লেখা। তুই সে রকম একটা কিছু লেখ না।

—আমার লেখক হবার সাধ নেই, এ দেশে এসে সেটল করতেও চাই না। মাঝে মাঝে আসব, সে-ই ভাল। একদিন চুঁচড়োয় যাবি ? তোর সময় হবে ?

—চল, আজকেই চল। আজ কোনও কাজ করব না ঠিক করেছি।

—না, আজ না। আমি অমরকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। অমরকে বলে দেখি, ও যদি রাজি হয়। তোর আপত্তি নেই তো ?

গেলাসটা শেষ করে নামিয়ে রাখলেন সত্যবান। হাত নেড়ে জানিয়ে দিলেন, আর চান না। দেবকান্তর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললেন, তুই বুঝি গুড সামারিটান হতে চাস ? অমরের সঙ্গে যেতে আমার একটুও আপত্তি নেই। অমরই খুব সম্ভবত যাবে না। দ্যাখ, যদি রাজি করাতে পারিস।

BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

টেলিফোন বাজতেই দেবকান্ত রিসিভার তুলে নিয়ে শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠ। ইংরিজিতে কথা। ইজ ইট মিস্টার ডাট ? হোয়াট আর ইউ ডুয়িং ইন দা হোটেল রুম ইন দিস লাভলি ইভনিং ? আর ইউ ক্রেজি ? গেস্, হু ইজ কলিং ?

অনুমান করতে হল না। দেবকান্ত বললেন, ঝিল্লি।

—বলো তো, আমি কোথা থেকে কথা বলছি ?

—সেটা তো বুঝতে পারছি না।

—তোমার হোটেলের লবি থেকে। আমি কি তোমার ঘরে যাব না তুমি নীচে নেমে আসবে ?

—যেটা তোমার ইচ্ছে। আমি নেমে আসতে পারি। দু'মিনিট লাগবে।

—না তুমি থাকো। আমি তোমার ঘরটা এক বার দেখব। আসছি।

দেবকান্ত ট্রাউজার্সের উপর শুধু গেঞ্জি পরে আছেন। তাড়াতাড়ি একটা শার্ট গলিয়ে নিয়ে কোমরে গুঁজতে লাগলেন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই, চারখানা খবরের কাগজ পড়ে শেষ করেছেন, বিছানার ওপর সেই কাগজগুলো ছড়ানো। দুপুরের খাবার ঘরেই আনিয়েছিলেন, এঁটো প্লেটগুলো নিয়ে যায়নি, তিনি ফোন তুলে রুম সার্ভিসেসকে ডাকতে গেলেন, তখনই দরজায় বেল।

আজ শাড়ি পরে আছে ঝিল্লি, মেরুন রঙের মিশ্র সুতোর, ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক, যেন এই মাত্র রক্ত পান করে এসেছে। দিনের আলোয় বোঝা গেল, চোখে সুর্মা বা কাজল নেই, তবু গভীর কালো চোখ, মর্মভেদী দৃষ্টি। সব মিলিয়ে অপরূপ উপস্থিতি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি তো আমার সঙ্গে কখনও টেলিফোনে কথা বলোনি। গলা শুনেই কী করে চিনলে ?

দেবকান্ত বললেন, শুধু গলা শুনে নয়, কলকাতা শহরে আমি একটি মাত্র মেয়েকে চিনি, যে আমাকে ক্রেজি বলতে পারে।

ঝিল্লি বলল, ক্রেজি ছাড়া কী ! তুমি কি কলকাতা শহরে এসেছ হোটেলের ঘরে শুয়ে থাকার জন্য ?

দেবকান্ত বললেন, গরমটা আমি সত্যিই সহ্য করতে পারি না। সকালে একবার বেরিয়েছিলাম, এমন গুমোট গরম, তার ওপর ঘাম, দুপুরটা আমি ঘরেই কাটাই।

ঝিল্লি ধমকের সুরে বলল, গরম ? আকাশের দিকে চেয়ে দেখোনি ?

সে ঘরের মধ্যে ঢুকে উল্টোদিকের জানলার কাছে চলে এল।

এক দিকের দেওয়াল জোড়া কাচের জানলা, তার ওপর ভারী পর্দা টানা। ওই জানলা দিয়ে রোদ আসে। পর্দা টানা থাকলে বাইরের কিছুই দেখা যায় না। কলকাতার আকাশ দেবকান্তর কাছে এমন কিছু দর্শনীয় মনে হয়নি।

BanglaBook.org

ঝিল্লি নাক কুঁচকে বলল, দিনের বেলা আলো জ্বেলে থাকা আমি একেবারে পছন্দ করি না।

দেবকান্ত বললেন, হোটেলের ঘর তো এ রকমই হয়।

ঝিল্লি ঝড়াস করে একটানে পর্দাটা সরিয়ে দিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেবকান্ত চমকে উঠলেন। ময়দানের দিকে আকাশে থরে থরে নিবিড় কালো মেঘ। সেই মেঘময় আকাশ যেন অনেক নীচে নেমে এসেছে। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের রং বদলে গেছে তার ছায়ায়। হঠাৎ অনেকখানি আকাশ ঝলসে বিদ্যুৎ চমকাল, তার একটু পরেই সুগম্ভীর বজ্র নিনাদ।

ঝিল্লি বলল, তোমাকে আমাদের ডকুমেন্টারিটা দেখাবার কথা বলেছিলাম—

দেবকান্ত বললেন, সে তো আজ নয়।

ঝিল্লি বলল, তোমাকে নন্দনের কার্ডটা দিতে হবে তো, এ দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তুমি এ সময়ে হোটেল থাকবে ভাবিইনি, জাস্ট টুক এ চান্স...। তুমি কী, আজ এক্ষুনি এ বছরের প্রথম বৃষ্টি নামছে, এ রকম সময়ে তুমি ঘরে বসে আছ?

দেবকান্ত অস্পষ্টভাবে বললেন, বাইরে বেরিয়ে... কোথায় যাব।

ঝিল্লি বলল, চলো, চলো, আমার সঙ্গে চলো।

দেবকান্ত বললেন, বেরোব? ঠিক আছে, তার আগে চা খেয়ে নিলে হয় না? বিকেলের চা...

ঝিল্লি সঙ্গে সঙ্গে বলল, দ্যাট্‌স আ গুড আইডিয়া। এখানকার চা নিশ্চয়ই ভাল হবে। চায়ের সঙ্গে টা? মাশরুম পকোড়া, আমার খুব ফেভারিট। ফিল্‌মের পার্টিতে গ্র্যান্ড হোটেলে কয়েক বার এসেছি, সেগুলো হলে হয়, কোনও ঘরে কখনও আসিনি। তেমন তো কিছু আহামরি নয়। সার্ভিস কেমন?

দেবকান্ত বললেন, কিছু বললেই তুমি ভাববে, কলকাতার নিন্দে করছি। যাই হোক, আমার তেমন কিছু অসুবিধে হচ্ছে না।

টেলিফোন তুলে তিনি অর্ডার দিয়ে দিলেন।

আর একবার সারা আকাশ গুমগুম করে উঠল।

ঝিল্লি বলল, আঃ, এই আওয়াজটা আমার খুব ভাল লাগে। আজ বৃষ্টি ভিজব।

বড় চেয়ারটায় বসে পড়ে সে আবার বলল, এই ঘরগুলো আই বি ভেরি কস্টলি। বাট ইউ পিপল, ইউ হ্যাভ পকেটফুল অফ ডলার্স। তোমাদের কাছে মনে হবে চিকেন ফিড।

হঠাৎ হেসে ফেলে সে বলল, শুধু শুধু ইংরিজি বলছি কেন? এই সব বড় বড় হোটেলে এলে আপনিই মুখ দিয়ে ইংরিজি বেরিয়ে যায়।

—আমি বেয়ারাদের সঙ্গে কাউন্টারেও বাংলা বলি। বোঝেও ঠিক।

—অবাঙালিরা দিব্যি বাংলা বোঝে। বাঙালিরাই বাংলা বলতে চায় না।

BanglaBook.org

ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেক্স। আমার বাবা, তুমি তো জানো, প্রেসিডেন্সির ভাল ছাত্র ছিল, কিন্তু কক্ষনও ইংরিজি বলে না। এটা তার গর্ব। জেদও বলতে পারো। এক বার হয়েছিল কী, আমার তখন আঠেরো-উনিশ বছর বয়েস, বাবার সঙ্গে একটা মিটিং-এ গিয়েছিলাম। গভর্নর সভাপতি, বাবা প্রধান অতিথি। শ্রোতারা সবাই বাঙালি, তবু বক্তারা সবাই ইংরেজিতে বক্তৃতা দিল, কারণ গভর্নর বুঝতে পারবে না। একজন মন্ত্রী, ভুলভাল বাংলাজাতি ইংরেজিতেও চালিয়ে গেল। পশ্চিমবাংলার গভর্নর হয়ে সে যদি বাংলা না বোঝে, তার জন্য পশ্চিমবাংলার সব লোককে তার সামনে ইংরিজি বলতে হবে? একমাত্র বাবা বাংলায় বললেন। আমি তো শ্রোতাদের মধ্যে বসেছিলাম, দু'একজন ফিসফিস করে বলছিল, সত্যবান ব্যানার্জি ইংরিজি বলতে পারে না। আমার ইচ্ছে করছিল সেই লোকগুলোর গলা টিপে দিই।

—তোমার বাবাকে বাইরে থেকে খুব শান্ত মনে হয়, আসলে খুব তেজী মানুষ।

—এসেছিল তো আজ। তোমাদের দু'বন্ধুতে কী গল্প হল?

—দু'জনেই এসেছিলেন, তোমার বাবা আর মা, মানে, ইয়ে সত্যবান আর অনসূয়া...

—কেমন লাগল ভদ্রমহিলাকে? খুব বুদ্ধিমতী আর মিষ্টি স্বভাব, তাই না? সকলেই পছন্দ করে। মিসেস ব্যানার্জি এ ঘরে কোথায় বসেছিলেন?

—তুমি যেখানে বসে আছ, ওই চেয়ারে।

সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে উঠে পড়ল ঝিল্লি। জানলার কাছে গিয়ে মেঘ দেখল। বিদ্যুৎ ঝলকের আলো পড়ল তার মুখে।

সুইট নয়, শুধুই একটা ঘর, তবে দু'বিছানার। জোড়া খাট, বিছানাটি বহুবর্ণ ময়ূরের পেখম আঁকা সুজনি দিয়ে ঢাকা। ঝিল্লি তার কাছে এসে হাত দিয়ে গদির কোমলতা অনুভব করল।

তারপর বলল, বাঃ, বিছানাটা ভাল, এ রকম নরম বিছানা দেখলেই আমার একটু শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। শুই?

অনুমতির অপেক্ষা না করেই সে পায়ের চটি খুলে খাটের ওপর উঠে শুয়ে পড়ল। চিত হয়ে, হাঁটু দুটো উঁচু, উরুতে শাড়ির ভাঁজ, ঈষৎ উন্মুক্ত পেটে দেখা যাচ্ছে নাভি। একেই বলে 'নিম্ননাভি'?

দেবকান্তর হঠাৎ সারা শরীরে শিহরন হল।

তাঁর বিছানায় শুয়ে আছে এক রমণী। রমণী মানে [illegible] সংস্কৃত করে বলা যেতে পারে, বরবর্ণিনী। দেবতা বন্ধু বন্ধুর কন্যা বলে যতখানি নিরাসক্ত থাকা উচিত ছিল, ততখানি তিনি থাকতে পারছেন না। ওর বাবার বন্ধু, এই পরিচয়টা মুছে গিয়ে তিনি যেন একজন পুরুষ হয়ে উঠছেন।

কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই মনকে অন্য রকম বোঝালেন দেবকান্ত। সত্যবানের মেয়ে ঝিল্লি, তিনি নিজে বিয়ে করলে তাঁর এ রকম একটি মেয়ে

BanglaBook.org

থাকতে পারত। তার মেয়ে এসে কি খাটে শুয়ে পড়তে পারত না ? বাবা আর মেয়ে তো অনেক সময় নানান কারণে এক ঘরে রাত্রিবাস করে। সভ্যসমাজে তাতে তো কেউ সংযম হারায় না।

কিন্তু বন্ধুর মেয়ে, আর নিজের মেয়ে কি পুরোপুরি এক হতে পারে ?

এ কথাও ঠিক, ঝিল্লির [illegible] ভঙ্গিতে লালসার চিহ্ন-মাত্র নেই। সে কোনও আহ্বান জানাচ্ছে না। যেন, একটা বিছানা পেয়েছে, তাই একটু শুয়ে নিয়ে আরাম করছে, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই বিন্দুমাত্র। কিংবা, ঝিল্লি কি তাঁকে পরীক্ষা করছে ?

আর একটা কথাও তাঁর মনে হল। ঝিল্লির এই রূপ, এই বয়েস, স্বামী নেই, এখন তো হাজারটা যুবকের তাকে ঘিরে থাকার কথা। ঝিল্লিই বা তার মতন এক প্রৌঢ়ের কাছে এসে সময় নষ্ট করছে কেন ? (দেবকান্ত এখনও নিজেকে কিছুতেই বৃদ্ধদের দলে ফেলতে পারেন না, তাই মনে মনেও নিজেকে প্রৌঢ় বলে চালিয়ে দেন।)

কাল সন্ধেবেলাতেও ঝিল্লি একা একা নিঝুম বাড়িতে বসেছিল। আজও তার সঙ্গে কোনও পুরুষ সঙ্গী নেই। এটা কি স্বাভাবিক ?

বেয়ারা চা ও জলপান নিয়ে ঢোকার পরেও ঝিল্লি বিছানা ছেড়ে উঠল না। সে লোকটিও তো পুরুষ, সে আড়চোখে দু'বার দেখল। ঝিল্লি যখন অস্বস্তি বোধ করছে না, তখন দেবকান্তই বা বোধ করবেন কেন ?

দেবকান্ত বললেন, আমি তোমার চা বানিয়ে দিচ্ছি, তুমি চিনি খাও ?

চায়ের কাপটি নিয়ে তিনি বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঝিল্লি মুখটা ফেরাল, তার দৃষ্টিতে এখন আর সর্বনাশের শিখা নেই, বরং যেন বেশ করুণ। সে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, যখন কলেজে পড়ি, খুব ঘুম-কাতুরে ছিলাম, সকালবেলা উঠতে ইচ্ছেই করত না। বাবা নিজে চা বানিয়ে এনে আমাকে ডাকত, খুব ভোরে, বাড়িতে তখন আর কেউ জাগত না, বাবা আর আমি বারান্দায় বসে চা খেতাম। এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, বাবার বদলে অন্য কেউ চা এনে দিলে আমার খুব রাগ হত।

—এখন বুঝি আর সে রকম হয় না ?

—চিরকাল কখনও এক রকম চলে নাকি ? বিয়ের পর মেয়েরা পর হয়ে যায়। বাবারাও আবার বিয়ে করে দূরে সরে যেতে পারে।

মুখের ভাব বদলে হঠাৎ সে ফুরফুর করে হেসে ফেলল, উঠে বসে তড়াক করে নেমে এল খাট থেকে। একটা মাশরুমের বড়া মুখে দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বেরোতে হবে যে, বৃষ্টি এসে পড়ল।

জুতো পরে তৈরি হয়ে নিলেন দেবকান্ত। হোটেলের গেটের কাছে এসে দেখলেন, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে সবে মাত্র। তবে আকাশের যা অবস্থা, কিছুক্ষণ পরেই একেবারে ঢেলে দেবে মনে হয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সঙ্গে গাড়ি আছে ? না হলে ট্যাক্সি

BanglaBook.org

ডাকতে বলি।

ঝিল্লি ভুরু তুলে বলল, গাড়ি কী হবে? তোমার বুঝি ভিজতে আপত্তি আছে?

দেবকান্ত বলল, ভিজব? ঠিক আছে, চলো ভেজা যাক!

—বৃষ্টি ভিজলে তোমার জ্বর-টর হয় না তো?

—আমি যে-কাজ করি, তাতে আমাকে ফিলডে থাকতে হয়। রোদ্দুরে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, বরফের মধ্য দিয়ে হাঁটি।

—তুমি কী কাজ করো?

—কনস্ট্রাকশনের কাজ। মাটির নীচে প্রকোষ্ঠ বানানো আমার স্পেশালিটি। আজকাল অনেক দেশের বড়লোকরা উঁচু বাড়ি চায় না, মাটির নীচে দু'তিনতলা বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। এটাই এখনকার ফ্যাশান।

—তুমি নিজের জন্য এ রকম বাড়ি বানিয়েছ?

—যারা রাজমিস্তিরি, আমাদের দেশে, বড় বড় বাড়ি বানায় তারা কি প্রাসাদে থাকে? তারা থাকে বস্তিতে, খোলার ঘরে। আমারও সেই অবস্থা। আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরি, আমার কোথাও নিজস্ব বাড়ি নেই। ভাড়া বাড়ি এক হিসেবে অনেক ভাল, ইচ্ছেমতো ঘন ঘন বদলানো যায়।

—তোমাদের দেশে এ রকম মেঘ দেখা যায়?

—ক্যানাডায় যেখানে আমার আস্তানা, সেখান থেকে খুব বেশি আকাশ দেখা যায় না। সেখানে আমরা বৃষ্টির বদলে তুষারপাত পাই বেশি। তবে, আফ্রিকার কেনিয়ায় এ রকমই আকাশ মিশমিশে কালো করে মেঘ জমে, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হয়।

চৌরঙ্গি সোজাসুজি পার হয়ে কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে হাঁটার সময়ই বৃষ্টির তেজ বেড়ে গেল। লোকজন ছুটতে শুরু করেছে, ফটফট করে খুলে যাচ্ছে ছাতা, ট্রামে বাসে বাদুড়ের মতন মানুষ ঝুলছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও প্রবল, চাবুকের মতন ঝাপটা মারছে মুখে। আকাশ কাঁপিয়ে বাজ পড়ল, মনে হয় খুব কাছেই।

ঝিল্লির কোনও চাঞ্চল্য নেই, সে হাঁটছে সমান পদক্ষেপে। চতুর্দিকে এত মানুষের হুড়োহুড়ি, তার মধ্যে শুধু এই দু'জন ব্যতিক্রম, কথা বলছে নিমগ্ন হয়ে।

রাজভবনের ধার ঘেঁষে যেতে যেতে ঝিল্লি বলল, আজ পয়লা আষাঢ়। এ বছরের মৌসুমি কিছুটা দেরিতে এল। আজও বৃষ্টি না হলে গাছগুলো কান্নাকাটি করত।

দেবকান্ত বললেন, সত্যি আজ বৃষ্টির খুব দরকার ছিল।

ঝিল্লি বলল, আজ প্রথম বৃষ্টি, আজ একটা উৎসব করা উচিত ছিল না? সারা শহর জুড়ে যদি আজ নাচ-গান হত... বাঙালি জাতটা কিছু জানে না। দ্যাখো, লোকগুলো বাড়ি ফেরার জন্য কেমন ইঁদুরের মতন ব্যস্ত হয়ে

BanglaBook.org

দৌড়চ্ছে। আজ সব্বার বাড়ি ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল, তা না, যেন একদিন ভিজলেই মরবে। এ রকম লোকদের বেঁচে থাকার দরকারটাই বা কী।

—কলকাতায় বর্ষা উৎসব হয় না, না? বর্ষাটাই তো এখানকার আসল ঋতু। বসন্ত তো টের পাওয়াই যায় না। আসলে, অনেকে মিলে উৎসব করার মানসিকতাটাই নেই।

—থাকবে না কেন? দুর্গা পুজো ফুজো হয়। ঈদের নামাজের সময় ময়দানে কত হাজার লোক যে জড়ো হয়, তার ঠিক নেই। ক্রিসমাসের সময় পার্ক স্ট্রিটে গিজগিজ করে মানুষ। অনেকে বাবু সেজে সেদিন কেক খায়। প্রকৃতির কথা কেউ ভাবে না। তোমার ভাল লাগছে?

—খুব।

—হোটেলের ঘরে জানলা বন্ধ করে বসে ছিলে, তোমায় কেমন টেনে বার করলাম!

—ঝিল্লি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? সত্যি উত্তর দেবে?

—তার মানে? ও, তুমি জানবে কী করে। তুমি তো আমায় ভাল করে চেনো না। আমি কক্ষনও মিথ্যে কথা বলি না। বাবা তোমাকে প্রিয়ব্রতর কথা কিছু বলেনি। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, বেশিদিন থাকা গেল না, ও বড্ড মিথ্যে কথা বলে!

—মিথ্যে কথা মানে?

—খুব বড় ধরনের কিছু না। ছোটখাটো, অপ্রয়োজনীয়, যেন আমাকে ধোঁকা দিয়ে ওর আনন্দ। ও সব আমি সহ্য করতে পারি না। কোনও মিথ্যে কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

—কিন্তু মানুষের জীবনে কিছু কিছু মিথ্যে তো থাকেই। সব একেবারে চাঁছাছোলা সত্যি কথা... তাতে জীবনটা ভাল হয়ে যাবে। ধরো, কল্পনার যা সৃষ্টি, সেগুলোও এক হিসেবে মিথ্যে। কবিতা, গান, সাহিত্য, শিল্প, এ সব তো পুরোপুরি বাস্তবের সত্যি হতে পারে না।

—কল্পনার সৃষ্টির মিথ্যে ঠিক আছে, কিন্তু জীবনযাপনের মিথ্যে আমার কেমন যেন নোংরা নোংরা লাগে। সে রকম মিথ্যে বললেও খুব আপনজনকেও, হ্যাঁ, অত্যন্ত আপনজনকেও আমি ক্ষমা করতে পারি না। যাক গে, তুমি কী যেন জিজ্ঞেস করতে চাইছিলে?

দেবকান্ত তখনই কিছু বলতে পারলেন না। যে মুহূর্তে কথাটা মনে এসেছিল, সেই মুহূর্তটা পেরিয়ে গেছে। তখন আর ঠিক ভাষাটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ইডেন গার্ডেনের পাশে এখন আর মানুষজন নেই। ঝিল্লি সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। শপশপ করছে তার শাড়ি। এ রকম জলসিক্ত পোশাকে মেয়েদের একটা অন্য রূপ ফুটে ওঠে। ঝিল্লির তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, তার গাল ও চিবুক

BanglaBook.org

বেয়ে জল গড়াচ্ছে। দেবকান্তর পোশাকও চুপচুপে, শুধু সিগারেটের প্যাকেটটা ভিজে গেল, এই রকম একটা তুচ্ছ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসল। এমন প্রবল বর্ষণের সময় সব মানুষই কোনও না কোনও আশ্রয় খোঁজে, কোনও বারান্দা বা গাছের তলায় দাঁড়ায়, কিন্তু ঝিল্লি সে রকম কোনও তৎপরতা দেখায়নি, দেবকান্তর বয়েস হয়েছে বলেই নিজে থেকে সে কথা বলবেন কেন ? দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত। গরম কমে গেছে, বৃষ্টিধারায় যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর।

ঝিল্লি নিজেই জিজ্ঞেস করল, কই, বললে না ?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আজ বছরের প্রথম বৃষ্টি, এই সময় বেড়াতে তোমার ভাল লাগে, কিন্তু আমার সঙ্গে কেন ? আমার সঙ্গে তো তোমার মাত্র একদিনের পরিচয়, সম্পর্কটাও অন্য রকম। তোমার নিশ্চয়ই নিজস্ব বন্ধু বান্ধব আছে, তাদের কারুকে কেন ডাকলে না ?

ঝিল্লি একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে বলল, ও, এই কথা ? তোমার সঙ্গে কাল কথা বলে আমার ভাল লেগেছিল। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিল, তুমি কত দেশ ঘুরেছ, তবু তোমার ব্যবহার এত সহজ, স্বাভাবিক...। হ্যাঁ, আমার নিজস্ব বন্ধুবান্ধব তো আছেই, আরও কতদিন বৃষ্টি হবে, তখন তাদের সঙ্গে বেড়াব, আজ মনে হল, তুমি বাইরে থেকে এসেছ, হোটেলের ঘরে বন্দি হয়ে থাকবে... তুমি যদি বৃষ্টি ভিজতে রাজি না হতে, তা হলে তক্ষুনি ফিরে যেতাম। আর আসতাম না তোমার কাছে।

—আমি তোমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু, এ রকম বন্ধু আরও কয়েকজন আছে, তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই, তাদেরও কি তুমি, তুমি বলে কথা বলো ?

—বাবাকে আমি বরাবর তুমি বলি। বাবার যারা বন্ধু, তারা কি কেউ বাবার চেয়েও বেশি গুণী-জ্ঞানী বা শ্রদ্ধেয় যে তাদের আপনি বলতে যাব ? অত আপনি আজ্ঞে আমার আসে না।

—বাবার বন্ধুদের তুমি কী বলে ডাকো। সাধারণত তারা কাকা বা জ্যাঠা হয়। আমাকে এ পর্যন্ত তুমি কিছুই বলোনি।

—কাকা বা কাকু, এই ডাক দুটো আমার খুব অপছন্দ। আমার বাবার তো কোনও ভাই নেই, নিজের কাকা নেই, তাই ও ডাকটা মুখে আসে না। অন্য কারুর মুখে কাকু শুনলেই আমার একটা বিশ্রী ঘটনার কথা মনে আসে।

—থাক বলতে হবে না।

—তুমি বাবার থেকে ছোট, তুমি নিশ্চয়ই জেঠু হতে চাও না।

—না, না।

—তুমি সম্পর্কের কথা বললে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী দিয়ে হয় ? একেবারে রক্তের সম্পর্ক ছাড়া আর কত সম্পর্কই তো হয় অভিজ্ঞতা দিয়ে। পরস্পরের মধ্যে একটা তরঙ্গের ছোঁয়াছুঁয়ি থাকে, তাই না ? সেটা না থাকলে বন্ধু আর বন্ধু থাকে না, স্বামী বা স্ত্রী আর স্বামী-স্ত্রী থাকে না, সম্পর্ক পাতানো অমুকদা আর অমুক মামারা হঠাৎ হঠাৎ বিশ্রী হয়ে যায়। তুমি আবার

BanglaBook.org

বাবার বন্ধু হিসেবে কাকা হওয়ার চেয়েও তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না, সেটা বেশি জরুরি। কাল তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে যদি দেখতাম যে তুমি একটা এন আর আই চালিয়াত কিংবা খুব বেশি প্র্যাকটিক্যাল সংসারী টাইপের, তা হলে জ্যোৎস্নাদির ওপর তোমার ভার দিয়ে ওপরে উঠে যেতাম। বাবার সব বন্ধুদের আপ্যায়ন করার ভার নিতে আমার বয়ে গেছে।

—তুমি যেটা বললে তরঙ্গের ছোঁয়াছুঁয়ি, তার মানে ভাইব্রেশান ? ও দেশে বলে ভিব ! আমাকে দেখেই তুমি সেটা টের পেলে ?

—প্রথমেই চোখে পড়েছিল তোমার ভদ্রতাবোধ। নকল নয়, তোমার স্বভাবের মধ্যে মিশে আছে, সেটা দেখেই বোঝা যায়। আমি নিজে অত কিছু ভদ্রতার ধার ধারি না, উল্টো-পাল্টা কথা বলি। চেয়ারে পা তুলে বসি, কিন্তু পুরুষ মানুষের গ্যালান্ট ব্যবহার দেখতে আমার ভাল লাগে। কিন্তু তোমাকে আমি দত্তকাকা কিংবা দেবুকাকু বলে ডাকতে পারব না, আমার মুখে আসবে না। সল্টলেকের ওই পাড়ায় আর একজন দত্তকাকা আছে। আর আমার দিদির শ্বশুরবাড়িতে দেবুকাকু নামে একজন লোক আসে, সেই লোকটিকেই আমি একদিন সোনাগাছিতে শুটিং করার সময় চোরের মতন পালাতে দেখে ফেলেছি। দিদিকে বলিনি অবশ্য। তোমাকে মিস্টার দত্ত বলে ডাকলে কেমন হয় !

—সেটা বড় বিদঘুটে শোনাবে।

—তা হলে অন্য একটা নাম দেওয়া যাক। বিদেশি, কিংবা পরদেশি ? পরদেশিটাই শুনতে ভাল। তোমার আপত্তি আছে ?

—তুমি কী নামে ডাকবে, সেটা তোমার স্বাধীনতা। আমি আপত্তি করতে যাব কেন ?

—পদ্মলোচন বলে ডাকলে নিশ্চয়ই আপত্তি করতে। আমাকে যদি কেউ ঝিল্লির বদলে বিল্লি বলে...

হাসতে হাসতে দু'জনে আবার রাস্তা পার হয়ে চলে এল গঙ্গার ধারে। চলল দ্বিতীয় সেতুর অভিমুখে। বৃষ্টির বিরাম নেই। নদীর ওপর যেন শতশত ঐরাবত জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পাশের রাস্তাটির এখন রং বদলে গেছে, কুচকুচে কালো, চটচট শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি, মানুষজন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

বৃষ্টিতে আবছা নদী, দৃষ্টিনন্দন নতুন সেতু, ও পারের অস্পষ্ট বাড়ি ঘর, দূরে কয়েকটি জাহাজ, এ পাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রান্তর, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখতে দেখতে দেবকান্ত হঠাৎ অভিভূত হয়ে পড়লেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, এখানে কলকাতা শহরটাকে চেনাই যাচ্ছে না। এত সুন্দর, যেন বুডাপেস্টের সঙ্গে কোনও তফাত নেই।

ঝিল্লি বলল, যদি বৃষ্টি না পড়ত, এখানে দেখতে শুধু লোক আর লোক, অজস্র লোক, চাঁচামেচি, আর যত রাজ্যের ফেরিওয়ালা, চতুর্দিক নোংরা হয়ে থাকে, তখন তোমার ভাল লাগত না। তুমি যদি মাঝ রাত্তিরের পর কখনও

BanglaBook.org

এই শহরের রাস্তায় বেরোও, লোকজন থাকে না, দেখবে রাস্তাগুলো অন্য রকম দেখায়, একটুও কুচ্ছিত মনে হয় না।

দেবকান্ত বললেন, শুধু বৃষ্টির সময়, আর মাঝরাত্তিরে...। আমি গঙ্গার ধারে এই জায়গাটায় শেষ কবে এসেছি মনে পড়ে না। তখন বোধহয় এ রকম রেলিং দেওয়া, বাঁধানো ছিল না। তোমার জন্য এখানে আসা হল ঝিল্লি!

ঝিল্লি বলল, ওই নতুন ব্রিজটার নাম জানো?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। বিদ্যাসাগর সেতু। বেশ দেখতে হয়েছে।

ঝিল্লি বলল, ওখানে গাড়ি-টাড়ির জন্য টোল নেয়। বিদ্যাসাগরের টোল!

দেবকান্ত কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গে ঝিল্লির মুখের দিকে তাকালেন। হঠাৎ এ রকম একটা সাধারণ রসিকতা তিনি ঝিল্লির কাছ থেকে আসা করেননি। মাঝে মাঝে ওর কথায় ছেলেমানুষির ভাব বেরিয়ে পড়ে, পনেরো বছরের আগেকার বয়েসটা ওর মধ্যে এখনও রয়ে গেছে। মানুষ কখনও নির্দিষ্ট বয়েসী হয় না।

বৃষ্টির তেজ কমে আসতে শুরু করেছিল, এখন একেবারে থেমে গেল।

তারপরেই একটা ম্যাজিকের মতন কাণ্ড ঘটল। এতক্ষণ এই পরিপার্শ্ব সম্পূর্ণ জনহীন ছিল, একটা ছাতাও দেখা যায়নি, কিন্তু বৃষ্টি থামা মাত্র এদিক ওদিক থেকে অনেক লোক বেরিয়ে এল। এরা সব ছিল কোথায়? দেবকান্ত কোনও গাছের তলাতেও কারুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেননি, এমন প্রবল বর্ষণের সময় গাছও মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আকাশে এখন হিরন্ময় সাম্রাজ্য। লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে জলে। একটা স্টিমার দু'বার গম্ভীরভাবে ভোঁ বাজাল।

বৃষ্টি থেমে গেলে আর ভিজে পোশাকে দাঁড়িয়ে থাকা মানায় না। বিশেষত লেপটে থাকা শাড়িতে ঝিল্লির শরীরের রেখা-বিভঙ্গ যেভাবে ফুটে উঠেছে তা জনতার মাঝখানে প্রদর্শনযোগ্য নয়। ফিল্মে এ দৃশ্য দেখানো চলে, বাস্তবে চলে না।

দেবকান্ত এ কথা ভাবলেন, কিন্তু ঝিল্লির যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে রেলিং ধরে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে জলের দিকে। তার মুখের এক দিকে বিলীয়মান সূর্যের আলো পড়েছে, অন্য দিকটা অস্পষ্ট।

পাশ দিয়ে লোকজন যেতে যেতে এই দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কেউ গতি ধীর করে দিচ্ছে, তিনটি তরুণ একটা বিশ্রী, কটু বাক্য বলে গেল!

দেবকান্ত খারাপ শব্দ একেবারে সহ্য করতে পারেন না। তিনি জীবনে কখনও 'শালা'-ও উচ্চারণ করেননি। তাঁদের কলেজ-বয়েসে বন্ধুদের মধ্যে খিস্তি খেউড় নিষিদ্ধ ছিল। কোনও মেয়ের উপস্থিতিতে যৌনগন্ধী বাক্য বা রসিকতারও চল ছিল না। রাস্তায় ছেলেদের মুখে অবশ্য শুনতেই হত, ভদ্র সমাজের নারীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় না বলেই ওই এক ধরনের ছেলে পাশ দিয়ে যেতে যেতে কিছু কুৎসিত কথা ছুড়ে দিয়ে বিকৃত-ভীরু আনন্দ

BanglaBook.org

পায়। কেন তারা এমন কথা বলে, তা দেবকান্ত যুক্তি দিয়ে বুঝলেও শুনলেই তাঁর মেজাজ গরম হয়ে যায়।

সেই তিন ছোকরা ফিরে এসে ঠিক তাঁদের পাশেই দাঁড়াল। এদের মতলব ভাল নয়। যেন এরাও নদী দেখছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে, এই রকম ভঙ্গি থাকলেও তারা কদর্য ইঙ্গিত করছে ঝিল্লির দিকে।

ঝিল্লি শুনতে পেয়েছে, সে দেবকান্তর দিকে তাকাল। যেন সে দেবকান্তর প্রতিক্রিয়া বুঝতে চায়। দেবকান্তর মুখখানা কঠোর হয়ে গেছে, যেন ওই ছোকরারা আর একটু বদামি করলে তিনি ওদের মারতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু সে ব্যাপারটাও অরুচিকর। তিনি বললেন, জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেছে। চলো, এবার ফিরি।

তিনি ঝিল্লির একটি হাত ধরলেন।

॥ ৪ ॥

গরমের পরেই যেটা খারাপ লাগে, তা হচ্ছে গন্ধ। কলকাতার রেড রোড ছাড়া আর সব রাস্তাতেই একটা গন্ধ পাওয়া যায়, যা মোটেই মনোরম নয়। দুর্গন্ধই বলা উচিত। এখানকার পথচারীদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, তারা কিছু টের পাচ্ছে না, তাদের নাক অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিউইয়র্কের কোনও কোনও রাস্তাতেও এ রকম বদ গন্ধ আছে, মেক্সিকো সিটিতে আছে। প্যারিসে নেই, জার্মানির কোনও শহরেই নেই, ক্যানাডাতেও।

ট্রেনের কামরাতেও দেবকান্ত গন্ধ পাচ্ছেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে বলে সব জানলার কাচ তোলা, ভেতরটা গুমোট। এ কী মানুষের গায়ের ঘামের গন্ধ? কামরার মেঝেতে বহু কালের জমে থাকা আবর্জনার পচা গন্ধ? দেওয়ালগুলিও অপরিচ্ছন্ন।

দেবকান্ত অন্য দিকে মন ফেরাবার চেষ্টা করলেন। গরমের জন্য তিনি তৈরি হয়ে এসেছিলেন, গন্ধের কথা মনে ছিল না। এর মধ্যে একদিন হাওড়া স্টেশন থেকে শ্রীরামপুরে যেতে হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবকান্ত, একটি দূরপাল্লার ট্রেন বিদায় নিলে সেখানে একটি লোকাল ট্রেন আসবে। দূরপাল্লার ট্রেনটি যে-ই ছেড়ে গেল, অমনি একটা বিকট গন্ধের ঝাপটা এসে লেগেছিল, দেবকান্ত তাকিয়ে দেখেছিলেন, রেললাইনের ওপর মানুষের পুরীষ, আরও কত রকম নোংরা, পচা জিনিস থিক থিক করছে, সেই দৃশ্য দেখে ও নিশ্বাসে সেই দুর্গন্ধ টেনে দেবকান্তর প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। বোধহয় কোনওদিনই এই রেললাইন ধুয়ে পরিষ্কার করা হয় না। প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তারা সবাই নির্বিকার!

আজ ক্যানিং চলেছেন দেবকান্ত। আগে কখনও যাননি। ক্যানিং থেকে সুন্দরবন যাওয়া যায়, সুন্দরবনও দেখা হয়নি। পাহাড় তাঁকে বেশি টানত।

চন্দননগরের একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে তিনি নেপাল থেকে অন্নপূর্ণা-চূড়ায় অভিযানে গিয়েছিলেন। ইওরোপেও ম্যাটারহর্নে উঠেছিলেন, আফ্রিকায় কিলিমাঞ্জারো জয় করা হয়নি বটে, তবে আরোহণ করেছিলেন অনেকখানি। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল জাপানের ফুজি আগ্নেয়গিরিতে ওঠার সময়। দৃশ্য বলতে কিছু নেই, গাছপালা নেই, শুধু কালো কালো ছাই আর শুকনো লাভা, ভয়ংকর চেহারা নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা। ইটালির ভিসুভিয়াসের অত নাম ডাক, কিন্তু ওঠা যায় সহজেই, আগ্নেয়গিরি বলে মনেই হয় না, সেই তুলনায় ফুজির রূপ অনেক ভয়াবহ। ওপরে উঠতে পারলে একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

নাইরোবি শহর থেকে খানিকটা দূরে যেখানে এখন কাজ করছেন দেবকান্ত, সেখান থেকে কিলিমাঞ্জারোর শিখর দেখা যায়, তুষারে ঢাকা। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই যেন মনে হয়, মহাকাল ওখান থেকে হাতছানি দিচ্ছে।

ঝিল্লি আর তার বন্ধুরা কিলিমাঞ্জারোর গল্প শুনতে চেয়েছিল। হেমিংওয়ের উপন্যাসটা কেউ পড়েনি, পুরনো ফিল্মটা দু'তিনজন দেখেছে।

ঝিল্লিদের ডকুমেন্টারি ফিল্মটা দেখতে গিয়েছিলেন দেবকান্ত। 'নন্দন'ও এই প্রথম দেখলেন। তিনি যখন দেশত্যাগ করেন, তখন 'রবীন্দ্রসদন' ছিল, 'নন্দন' ছিল না।

শেষ এসেছিলেন দশ বছর আগে, বাবার নিদারুণ অসুখের খবর পেয়ে, শেষ দেখাটাও হয়নি, কলকাতা বিমানবন্দরে বিকেলে পৌঁছেই খবর পেলেন, সকালেই বাবা শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন। তৎক্ষণাৎ দেবকান্তর মনে হয়েছিল, এ দেশের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক চুকে গেল।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবাকে অনেক বার নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন দেবকান্ত। পরাধীন আমলের জেলখাটা মানুষ ছিলেন বাবা, যদিও মধ্য বয়েস থেকেই কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযোগ রাখেননি, সরকারি কোনও ক্ষমতা দখলের বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না, সাধারণ চাকরি করে গেছেন, আর মনে মনে দেশের একটা ভাবমূর্তি আঁকড়ে ধরে ছিলেন। ছেলের ক্যানেডিয়ান নাগরিকত্ব নেওয়া একেবারেই পছন্দ করেননি। বিদেশে ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে রাজি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এক বার শুধু বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাও এক মাস কাটতে না কাটতেই অস্থির হয়ে উঠে বলেছিলেন, বার বার বলতেন, আমাকে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করে দি, দেবু!

বাবা যে ও দেশে থাকতে পারবেন না, সেটাও জানতেন দেবকান্ত। দেখেছেন তো তিনি, চেনা কয়েকটি বাঙালির বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা কিংবা মায়ের অবস্থা। নির্বাসন কিংবা বন্দিদশা! সারা সপ্তাহ সবাই ব্যস্ত, বুড়ো-বুড়িদের জন্য কে সময় দেবে!

আর ভাই বোন নেই, মায়ের মৃত্যুর পর বাবা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে

BanglaBook.org

পড়েছিলেন। কলকাতায় নিজেদের বাড়ি ছিল না কোনও দিনই, পারিবারিক বাস্তুভূমি জলাঞ্জলি গেছে পূর্ব পাকিস্তানে, সারা জীবন ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে গেলেন বাবা, একটি মামাতো ভাইকে শেষের কয়েক বছর কাছে রেখেছিলেন, কিন্তু সে অমানুষ, মূর্খ এবং লোভী, বাবা তার সব খরচ জোগালেও সে প্রায়ই চুরি করে টাকা সরাত, এ খবর পরে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন দেবকান্ত। নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিটের সেই প্রতিবেশীরা, যাদের ছোটবেলা থেকে চিনতেন দেবকান্ত, তারা সেই শেষ বার দেবকান্তর দিকে এমন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, যেন বলতে চেয়েছিল, তোর বাবাটা প্রায় বিনা চিকিৎসায় এমন বেঘোরে মারা গেল, আর তুই সাহেব-মেমদের দেশে ফুর্তি মারছিস! ছি ছি! তা হলে দেবকান্তর কি উচিত ছিল বিদেশের সব কাজকর্ম ছেড়ে-ছুড়ে বাবার সেবা করার জন্য কলকাতায় ফিরে আসা? নিতান্ত গাধা ছাড়া কেউ এ রকম করে না। দেবকান্ত যে কাজ শিখেছেন, সে কাজ করার সুযোগ কলকাতায় নেই, এ দেশেই নেই! বাবার জন্য তিনি নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকতেন? এই সব ক্ষেত্রে টাকা পাঠিয়েই কর্তব্য সারতে হয়। সে টাকাও নিতে চাইতেন না বাবা, ছেলে জোর করে পাঠালেও খরচ করতেন না, সে বারে এসে দেবকান্ত দেখেছিলেন, বাবা সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখে গেছেন। সংসার চালাতেন নিজের পেনশানের টাকায়।

যাই হোক, সে বারে বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি ও ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, অন্যদের নানান রকম দায় মেটানোর ব্যাপার নিয়েই এত ব্যস্ত ছিলেন দেবকান্ত যে কলকাতা শহরের কিছুই দেখেননি। টেরও পাননি যে ইতিমধ্যেই এখানকার মানুষদের নৈতিকতার ও মূল্যবোধের কত রকম পরিবর্তন ঘটে গেছে। অল্প বয়েসে চেনা পরিচিতদের মধ্যে কারুর ডিভোর্সের কথা শোনেননি, এবারে এসে এরই মধ্যে অন্তত চারটি ডিভোর্সের ঘটনা জেনেছেন।

সোনাগাছি! ছাত্র বয়েসে ওটা যে শুধু নিষিদ্ধপল্লী ছিল তাই-ই নয়, নামটা উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ ছিল। বড়রা বলতেন, খারাপ পাড়া। দেবকান্তদের বাড়িতে নৈতিকতার কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল বলে বেশ্যা শব্দটিও কেউ মুখে আনতেন না। 'যৌনকর্মী' কথাটা তখন তৈরিই হয়নি। 'যৌন' কথাটাও উচ্চারণের অযোগ্য ছিল। ওই পল্লীটা কোথায় তা জানতেন দেবকান্ত, তাঁদের বাড়ি থেকে খুব দূর নয়, কিন্তু সে পল্লীতে দিনমানেও ঢোকার প্রশ্ন ছিল না। দক্ষিণ কলকাতার বন্ধুরা জানতই না সোনাগাছি কোথায়।

এক বার হামবুর্গ শহরে এক জার্মান সহকর্মীর সঙ্গে বন্দর এলাকায় বিখ্যাত বা কুখ্যাত রেডলাইট এরিয়া দেখতে গিয়েছিলেন দেবকান্ত। অন্য কোনও মতলবে নয়, শুধুই দেখা, সেখানে তাঁর সঙ্কুচিত ভাব দেখে জার্মান সহকর্মীটি জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের দেশে এ রকম পল্লী নেই? তুমি কখনও দেখোনি? দেবকান্ত তখন ভেবেছিলেন, বাড়ির প্রায় পাশেই ছিল সোনাগাছি,

BanglaBook.org

কোনও দিন তার ভেতরে ঢুকে দেখা হয়নি। ততদিনে অবশ্য 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসটি পড়ে বেশ্যাদের সম্পর্কে তাঁর ঘৃণার ভাবটা দূর হয়ে গেছে। 'আই ডোন্ট বাউ ডাউন টু ইউ পার্সোনালি, বাট টু দা সাফারিং হিউম্যানিটি অফ ইওর পার্সন', এই বাক্যটি বুকে লেগেছিল খুব।

ঝিল্লি আর তার বন্ধুরা সেই সোনাগাছির ওপর তথ্যচিত্র বানিয়েছে। বেশ সাহসী ছবি। শুটিং করেছে ওই পল্লীর ভেতরে ঢুকে, বিভিন্ন বাড়িতে। তিনটি সত্যিকারের বেশ্যার সাক্ষাৎকার আছে, মুখ ঝাপসা করে দেওয়া দু'জন 'বাবু'ও জানিয়েছে, তারা কেন আসে, কত টাকা খরচ করে। বেশ্যাদের ছেলেমেয়েদের দেখানো হয়েছে অনেকখানি অংশ জুড়ে। আহা, তাদের দেখলে বড় মায়া লাগে।

মহৎ উদ্দেশ্যের ছবি। কিন্তু দেবকান্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে ঝিল্লি যে স্ক্রিপ্ট লিখল, সে ওদের সম্পর্কে এতখানি জানল কী করে? শুটিং-এর সময় সে ওই সব জায়গায় গেছে। ঝিল্লি নিজে মেয়ে হয়ে ওই মেয়েদের পেশা সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে? ফিল্মটি চলার সময়ে কিংবা শেষ হয়ে যাবার পর ঝিল্লি ও তার বন্ধুরা যে কথাবার্তা বলছিল, তাতে কোনও বিকার নেই। যেন বিষয়বস্তু হিসেবে বেশ্যাদের নিয়ে ছবি তোলার সঙ্গে আখ চাষ কিংবা মৎস্যজীবীদের সমস্যার কোনও তফাত নেই।

নন্দনের তিনতলায় কাগজের কাপে কফি খেতে খেতে ওই তথ্যচিত্রের পরিচালক বাসু সেন বলল, হঠাৎ মহাভারত পড়তে গিয়ে বেশ্যাদের সম্পর্কে একটা নতুন ডেফিনেশান পেলাম। হাইলি ইন্টারেস্টিং! পাণ্ডুরাজার ছেলেপুলের জন্ম দেবার ক্ষমতা ছিল না, তাই তাঁর অনুরোধেই কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, পবন এবং ইন্দ্র এসে যুধিষ্ঠির, ভীম আর অর্জুনের জন্ম দিয়ে গেল, এ তো সবাই জানে। এই রকম টপাটপ তিনটে ছেলের বাবা হয়ে গিয়ে পাণ্ডুর লোভ বেড়ে গেল। তিনি দেখলেন, ব্যাপারটা তো বেশ মজার, অন্য লোক এসে ছেলে তৈরি করে দিয়ে যাবে, কেউ কিছু জানবে না, কৃতিত্ব হবে তাঁর। তিনি আরও ছেলে চাইলেন, কুন্তীকে বললেন, আর একজনকে ডাকো। দা মোর দা মেরিয়ার! কুন্তী তখন বেঁকে বসলেন, তিনি তখন ফেডআপ হয়ে গেছেন। তিনি একটা অদ্ভুত যুক্তি দিলেন। কী বললেন জানিস? শাস্ত্রকাররা নাকি বলে গেছেন, কোন শাস্ত্র তা অবশ্য জানালেন না, মেয়েরা পরপুরুষদের দিয়ে তিন বার পর্যন্ত সন্তান উৎপাদন করাতে পারে, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু যে নারী চার বার পরপুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করে, তাকে বলে স্বৈরিণী, আর 'পাঁচ বার উক্ত প্রকার কার্যে লিপ্ত হইলে বেশ্যা-পদবাচ্য হইয়া থাকে'!

ঝিল্লি খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, সত্যি মহাভারতে এ রকম আছে?

বাসু সেন বলল, পড়ে দ্যাখ! ছোটখাটো মহাভারতে পাবি না, কালী সিংহীর অনুবাদ দেখতে পারিস, ফার্স্ট পার্ট, পেজ হান্ড্রেড টুয়েন্টিনাইন। এটা আমার আগে পড়া থাকলে ছবিটার মধ্যে কোথাও ঢুকিয়ে দিতাম।

BanglaBook.org

রজত নামে আর একটি ছেলে বলল, কুন্তী তো আগেও সূর্য নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে শুয়েছিল, একটি ছেলেও হয়েছিল। স্বামীর কাছে সেটা চেপে গেছে। তার মানে চারজন, কুন্তীর নিজের কথা অনুযায়ীই সে একজন কনফার্মড স্বৈরিণী!

দেবকান্ত এক পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন। 'শুয়েছিল' শব্দটা তাঁর বুকে যেন মুষ্ট্যাঘাতের মতন লাগে। ঝিল্লি ছাড়াও সেখানে ঐন্দ্রিলা নামে আর একটি মেয়ে ছিল, তাদের সামনেও ছেলেরা ওই সব কথা অম্লানবদনে বলতে পারে? ঝিল্লি আর অন্য মেয়েটিরও কোনও ভাবান্তর নেই, যেন এ সবই নিছক অ্যাকাডেমিক ডিসকাশান!

আমেরিকা-ক্যানাডায় ফাকিং শব্দটা সিনেমা-থিয়েটারে তো অবাধে চলেই, এমনকী অফিসের বড়-মেজো সাহেবরাও বিরক্তির সময় যখন-তখন উচ্চারণ করে। নগ্নতা ও শারীরিক ক্রিয়া-কলাপের প্রদর্শন বড় পর্দা, ছোট পর্দায় তো বটেই, পার্কে, রাস্তা ঘাটেও অনেক দেখতে হয়। ও সব গা-সহা হয়ে গেছে। কিন্তু এখানে, বাঙালি ছেলেমেয়েদের মুখে তিনি ও সব কথা শুনলেই ভেতরে ভেতরে আঁতকে ওঠেন। কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। উনত্রিশ বছর আগেকার মানসিকতা কাজ করে।

দেবকান্ত যখন কলকাতা ছেড়ে চলে যান, তখন ভি সি আর নামে জিনিসটির কথা কেউ শোনেনি, বাড়িতে বসে ইচ্ছে মতন ফিল্ম দেখার ব্যাপারটা কারুর স্বপ্নেও ছিল না। এমনকী তখনও এ দেশে টি ভি-ও চালু হয়নি। এখন উপগ্রহ যোগাযোগের মাধ্যমে সারা পৃথিবী জুড়ে গেছে। এখনকার বাঙালি ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি এক্সপোজ্‌ড। তবু দেবকান্ত মানতে পারেন না।

ফিল্মটা দেখার পর ওরা ঠিক করেছিল, কোথাও বসে আড্ডা দেবে। দেবকান্তকেও ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। দেবকান্ত ভেবেছিলেন, দেখাই যাক না। তাই রাজি হয়েছিলেন। প্রথমে একজন প্রেস ক্লাবে যাবার প্রস্তাব দিল, ঐন্দ্রিলা নাকচ করে দিল সেটা, কোনও একদিন প্রেস ক্লাবে একজন উটকো লোক চেয়ার টেনে তার পাশে বসে অবান্তর বকবক করে বড় জ্বালিয়ে ছিল।

তখন নিজেরা চাঁদা করে দুটি মদের বোতল কিনে আসা হল গোলপার্কে। কারুরই গাড়ি নেই, দুটি ট্যাক্সিতে। দেবকান্তকে নিয়ে মোট সাতজন। মদের জন্য দেবকান্তও চাঁদা দিতে চেয়েছিলেন, বাসু সেন নিল না কিছুতেই। কোনও অতিথির কাছ থেকে প্রথম দিনেই চাঁদা নেয় না ওরা। ট্যাক্সি ভাড়াও দিতে দিল না।

নিউ জার্সির অমিতাভ মণ্ডল দুটি ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল দেবকান্তকে। অমিতাভ প্রতি বছর দেশে আসে কারণ তার মা বেঁচে আছে। অমিতাভ বলেছিল, দেখবেন দেবুদা, দেশের লোকরা এন আর আই বলে আমাদের বেশি বেশি খাতির করে। তারা ধরেই নেয়, আমাদের অগাধ টাকা

BanglaBook.org

পয়সা। অনেকে ভাবে, আমেরিকায় ডলার গাছে ফলে, গাছে নাড়া দিলেই টুপটাপ করে কোলের ওপর খসে পড়ে। আমাদের যে খাটতে খাটতে মুখের রক্ত তুলতে হয়, তা বোঝে না। দেখবেন, ওরা নানান ছুতোয় চাঁদা চাইবে। কত রকম সোস্যাল ওয়ার্ক আর এন জি ও যে গজিয়েছে, তাদের ধান্দা শুধু বিদেশ থেকে টাকা আদায় করা। আপনি যদি দু'পাঁচশো টাকা দেন, তারা ঠোঁট বেঁকাবে। আশা করে হাজার হাজার ডলার! ডলার যেন খোলামকুচি!

আর একদল লোক আপনার সামনে হেঁ হেঁ করবে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে খাওয়াবে, আসল মতলব এ দেশে আসা! আপনি সাহায্য করুন। কিংবা কারুর ছেলে বা ভাগ্নে এ দেশে পড়তে আসছে, তাকে আপনার বাড়িতে রাখুন। স্পনসরশিপ দিন! ক'দিনেই দেখবেন আপনার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে!

দেবকান্তর তেমন তিক্ত অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। অবশ্য মিশেছেনই বা ক'জনের সঙ্গে! এ পর্যন্ত কেউ টাকা চায়নি, কেউ বিদেশে যাবার জন্য সাহায্যের কথা বলেনি।

গোলপার্কের কাছে, অনেকখানি জায়গা নিয়ে সরকারি আবাসন, সেখানে চারতলার ওপর একটি ফ্ল্যাটে থাকে ঝিল্লি। আড্ডা দেবার পক্ষে প্রকৃষ্ট। নিশ্চয়ই ওর বন্ধুরা এখানে প্রায়ই আসে।

ইওরোপ-আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ মেয়ে এ রকম একলা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে। তাদের কাছে তাদের পুরুষ বন্ধুরা কখন আসে বা না আসে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। ডিভোর্সি মেয়েরা তো একলাই থাকবে, বাবা-মায়ের কাছে ফিরে যাবার প্রশ্ন নেই। কত মেয়ে বিয়েই করে না। কিন্তু ঝিল্লি এ রকম একটা ফ্ল্যাটে একলা থাকে, কেউ তাকে বিরক্ত করে না? এ দেশে কি এটা সম্ভব? এই যুবকদের মধ্যে ঝিল্লির ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে?

ঝিল্লি যদিও শাড়ি পরে আছে, ঐন্দ্রিলার পরনে জিনস আর একটা ঢোলা হাফ হাতা জাম রঙের জামা। বাসু সেনের পোশাকও ঠিক ওই রকম। এ ধরনের ইউনিসেক্স পোশাক এ দেশেও চালু হয়ে গেছে। পরস্পর কথা বলছে তুই-তুকারি করে, যেন ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোনও তফাত নেই। সবাই সমান। দেবকান্তর বারবার মনে হচ্ছে, এই দলের মধ্যে ঝিল্লিকে যেন মানায় না। সে পুরুষদের সমান নয়, সে আলাদা, তার মধ্যে নারীত্ব খুব বেশি, অনেক নারীরাও এ রকম নারীত্বের সন্ধান জানে না, তার সর্বাঙ্গে কমনীয়তার বদলে রয়েছে বিদ্যুতের ঝলক। সে যেন জোর করে এই দলে মিশেছে। সে অন্যদের তুলনায় কথাও বলছে কম।

এই আড্ডাতে একটি ব্যাপার দেবকান্তর ভাল লাগল, আর একটি ব্যাপার ভাল লাগল না। এরা তাঁকে বেশ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। এদের সকলেরই বয়েস ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে, বাসু সেনের একটু বেশি, বড় জোর পঁয়ত্রিশ, অর্থাৎ দেবকান্তর সঙ্গে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছরের তফাত। তার জন্য

BanglaBook.org

এরা তাঁর প্রতি বেশি বেশি সমীহও দেখাচ্ছে না, আবার ফচকেমিও করছে না, যেন বয়েসের ব্যবধানটা কিছু নয়, এই ব্যবধান থাকলেও বন্ধুত্ব করা যায়। সকলেই লেখাপড়া জানা, বুদ্ধিমান, বিশ্ব-মনস্ক, অধিকাংশ কথাই হচ্ছিল ফিল্ম বিষয়ে, সে আলোচনায় যোগ দিতে দেবকান্তর অসুবিধে হয়নি। তিনি উচ্চাঙ্গ ফিল্মের ভক্ত, দেশে থাকতে সত্যজিৎ রায় প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম ক্লাবের সদস্য ছিলেন, বিদেশেও বহু বাছা বাছা ছবি দেখেছেন, বার্গমান রেট্রোসপেকটিভে তিনি বার্গমানের সব কটি ফিল্ম দেখেছেন, যা এ দেশের অনেকেই দেখেনি। বাফেলো শহরে একটা হোটেলে অরসন ওয়েলসের সঙ্গে পাশাপাশি ঘরে ছিলেন এক বার, সেই বিতর্কিত দুর্দান্ত প্রতিভাবান মানুষটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল বেশ। অরসন ওয়েলস তখন ব্যর্থতার প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছেন, মৃত্যুর আর দেরি নেই, কেন যেন হঠাৎ এই ভারতীয়টিকে মন খুলে বলেছিলেন অনেক কথা। বাসু সেন এক বার অরসন ওয়েলসের 'সিটিজেন কেইন' ফিল্মটির উল্লেখ করতে দেবকান্ত বলেছিলেন, ওই ফিল্মটা তোলার পশ্চাৎভূমির কিছু কথা আমি জানি। সবাই খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনেছিল।

দেবকান্তর খারাপ লেগেছিল, ওদের নেশার প্রতি আসক্তি দেখে। অত মদ খায় কেন? ছ'জনের মধ্যে চারজনই চেইন স্মোকার। ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল ঘর, গেলাসে মদ ঢালা মাত্র শেষ করছিল কয়েক চুমুকে। কয়েকজনের নেশা হয়ে গেল এক ঘণ্টার মধ্যেই। দু'বোতল শেষ হয়ে গেল, একজন ছুটে গেল আর এক বোতল জোগাড় করে আনতে, দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও নাকি ব্ল্যাকে পাওয়া যায়। এরা কি ভাবে, মদের নেশা করে এখনও বোহেমিয়ান হওয়া যায়? যতই আধুনিক হোক, এই একটা ব্যাপারে এরা এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছে। পশ্চিমি দেশগুলিতেও কিছু কিছু জাঙ্কি বা ড্রপ আউট আছে বটে, কিন্তু যারা সিরিয়াস কাজ-কর্ম করতে চায়, তারা কক্ষনও এমন নেশা করে বুঁদ হয় না।

দেবকান্ত কোনওদিনই বেশি মদ্যপান করেন না। সারা দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি কাটাবার জন্য বা স্নায়ু আলগা করার জন্য প্রায় প্রতিদিনই কিছু কড়া পানীয় কিংবা ওয়াইন পান করেন বটে, তার একটা নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। ঝিল্লির বাড়িতে তিনি শুধু একটি গেলাস নিয়ে বসে ছিলেন। ভারতীয় হুইস্কি তাঁর বেশি ঝাঁঝালো লাগে, কাঁচা অ্যালকোহলের গন্ধ পান, গলা দিয়ে ঠিক নামতে চায় না। তিনি লক্ষ করলেন, ঐন্দ্রিলা মেয়েটি ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেলাস শেষ করছে বটে, ঝিল্লি কিন্তু অনেক সংযত, সে কথাও বলছে কম।

ঐন্দ্রিলা এক সময় দেবকান্তকে জিজ্ঞেস করল, আপনি বিদেশে এতদিন আছেন, তবু এত ভাল বাংলা বলছেন কী করে? আমরা বলি ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি বললেন পশ্চাৎভূমি।

ওদের ফটোগ্রাফার নীরবিন্দু ফস করে বলল, নিশ্চয়ই উনি বিয়ে করেননি!

ঐন্দ্রিলা বলল, বিয়ে করা না করার সঙ্গে বাংলা বলার কী সম্পর্ক?

BanglaBook.org

নীরবিন্দু বলল, ঠিক বলেছি কি না জিজ্ঞেস কর ?

দেবকান্ত স্মিত হাসো মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

নীরবিন্দু গলায় বিদ্রূপের কটু রস মিশিয়ে বলল, যে-সব বাঙালিরা ও দেশে বউ নিয়ে যায়, বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যায়, তারা বাড়িতে কক্ষনও বাংলা বলে না। বাংলা ভুলে যাবার চেষ্টা করে। কেন জানিস ? বাড়িতে বাংলা বললে যদি কাচ্চা-বাচ্চাগুলো বাংলা শিখে যায়। হেঃ! ছেলেমেয়েদের ট্যাঁস ফিরিঙ্গি বানাতে হবে তো ? তাদের মুখে ড্যাডি-মামি না শুনলে বাপ-মা'র শান্তি হয় না।

দেবকান্ত বললেন, আপনি অতি সাধারণীকরণ করে ফেলছেন। সবাই এক রকম নয়। অনেক বাঙালি বাবা-মা ছেলে-মেয়েদের যত্ন করে বাংলা শেখান। বাংলা শেখার, বাংলা গান শেখার জন্য সান্‌ডে স্কুল আছে অনেক জায়গায়। অবশ্য এ কথাও ঠিক, কিছু কিছু বাবা-মা মনোযোগ দেন না, তাঁদের ছেলে-মেয়েরা বাংলা শেখে না।

নীরবিন্দু জোর দিয়ে বলল, বেশিরভাগ, বেশিরভাগই ট্যাঁস ফিরিঙ্গি হয়। সান্‌ডে স্কুলে ক'জন যায়, আমার জানা আছে।

ঐন্দ্রিলা বলল, নীরবিন্দু সাত বছর ইংল্যান্ডে ছিল।

দেবকান্ত বললেন, আমার পরিচিত যারা ঘন ঘন দেশে আসে, তাদের মুখে শুনেছি, দেশেও এখন অনেক মিশনারি স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা বাংলা পড়ে না। বাংলা ভাল করে বলেও না। ড্যাডি-মামিও বেশ চালু হয়ে গেছে

নীরবিন্দু বলল, তাদের বাদ দিয়েও কোটি কোটি বাঙালি আছে। এক বার ঢাকা শহরে গিয়ে দেখে আসুন।

কয়েকজন বসেছে মেঝেতে, দেবকান্ত একটা সোফায়, একটু দূরে একটা মোড়ায় বসে আছে ঝিল্লি। সে যেন এ জগতে নেই, কিছুই শুনছে না, অথচ তাকিয়ে আছে এ দিকেই। হঠাৎ ঘোর ভেঙে বলল, ঢাকা ? কী বিষয়ে কথা হচ্ছে ?

ঐন্দ্রিলা বলল, না, মানে দেবকান্তবাবু এমন চমৎকার বাংলা বলেন, তাই...

তাকে থামিয়ে দিয়ে ঝিল্লি বলল, এবার সবাই উঠে পড়ো! আমার এখন লেখাপড়ার কাজ আছে।

বাসু সেন বলল, দাঁড়া, এই বোতলটা শেষ হোক।

ঝিল্লি বলল, বোতলটা সঙ্গে নিয়ে যাও!

নীরবিন্দু বলল, বোতলটা নিয়ে কোথায় যাব ? তুই হঠাৎ খেপে গেলি কেন ? আর আধ ঘণ্টা বসি, প্লিজ...

ঝিল্লি দৃঢ়ভাবে বলল, না, এরপর বেশি রাত হয়ে গেলে ফেরার ট্যাক্সি পাবে না।

দেবকান্ত সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বলেছিলেন, শুভরাত্রি!

ঝিল্লি তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসেনি, তাঁর দিকে এক বার

BanglaBook.org

তাকিয়ে ছিল শুধু, তারপর বন্ধুদের সামনে থেকে গেলাসগুলো তুলে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যরা আরও হল্লা শুরু করেছিল, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনতে পেয়েছিলেন দেবকান্ত।

ট্রেনটা এসে থামল ক্যানিং স্টেশনে। বাইরে এসে দেবকান্ত একটা সাইকেল রিকশা নিলেন। ভাঙা ভাঙা রাস্তা, মাত্র কয়েকদিন আগে বর্ষা শুরু হয়েছে, এর মধ্যেই থিক থিক করছে কাদা। এখানেও তিনি গন্ধ পাচ্ছেন, আঁশটে গন্ধ।

সত্যবান ম্যাপ এঁকে ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, 'ছোট ইব্রাহিমপুর সেবা সঙ্ঘ' খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। পরিকল্পনাবিহীন ভাবে গোটা পাঁচেক টালির ঘর এদিক ওদিক ছড়ানো, চারপাশে সবজির বাগান। একটা ঘরের সামনে প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন নারী-পুরুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চেকলুঙ্গি পরা, খালি গা, মাথায় তালপাতার টোকা, সেই ব্যক্তিটিকে দেখেই দেবকান্ত চিনতে পারলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু নিশি। ফিলাডেলফিয়ায় 'দারিদ্র্য ও অপুষ্টিজনিত রোগ' এই বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে গিয়েছিলেন নিশি, সেখান থেকে ক্যানাডায় এসেছিলেন দেবকান্তর সঙ্গে দেখা করতে। আট বছর আগে। অক্টোবর মাস। তখনই বেশ শীত পড়ে গিয়েছিল, পুরোদস্তুর সুট-টাই ওভারকোট পরা নিশিকে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। এখানে সে অনায়াসে লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেবকান্ত মোজা ছাড়া বাড়ি থেকে এক পা বেরোতে পারেন না। কলকাতায় এত গরমেও প্রথম কয়েকদিন অভ্যেসবশত টাই পরেছিলেন। দু'দিন আগে পাজামা, পাঞ্জাবি আর চটি কিনেছেন। গ্রামের জল কাদায় চটিই প্রশস্ত।

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা দেবকান্তকেই বরং প্রথমটা চিনতে পারলেন না নিশি, সাইকেল রিকশা থেকে এক ভদ্রলোককে নামতে দেখে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। নিশির চশমা নেই।

বেশিরভাগ মানুষেরই জীবন চলে নির্দিষ্ট ধারায়, খুব কম মানুষের জীবনেই নাটকীয় ওলোটপালোট ঘটে। নিশির এই পরিবর্তন সত্যিই বিস্ময়কর। যৌবন বয়েসে নিশি ছিল খুব ঘরকুনো। দেবকান্ত পাহাড়ে উঠেছেন, জঙ্গলে থেকেছেন, অনেক সময় অমর আর সত্যবান গেছেন তাঁর সঙ্গে। সত্যবানের জঙ্গল খুব প্রিয় ছিল, নিশি কখনও যাননি, তিনি বলতেন, ওরে বাবা, তোরা ও সবে কী আনন্দ পাস! তোদের বুঝি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। কলকাতার বাইরেই কখনও যেতে চাইতেন না নিশি, তাঁর গ্রাম দেখা মানে শান্তিনিকেতন। কোনও রকম আউটডোর খেলাও পছন্দ করতেন না, তাঁর ঝোঁক ছিল তাস আর দাবায়। আর অঙ্ক কষায়। অঙ্কে খুব মেধা ছিল তো বটেই, সময় কাটাবার জন্য কেউ অঙ্ক কষে আনন্দ পায়, এ রকম মানুষ আর ক'জন দেখা যায়! শেষ পর্যন্ত অঙ্কই তাঁর পেশা হয়েছিল, বেশ বড় চাকরি

BanglaBook.org

পেয়েছিলেন। লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশানের অ্যাকচুয়ারি। বস্তুত একটা সময়ে বন্ধুদের মধ্যে নিশির উপার্জনই ছিল সবচেয়ে বেশি।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে খুব শৌখিন ছিলেন নিশি। জীবনে কখনও রেডি-মেড শার্ট পরেননি। গোলাম মহম্মদের দোকান থেকে সুট বানাতেন। সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল তাঁর গেঞ্জি। কলকাতার জলে কয়েক বার কাচা হলেই গেঞ্জির রং আর ঠিক সাদা থাকে না, একটু লালচে ভাব এসে যায়। নিশির গায়ে সব সময় ধপধপে ফর্সা গেঞ্জি, লোকে বলত নিশিরাজ সেন প্রতি মাসে এক ডজন গেঞ্জি কেনেন। সম্পূর্ণ শহুরে মেজাজের মানুষ, নানান ক্লাবে যাওয়া-আসা করতেন, চাকরি জীবনের উত্তুঙ্গ সময়ে অনেক পার্টিতেও যেতে হত। যথা সময়ে বিয়ে করে মানানসই স্ত্রী পেয়েছিলেন, এবং একটি ছেলে ও মেয়ে, আদর্শ পরিবার যাকে বলে। সেই নিশি এখানে খালি গায়ে, লুঙ্গি পরে, টোকা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভিড়ে ভর্তি লোকাল ট্রেনে চেপে, সাইকেল রিকশার ঝাঁকুনি খেয়ে, এই জল-কাদাময় গ্রামে এসেছেন দেবকান্ত একটা কৌতূহল মেটাতে। নিশির এই রূপান্তর কেন এবং কী করে হল ? কেন সে লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিল ?

সোল্লাসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে নিশি বললেন, দেবু, তুই ? কবে এলি ? তুই যে দেশে ফিরেছিস, সে খবরই পাইনি।

দেবকান্ত বললেন, তোর এখানে টেলিফোন নেই। তুই শহরেও যাস না শুনলাম।

নিশি বললেন, টেলিফোন ইচ্ছে করে রাখিনি। কোনও দরকার হয় না। তুই আমার এখানকার কথা জানলি কী করে ? তোর সঙ্গে যখন ক্যানাডায় দেখা হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম বিজয়দার সঙ্গে রায়দিঘিতে। এই ছোট ইব্রাহিমপুরে এসেছি বছর পাঁচেক হল।

দেবকান্ত বললেন, সত্যবান সব লিখে দিয়েছে। সত্যবান তো এসেছিল এক বার।

—হ্যাঁ, এক বারই এসেছিল। তাও গোসাবায় একটা সাহিত্যসভা ছিল, সেখানে সভাপতি করে আনা হয়েছিল, তারপর এখানে রাতটা কাটিয়ে গেল। ব্যস্ত মানুষ।

—ব্যস্ত, কিন্তু কোনও বন্ধু নেই। সত্যবান তোকেই এখনও বন্ধু মনে করে। যদিও দেখা খুব কম হয়।

—বন্ধু নেই। বন্ধু সে চায় কি ? এক আধ বার সন্ধেবেলা সময় ওর বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, একা একা ভূতের মতন বসে থাকে। একটা লোক আসে না। কেউ আসুক, তাও চায় না। অমরের সঙ্গে শুধু শুধু ঝগড়া করল।

—অমরের সঙ্গে সত্যবান ঝগড়া করেছে ?

—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি আর ঝগড়া করেছে ! অমরকে পাত্তাই দেয় না, ঠাণ্ডা ব্যবহার করে। অমরও খারাপ কিছু লেখে না, তার বেশ লেখার ক্ষমতা

BanglaBook.org

আছে।

—আমি শুনেছিলাম অমরই এখন সত্যবানকে এড়িয়ে যায়। কথা বলতে চায় না।

—অমরের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, অমর কিন্তু আমার সঙ্গেও মন খুলে কথা বলেনি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, একদিন অমর আর সত্যবানকে নিয়ে চুঁচড়োয় যাই। অনেককাল আগে সেখানে আমরা তিন জন গঙ্গার ধারে সারা রাত জেগে বসে ছিলাম, গল্প করতে করতে হঠাৎ দেখি ভোর হয়ে গেছে। পাখি ডাকছে, আমার পরিষ্কার মনে আছে, সেদিন সূর্য ওঠার পরেও কিছুক্ষণ আকাশে চাঁদ ছিল। একই আকাশে চাঁদ আর সূর্য, এ রকম খুব দৈবাৎ দেখা যায়। সত্যবান এবারে যেতে রাজি ছিল, কিন্তু অমর যেতে চাইল না।

—অমরের অভিমান হতেই পারে। ঝিল্লি ওর সঙ্গে যা ব্যবহার করেছে, ...আচ্ছা ও সব কথা এখন থাক। চল, তোকে আশ্রমটা ঘুরিয়ে দেখাই।

—আশ্রম ? তোর এখানে পুজো-টুজো হয় নাকি ?

—হ্যাঁ পুজোও হয়, নামাজ পড়াও হয়। এখানে এগারো বিঘে জমি, বুঝলি, এই জমিটা যখন আমি কিনি, তখন দেখি যে এক জায়গায় একটা পীরের মাজার আছে। ঝোপজঙ্গলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, ভুলেও গিয়েছিল অনেকে। আমি সে মাজার ভাঙিনি, বরং সাফ সুতরো করে দিয়েছি, এখন গ্রামের মুসলমানরা অনেকে আসে। গত বছর আমাদের এই সঙ্ঘের ছেলেরা, ওই যে দেখছিস একটা চালাঘর, তালগাছটার নীচে, ওখানে ওই চালাঘরটা বানিয়ে লক্ষ্মী পুজো করল। একটা মাটির মূর্তি বসিয়েছিল, পুজোর পরের দিন যখন ঠাকুর বিসর্জন দেবার কথা, তখন এক জন আবিষ্কার করল, সেই মূর্তির চোখে জল। অর্থাৎ লক্ষ্মী ঠাকুর কাঁদছে, বিসর্জনে যেতে চাইছে না। অমনি রটে গেল, ওই ঠাকুর জাগ্রত, ওই ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া চলবে না। আমি আপত্তি করিনি। ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে কী লাভ ? এখন প্রত্যেক বেস্পতিবার হিন্দুরা এসে ওই লক্ষ্মীর পুজো দেয়! আমি এই প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছি সেবা সঙ্ঘ, লোকে মুখে মুখে বলে আশ্রম। এ দেশটা তো এ রকমই। জোর করে বদলানো যাবে না।

—তোর স্ত্রী কোথায় ? এখানেই থাকেন ?

—নাঃ তিনি এখানে আসেন না। তিনি এখনও বড় অফিসারের স্ত্রী সেজেই আছেন, গ্রাম ট্রাম পছন্দ করেন না। কাদায় পা পড়লে ঘেন্না লাগে। তা ছাড়া ছেলের এখনও লেখাপড়া শেষ হয়নি, তাকে নিয়ে দীপান্বিতা নিউ আলিপুরে থাকে।

—নিশি, তুই কি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে গ্রামে চলে এসেছিস ?

—না রে, ব্যাপারটা অত সরল নয়। চল, আগে সবটা দেখে আসি।

সমস্ত এলাকাটা জুড়েই নানা রকম তরিতরকারির খেত। ঝিঙে, পটল,

BanglaBook.org

বেগুন, উচ্ছে। সবগুলিই বেশ স্বাস্থ্যবান। উন্নত ধরনের বাগান-চাষ। নিশি বেশ গর্বের সঙ্গে সেই সব তরকারি তুলে তুলে দেখালেন। তারপর বললেন, তোদের দেশেও বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি খুব বড় বড় হয়, এর চেয়েও বড়, কিন্তু কোনও স্বাদ নেই। কারণ, ওরা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার দেয়। আমি তা দিই না। আমি জৈব সার ব্যবহার করি। ওই যে দেখছিস ঢিপি করা আছে গোবর।

এক জায়গায় রয়েছে নার্সারি। ফুল গাছ নয়, এই সব তরকারিরই চারা। সাত-আটজন নারী পুরুষ সেখানে মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ওদের দেখেও কাজ থামাল না।

নিশি বললেন, আমার সাধ্য সব সীমিত। গ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্য ঘোচাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি পড়াশুনো করে, তারপর হাতে কলমে এই সব তরিতরকারি ফলাচ্ছি, তাতে উৎপাদন বেশি হয়। একই জমিতে, যেখানে সাধারণত অন্য চাষিরা দশ কিলো বেগুন পায়, আমি পাই অন্তত বাইশ কিলো। আমার এই সব তরকারির বীজ কিংবা চারা আমি গ্রামের মানুষের মধ্যে বিলি করি। যাতে তারা বেশি তরকারি ফলিয়ে দুটো পয়সা বেশি পায়। অনেকেই পাচ্ছে এখন। ব্যাস, ওইটুকুই আমার আনন্দ।

নার্সারি থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মী ঠাকুরের চালাঘরটার দিকে যেতে যেতে দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, তোর এখানে কত জন কাজ করে?

—আমাকে নিয়ে মোট উনিশ জন। তারা এখানেই খায় দায়, ওদের নিয়েই আমি আছি।

—এতবড় একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে খরচ আছে নিশ্চয়ই।

—তা তো আছেই।

—সব তোর টাকা?

—আমার টাকা কবে ফুরিয়ে গেছে! দীপান্বিতার কাছে হাত পাতলেও কিছু দিতে চায় না। তবে চলে তো যাচ্ছে কোনও রকমে।

—নিশি, কাজটা কিন্তু তুই খুব ভাল করছিস। আমাদেরও উচিত তোকে সাহায্য করা। তুই কোনও ব্রোসিওর কিংবা ফোল্ডার ছাপিয়েছিস? সেগুলো দেখিয়ে আমি ওদেশ থেকে কিছু টাকা তোলার ব্যবস্থা করতে পারি।

—নারে দেবু, ও সব দরকার নেই। আমি টাকা পয়সা নিয়ে মাথা ঘামাই না। বলতে পারিস, অঙ্কের হিসেব একেবারে ভুলেই গেছি। এখানে ও সব দেখে ফটিক নামে একটা ছেলে। দ্যাখ, এখন অনেক গ্রামেই অনেক ভলান্টারি অর্গানাইজেশন কিংবা এন জি ও রয়েছে। কিছু কিছু ভাল কাজ হচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি দেখেছি, যারা বিদেশি টাকা নেয়, বাইরে থেকে ডোনেশান আনে, সেই সব জায়গায় মধুর লোভে অনেক মাছি এসে জোটে। অনেক লোভের দাঁত বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের লোকের মধ্যেও আরও দাও, আরও দাও ভাব জেগে ওঠে, নিজেরা কিছু করতে চায় না। আমি ও সব

BanglaBook.org

ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নেই। কোনওদিন চাঁদা তুলিনি। নিজেরা যে-সব তরি-তরকারি ফলাচ্ছি সেগুলো বিক্রি করেই এই সেট আপটা চালাতে চাই। তাতে যতটুকু চলে !

দেবকান্ত মুচকি হাসলেন। তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, এন আর আই শুনলেই এ দেশের লোক চাঁদা চায়। এ পর্যন্ত তাঁর কাছে কেউ চায়নি, তিনি নিজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছু করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন।

চটি জুতো খুলে রাখতে হয়েছে, দেবকান্তর পা কাদায় মাখামাখি। তবু তাঁর ভাল লাগছে। কারণ, এখানকার বাতাস নির্মল, নিশ্বাসে জ্বালা নেই। স্বাস্থ্যবান তরিতরকারিগুলোর দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। এমনকী গোবর সারের গন্ধও তাঁর খারাপ লাগছে না।

এ সব ভাবতে ভাবতে এক বার মাটির দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠে বললেন, ওটা কী ?

নিশি হাসতে হাসতে বললেন, সাহেবদের দেশে থাকতে থাকতে তুই যে দেখছি পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছিস। সাপ চিনিস না ?

ফ্যাকাশে মুখে দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ, সাপ, কিন্তু তোর এখানে এত বড় সাপ ঘুরে বেড়ায় ? কী সাঙ্ঘাতিক। এটা যে দেখছি মালগাড়ির মতন লম্বা !

নিশি বললেন, "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি..." মনে নেই ? এটা সুন্দরবন এলাকা, এখানে ওই সব কথা এখনও বাস্তব সত্যি। ওটা দাঁড়াশ সাপ, ভয় নেই, কামড়াবে না।

সাপটা সরসর করে লক্ষ্মী ঠাকুরের চালাঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তা দেখে দেবকান্ত বললেন, আমার আর ঠাকুর দেখার শখ নেই, এ বার অন্য দিকে চল।

খানিকটা গিয়ে দেবকান্ত আবার বললেন, এখানকার পরিবেশটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আবার কখনও দেশে এলে গ্র্যান্ড হোটেলে ওঠার বদলে তোর এখানে এসে থাকব। কিন্তু ওই সব সাপ টাপ সামলে রাখতে হবে।

নিশি বললেন, শীতকালে আসিস, তখন ওরা লুকিয়ে থাকে।

নিশির নিজস্ব আস্তানাটি বেশ ঝকঝকে তকতকে। একটা বড় ঘর, সামনে চওড়া বারান্দা। সংলগ্ন বাথরুম নেই। সে ব্যাপারটি কোথায় সারা হয়, তা দেবকান্ত আর জিজ্ঞেস করলেন না। ঘরের মধ্যে একটি খাটে বিছানা পাতা, পাশে একটি হোয়াটনট, এ ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। বিলাসিতার মধ্যে একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। দেওয়ালে ঝোলানো একটা থ্রি ও থ্রি রাইফেল।

রাইফেলটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, আফ্রিকাতে আমায় এ রকম একটা অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হয়, অনেক সময় তাঁবুতে থাকি। তোর এখানে কী কাজে লাগে ? বাঘ আসে নাকি ?

BanglaBook.org

নিশি বললেন, না, নদীর এ পারে বাঘ আসে না। তবে এ সব অঞ্চলে বড্ড ডাকাতের উপদ্রব রে! ওদের ভয় দেখাবার জন্য রাখতে হয়।

—চালাতে পারিস?

—না পারলে ডাকাতরা ভয় পাবে কেন? এর মধ্যে দু'বার চালাতে হয়েছে। প্রাণে মারিনি, দু'ব্যাটার ঠ্যাং খোঁড়া করে দিয়েছি।

—যে নিশিকে আমি এককালে চিনতাম, সেই নিশি হাতে রাইফেল নিয়ে ডাকাত তাড়াচ্ছে, এটা এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

—মানুষ বদলায়। তুই বদলাসনি?

—কী জানি, নিজেরটা বোধহয় বুঝতে পারি না।

—তোর বউ কেমন আছে, দেবু? কী যেন তার নাম, মারিয়া, তাই না? আমায় খুব যত্ন করেছিল।

—সে আমার বউ ছিল না। ফর্মালি বিয়ে হয়নি আর কি! হ্যাঁ, সে ভাল মেয়ে ছিল, এখনও ভালই আছে, কিন্তু আমরা আর একসঙ্গে থাকি না।

—সে বউ ছিল না? বুঝতেই পারিনি। তারপরেও কি বিয়ে করিসনি?

—না, বিয়ে করিনি। কেউ কেউ এসে থেকেছে। নিশি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তুই যে এখানে আছিস, বছরের পর বছর, এমনিতে সবই ভাল, কিন্তু এই যে নারীবর্জিত জীবন, এতে কোনও কষ্ট হয় না? আমি তো ভাবতেই পারি না। বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, বুড়ো হতে চলেছি, কিন্তু নারী-লিপ্সা একটুও যায়নি, শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে মেয়েরা কাছে এলে। তোর সে রকম কিছু হয় না? শরীরের দাবি টের পাস না? তোর স্বাস্থ্য তো বেশ ভালই আছে।

—হ্যাঁ, শরীরের দাবি আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা সাবলিমেট করা যায়। যেমন ধর, আগে মাংস খেতে কী ভালই বাসতাম, ক্লাবে গিয়ে বিফ স্টেক খেতাম। এখন মাংস একেবারে ছুঁই না। নিজের খেতের আলু-পটলের ডালনায় বেশি স্বাদ পাই। অনেক বেশি আনন্দ পাই। নিজে হাতে গাছ পুঁতলাম, তারপর সেই গাছ বড় হল, ফুল এল, সেই ফুলের গন্ধ শুকলেও এক ধরনের শরীরের দাবি মেটে।

—এ সব সাধু সন্ন্যাসীর মতন কথা। আমি ঠিক বুঝি না। আমার মধ্যে রজঃ গুণ বা দোষ যা-ই বলিস, সেটা বড় প্রবল। তাই কোনওদিন সাধু হতে পারব না। আমি মাংসকে মাংসের মধ্যেই সাবলিমেট করি।

বারান্দায় কয়েকখানা চেয়ার পাতা। সেখানে কিছুক্ষণ গল্প করার পর ওঁদের জন্য খাবার এল। খিচুড়ি, খুব সরু সরু করে আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, আমড়ার চাটনি।

পাত পেতে বসার পর নিশি জিজ্ঞেস করলেন, নিরামিষ, তুই পারবি তো খেতে?

দেবকান্ত বললেন, গরম গরম খিচুড়ি, আঃ, কত দিন পর খাচ্ছি। স্বাদবদল হলে কার না ভাল লাগে?

BanglaBook.org

—তুই খিচুড়ি রাঁধতে পারিস না ? এখন তো ও দেশে সব রকম ডালই পাওয়া যায় !

—রাঁধতে তো পারি, কিন্তু ঠিক স্বাদ হয় না। এখন কেনিয়ার যেখানে থাকি, সেখানকার জল এমনই, কিছুতেই ডাল সেদ্ধ হতে চায় না। বিশেষ করে মুশুরির ডালগুলো বড্ড জেদি, ঠিক মতন জল পছন্দ না হলে সেদ্ধ হতে রাজিই হবে না।

—ওখানে কী মাংস খাস ? মুরগি ?

—হ্যাঁ মুরগি। তবে আমার যে কাজের লোকটি আছে, তাকে বাজারে পাঠালে মুরগির বদলে ফ্লেমিঙ্গো পাখির ভেজাল দেয়। তার হাড় থেকে মাংস ছিঁড়তে— একার পক্ষে সম্ভব নয়, পাঁচ-ছ'জন লাগে। জেব্রার মাংস পাওয়া যায়, খাওয়া যায় মোটামুটি। বিফের খুব দাম, তার সঙ্গে ওয়াইল্ড বিস্টের ভেজাল খুব চলে।

কথা বলতে বলতে বেশি খাওয়া হয়ে গেল। দেবকান্ত দু'বার খিচুড়ি চেয়ে নিলেন। আঁচাবার পর নিশি বললেন, আমি দুপুরে আধ ঘণ্টা গড়িয়ে নিই, না হলে শরীর বয় না। তোর দুপুরে শোওয়ার অভ্যেস আছে ?

দেবকান্ত বললেন, আমার কাজের জায়গায় তার সুযোগ নেই। সারা দিন প্রায় এক পায়ে খাড়া থাকতে হয়। দুপুরে স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছু জোটে না। ভাত খাই সপ্তাহে এক দিন। আজ তোর বিছানায় একটু শুয়ে নিই। মনে আছে, তুই যখন চাকরি পেলি, প্রথম পোস্টিং হয়েছিল পাটনায়, আমি তখন বেকার, মাঝে মাঝেই চলে যেতাম তোর কাছে, রাত্তিরে এক খাটে ঘুমিয়েছি।

নিশি অন্যমনস্কের মতন বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে থাকবে না কেন ?

তিনি একটা বিড়ি ধরাতেই দেবকান্ত নিজের সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, দে, তোর বিড়ি দে একটা, খেয়ে দেখি।

নিশি বললেন, পারবি কি ? কড়া লাগবে।

ত্য পারলেন না দেবকান্ত, সেটা ধরিয়ে দু'টান দিয়েই কেশে দিলেন। তারপর বললেন, লুঙ্গি পরিস, বিড়ি খাস। ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বার সেই নিশিরাজ সেন। আচ্ছা নিশি, তুই যে হঠাৎ এ রকম ভোল পাল্টে ফেললি, অত লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলি গ্রামে, এটা কি তোর নিছক খেয়াল, নাকি গূঢ় কোনও কারণ আছে ? কারণ নিশ্চয়ই আছে, তুই কারুকে সেটা বলবি না ঠিক করেছিস ?

খাটের পাশটায় বসে নিশি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কারণ অবশ্যই আছে, দীপান্বিতা ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কারুকে বলবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি। তোকে বোধহয় বলা যায়। তুই ভিকটর জোরজা'র নাম শুনেছিস ? বিখ্যাত সাংবাদিক।

দেবকান্ত হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, ভিকটর জোরজা ? নাম শুনেছি, মানে,

BanglaBook.org

তার লেখা পড়েছি। এক সময় নিউজ উইক পত্রিকায় পলিটিক্যাল কলাম লিখত। হঠাৎ তার কথা কেন ?

নিশি বললেন, ওর একটা আর্টিক্‌ল পড়েছিলাম। নিজের সম্পর্কে। জোরজা হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন, তাঁর প্যাংক্রিয়াসে ক্যানসার হয়েছে। অপারেশন করিয়েও কোনও সুফল হল না। আমেরিকান ডাক্তাররা বলল, জোরজার আয়ু বড় জোর আট মাস থেকে এক বছর। জোরজা তখন সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ঠিক করলেন, নিউইয়র্ক-ওয়াশিংটন ডি সি'র মতন সদাব্যস্ত শহরে আর থাকবেন না। বাকি জীবনটা প্রকৃতির কাছে কাটাবেন, যেখানে বাতাস একেবারে নির্মল, কোনও খাদ্যে বিষ নেই, যেখানকার মানুষও কোনও তঞ্চকতা জানে না। চালাক চালাক কথা বলে না। তিনি চলে এলেন ভারতে, সিমলা শহর থেকে একশো আঠাশ মাইল দূরে, হিমালয়ের কোলে একটি ছোট্ট গ্রামে একটা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে থাকতে শুরু করলেন। কোনও ওষুধ খেতেন না, ঝর্নার জলে স্নান করতেন, ওই সব সরল গ্রামবাসীদের নানা রকম সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতেন। তারপর কী হল জানিস ? বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তারদের ভবিষ্যৎবাণী অগ্রাহ্য করে জোরজা ওই পাহাড়ি গ্রামে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে সাড়ে ন'বছর বেঁচে ছিলেন।

একটু চুপ করে থেকে নিচু গলায় নিশি আবার বললেন, আমি ভিকটর জোরজাকে অনুসরণ করেছি।

আতঙ্কিত অবিশ্বাসে দেবকান্ত বললেন, অ্যাঁ ? নিশি, কী বলছিস, তুই...। তোর ক্যানসার হয়েছে ?

দু'বার মাথা নেড়ে নিশি বললেন, ওই একই জায়গায়। প্যাংক্রিয়াসে।

—কবে হল ? কিছুই শুনিনি !

—ঠিক এগারো বছর দু'মাস আগে। ১৭ই এপ্রিল রিপোর্ট পেয়েছিলাম। তিন জন ডাক্তারকে দিয়ে চেক করিয়েছিলাম, তিন জনই কনফার্ম করেছে। যখন ধরা পড়ে, তখনই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, অপারেশন করে কোনও লাভ ছিল না।

—বিদেশে গিয়ে এক বার দেখালি না ?

—ভিকটর জোরজার কাহিনীটা তোকে শোনালাম কীসের জন্য ? তিনি তো আমেরিকাতেই চিকিৎসা করিয়েছিলেন। আমি প্রথম থেকেই ঠিক করে ফেলেছিলাম, এ অসুখের জন্য পয়সা খরচ করব না। এই রাজরোগে লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু লাভ হয় না। আমাকেও ডাক্তাররা দু' বছর আয়ু দিয়েছিলেন। হিমালয়ে যেতে চাইনি, পাহাড় আমাকে টানে না। বেশি উঁচুতে উঠলে এখনও মাথা ঘোরে। বরং নদী ভাল লাগে। তা ছাড়া, আগে ছেলেমেয়েদের ওপর খুব মায়া ছিল, ওদের মাঝে মাঝে দেখতে পাব বলে কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি। বিজয়দার সঙ্গে আলাপ ছিল, উনি

BanglaBook.org

রায়দিঘিতে একটা বড় সেবা প্রতিষ্ঠান চালাতেন জানতাম। একদিন একটা স্যুটকেস নিয়ে ওঁর ওখানে চলে গেলাম। ছিলাম বেশ কয়েক বছর। তারপর এখানে এটা একলা শুরু করেছি। দেখছিস তো, দিব্যি আছি। কোনও ওষুধ খাই না। এখন আর শহরে যেতেও ইচ্ছে করে না।

—তোর এত বড় একটা অসুখ হয়েছিল, তুই তবু কারুকে বলিসনি? এই গোপনীয়তার কারণটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

—অল্প বয়েসে যখন আমাদের দেখা হত, তখন কোনওদিন আমাকে অসুখের কথা আলোচনা করতে শুনেছিস? কোনওদিন জ্বরজারি, পেট ব্যথা, এক বার আমার জনডিস হয়েছিল, তা নিয়েও একটা কথাও বলেছি? অসুখ নিয়ে কথা বলাবলি আমি পছন্দ করি না। ক্যানসারের কথা লোক জানাজানি হলে সবাই আমাকে করুণা দেখাতে আসত। বাকি জীবনের জন্য আমাকে কনডেম্‌নড করে দিত। ক্যানসার ছোঁয়াচে রোগ নয়, তবু এই রোগ হলেই আর সবাই সেই রোগীকে একেবারে বাতিল করে দেয়। যেন লোকের করুণা কুড়োনো ছাড়া তার আর কিছু করণীয় নেই।

—কিন্তু বন্ধুদের ক্ষেত্রে এ কথাটা খাটে না। বন্ধুরা তো করুণা করতে আসে না। তাদের কাছ থেকে ইমোশানাল সাপোর্ট পাওয়া যায়।

—বন্ধু কে? এই বয়েসে বন্ধু থাকে?

—নিশি, এই বয়েসেই তো বন্ধুর বেশি প্রয়োজন হয়!

—প্রয়োজন হলেই বা পাওয়া যাবে কোথায়? মৃত্যুর দিকে যত এগোব, ততই নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়াটাই নিয়তি। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর যেমন জোর কমে আসে, বন্ধুরাও তেমনি সরে যায় দূরে। পুরনো বন্ধুদের জন্য নস্টালজিয়া থাকে, মাঝে মাঝে সেই সব দিনের কথা ভাবতে ভাল লাগে, কিন্তু এখন দেখা হলে আগেকার সেই উত্তাপ তো পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আস্তে আস্তে আমরা এক একটা আলাদা দ্বীপে চলে যাচ্ছি। দেবু, বুক ছুঁয়ে বল তো, বন্ধুদের জন্য তোরও কি তেমন কোনও টান আছে? সত্যিকারের টান থাকলে তুই এত কাল ও দেশে পড়ে থাকতে পারতি? দশ বছরে এক বারও আসিস না?

—আমি হতভাগ্য! চাকরি বাকরি না পেয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম, তোরা তো কেউ আমাকে ধরে রাখিসনি। যাক সে সব কথা। তোকে ডাক্তাররা দু' বছর আয়ু দিয়েছিল, অথচ এগারো বছর কেটে গেছে, এটা তো দারুণ ব্যাপার! তুই আর চেক আপ করাসনি?

—নাঃ! সেটা কী অবস্থায় আছে, তা আমি জানতে চাই না। যেমন আছে থাক, ডিসটার্ব করার কী দরকার। ব্যথা-ট্যথা তো করে না।

—কখনও কখনও এই রোগটা নিজে থেকেই সেরে যায়। মিরাক্‌ল ঘটে। এ রকম শোনা যায়। হয়তো তুই পুরোপুরি সেরে গেছিস!

—ধরা যাক, আবার চেক আপ করতে গিয়ে দেখা গেল, আমার শরীরে

BanglaBook.org

আর ক্যানসার নেই। আমি পুরোপুরি ফিট। তা হলেই কি আমি আবার ফিরে গিয়ে প্যান্ট-কোর্ট পরে ক্লাবে গিয়ে নাচব, বিফ স্টেক খাব ? না রে দেবু, তা আর হবে না ; এখানে আমি মজে গেছি। এখানে আমি যে আনন্দ পাই, তা ছেড়ে আর কোথাও যাব না।

দেবকান্ত সাধারণত আবেগে প্রকাশ করেন না। কিন্তু আর পারলেন না। নিশির ক্যানসার হবার খবর শুনে যেমন আঁতকে উঠেছিলেন, তার পরবর্তী পরিণতি তাঁকে তার চেয়েও বেশি উৎফুল্ল করে তুলল। তিনি বন্ধুর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, নিশি, এ রকম একটা রোগ হবার পরেও তুই এমন সাহসের পরিচয় দিয়েছিস, লড়ে গেছিস, সে জন্য আমার খুব গর্ব হচ্ছে রে !

বাইরে থেকে কে যেন নিশিকে ডাকল, তিনি হাত ছাড়িয়ে উঠে গেলেন।

এবারে বালিশে মাথা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইলেন দেবকান্ত। ওপরে টালির চাল। পাখা ঘুরছে। ইট-সিমেন্টের দেওয়াল, ফাটল ধরেছে কয়েক জায়গায়। চোখে পড়ল দুটো টিকটিকি, বেশ মোটামোটা চেহারা। তার মানে এখানে পোকা-মাকড় আছে অনেক, খাবার জোটাবার জন্য টিকটিকিগুলোকে পরিশ্রম করতে হয় না। ক্যানাডার কোনও বাড়িতে টিকটিকি নেই। এখান থেকে ক্যানাডা কত দূরে, শুধু পৃথিবীর ও পারে নয়, যেন অন্য গ্রহে। সেখানে বাড়ির বাগানে সাপ ঘুরে বেড়ায় না। মশা, এখানে নিশ্চয়ই মশা আছে খুব। এই সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে নিশি। তবু, এই সব অসুবিধেগুলোও তুচ্ছ, এই রকম পরিবেশের মধ্যে থেকে নিশি ক্যানসার নামে যমদূতকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে।

এক সময় চোখ টেনে এল, ঘুমিয়ে পড়লেন দেবকান্ত। ঘুমের সময় ক্যানাডা আর ক্যানিং-এর মধ্যে কোনও তফাত থাকে না।

ঘণ্টাখানেক পর দেবকান্ত যখন জেগে উঠলেন, তখন বাইরের আকাশ অন্ধকার। বিকেল পেরিয়ে যায়নি, আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। দেবকান্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খুব জোর বৃষ্টি নামলে ফিরতে অসুবিধে হবে। রাস্তার যে অবস্থা দেখে এসেছেন, রাত করে সে রাস্তা দিয়ে যেতে চান না। পাঁচটা কুড়িতে একটা ট্রেন আছে, তারপর তিন ঘণ্টা আর কোনও ট্রেন নেই।

নিশি ঘরে এসে বললেন, উঠেছিস ? বেশ অঘোরে ঘুমোচ্ছিলি, তাই তোকে আর ডাকিনি। আমার আর শোয়া হল না, লোকজন এসে গেল।

দেবকান্ত বললেন, যা পেটপুরে খিচুড়ি খেয়েছি, ঘুম আসবে না ? আমাকে এবার যেতে হবে রে নিশি, বৃষ্টি এসে গেলে মুশকিল হবে, ট্রেন পাব না।

নিশি বললেন, পাঁচটা কুড়ি ধরবি ? তা হলে তো আর দেরি করা চলে না। আমি ক্যানিং স্টেশন পর্যন্ত তোর সঙ্গে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সেটা হবে না। কাল রাত্তিরে পাশের গ্রামে দুটো পলিটিক্যাল পার্টির মধ্যে মারামারি হয়েছে, তাই নিয়ে আজ একটা মিটিং হবে, আমাকে যেতে বলেছে।

দেবকান্ত বললেন, ও হ্যাঁ, ওই কথাটা জানা হয়নি। গ্রামে এখন খুব

BanglaBook.org

পলিটিক্যাল দলাদলি চলে শুনতে পাই। তুই তার মধ্যে পড়িসনি? সামলাচ্ছিস কী করে?

নিশি হেসে বললেন, ঠিকই শুনেছিস। এই সব গ্রামে সভ্যতার অনেক উপকরণ এখনও পৌঁছয়নি, কিন্তু রাজনীতি পৌঁছে গেছে। আমি সামলাচ্ছি... মানে, সার্কাসে তারের খেলা দেখেছিস তো, দু'দিকে ব্যালেন্স করে তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, অনেকটা সেই রকম। ওরা আমাকে ঠিক বুঝতে পারে না। অনেকে ভেবেছিল, আমি বুঝি ইলেকশানে দাঁড়াব।

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ভোটের সময় তুই কী করিস?

নিশি বললেন, আমার তখন জ্বর হয়। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি।

দেবকান্ত বললেন, ছাত্র বয়েসে তুই কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী ছিলি। তাই না?

নিশি বললেন, এখনও সে বিশ্বাস একেবারে যায়নি। কিন্তু কমিউনিজ্‌ম আর কমিউনিস্ট পার্টি যে এক নয়। কোনও দেশেই বোধহয় ওই দুটো ঠিক মেলেনি। তুই চিন দেশে গেছিস দেবু?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ, বার দু'এক। ওখানকার কমিউনিস্ট পার্টি দেশটা খারাপ চালাচ্ছে না। ভারতের থেকে কিছুটা এগিয়ে আছে। কিন্তু আমাকে ও দেশের নাগরিকত্ব দিলেও আমি থাকতে রাজি হতাম না।

নিশি বললেন, কেন রে?

দেবকান্ত বললেন, বড় বেশি সরকারি আধিপত্য। পদে পদে সরকারি নির্দেশ মানতে হয়। সেইটাই তো প্রশ্ন, মানুষের ব্যক্তি জীবনেও সরকার কেন মাথা গলাবে!

নিশি বললেন, ওটা তোদের ওয়েস্টার্ন আইডিয়া। স্বচ্ছল দেশগুলোতে ওই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু যে-সব দেশে দারিদ্র্য আর বৈষম্য খুব বেশি, যখন তখন যুদ্ধ লাগতে পারে, দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সব দেশে অধিকাংশ মানুষেরই ব্যক্তি-জীবন বলে কিছু থাকেই না।

সাইকেল রিকশাটিকে ছাড়া হয়নি। নিশি গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। বিদায় নেবার সময় নিশির একটা হাত ছুঁয়ে দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ঝিল্লি অমরের সঙ্গে কী খারাপ ব্যবহার করেছিল? ব্যাপারটা কী হয়েছিল বল তো?

নিশি বন্ধুর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ও সব পুরনো কথা আর মনে রাখতে ইচ্ছে করে না। তুই দু'দিন বাদে চলে যাবি, তোরও মাথা ঘামাবার কী দরকার! ঝিল্লি মেয়েটা ভারী ভাল, কিন্তু সুজাতা অকালে মরে গিয়ে ওর বড় ক্ষতি করে দিয়ে গেছে।

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

খাবার টেবিলে মাত্র পাঁচজন। অরুণেন্দুর স্ত্রীকেও আসতে বলা হয়েছিল, তার ছোট মেয়ের হঠাৎ জ্বর হয়েছে বলে তিনি আসেননি। ছোট মেয়ের বয়েস সতেরো, তার একদিনের জ্বরেই তার মাকে পাশে বসে থাকতে হবে কেন, দেবকান্ত তা বুঝতে পারেননি। হয়তো অরুণেন্দুর স্ত্রী অলকার বাইরে বেরোনোর তেমন অভ্যেস নেই।

মেয়ের জ্বর নিয়ে অরুণেন্দুর অবশ্য কোনও মাথা ব্যথা নেই, যেন সেটা শুধু তাঁর স্ত্রীর দায়িত্ব। তা ছাড়া তাঁর বড় শালা ডাক্তার, এর মধ্যেই এক বার এসে দেখে গেছে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে এসে তিনি এমনই উৎসাহী হয়ে পড়লেন যে মদ্যপান করে ফেললেন অনেকখানি। খাবার টেবিলে তাঁর প্রায় বে-সামাল অবস্থা।

সত্যবান নিশ্চয়ই জানতেন, আগেও এ রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাই তিনি প্রথমে মদের বোতল বার করতেই চাননি। অরুণেন্দুই বললেন, কী রে, সতু, তোর বাড়িতে ড্রিংক্স নেই ? বই লিখে এত টাকা রোজগার করছিস, বাড়িতে বোতল টোতল রাখিস না ? তা হলে আনাই একটা ?

অরুণেন্দু মোটেই নিত্য মদ্যপায়ী নন। তিনি নিজেই জানালেন যে এর আগে শেষ বার তিনি মদের গেলাসে চুমুক দিয়েছেন সাত মাস আগে। তাঁর মেজশালা ফরেন থেকে (সিঙ্গাপুর) এক বোতল স্কচ এনেছিল, তাই পান করা হয়েছিল পাঁচ জনে মিলে। অরুণেন্দুর নিজের বাড়িতে ও সব ছোঁওয়ার উপায় নেই, তাঁর বড় ছেলের বউয়ের ঘোর আপত্তি, বাড়িতে বোতল-টোতল ঢুকবে না কিছুতেই। দেবকান্তর উরুতে চাপড় মেরে অরুণেন্দু বলেছিলেন, বিয়ে তো করলি না, ছেলে পুলে হলে বুঝতি, বুড়ো বয়েসে ছেলের বউদের হাতেই সংসারটা চলে যায়। আমার বড় ছেলের বউয়ের সামনে অলকাও ট্যাঁ ফোঁ করতে পারে না।

বয়েসের ছাপ অরুণেন্দুর ওপরেই পড়েছে সবচেয়ে বেশি। দাড়ি রেখেছে, সব একেবারে সাদা, সেই তুলনায় মাথার চুল অতটা পাকা না হলেও টাক পড়ে গেছে অনেকখানি। ছানি পড়েছে এক চোখে, মোটা কাচের চশমা। দাঁত বাঁধিয়েছে। তিন ভাইয়ের সঙ্গে একান্নবর্তী সংসার। উরুতে চাপড় মেরে কথা বলার অভ্যেসটা এখনও রয়ে গেছে।

ঝিল্লি অরুণেন্দুকেও কাকা বলে না, কিন্তু একটা সম্বোধন আছে। অরুণেন্দুর এক মেয়ে ঝিল্লির সহপাঠিনী ছিল, তার দেখাদেখি অরুণেন্দুকে সে বাবুজি বলে ডাকে।

দু' পাত্তর পান করার পরই বেশি বেশি চাঙ্গা হয়ে উঠে অরুণেন্দু বলেছিলেন, আরে সতু, আমাদের দেবুটা কী হারামজাদা হয়ে গেছে। বিদেশে গিয়ে পালিয়ে বসে আছে। আমাদের খোঁজও করে না ! এই দেবু, তুই ফোনও

BanglaBook.org

রিস না কেন রে ? মাঝে মাঝে অন্তত ফোন করতেও তো পারিস ?

দেবকান্ত বললেন, সে তো ভাই আমি তোমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারি। তুমিই বা কেন আমাকে ফোন করো না কখনও ?

অরুণেন্দু বললেন, আমাদের এখান থেকে ফোন করতে অনেক টাকা লাগে ! বাড়ির ফোনটা বড় ছেলের অ্যাকাউন্টে। এস টি ডি লক্‌ড !

দেবকান্ত চুপ করে গেলেন। ক্যানাডায় যে টেলিফোন বিনা পয়সায় করা যায় না, সে কথাটা মনে এলেও বললেন না। টাকা পয়সার কথা বলতে তাঁর রুচিতে বাঁধে।

অরুণেন্দু আবার বললেন, এতদিন পর এলি, সেই তোর বাবার শ্রাদ্ধের সময় দেখা হয়েছিল, তুই আমাদের জন্য কী এনেছিস ?

বিব্রত হয়ে গিয়ে দেবকান্ত বললেন, কী আনব, মানে তোদের কী দরকার জানলে, মানে এখানে তো আজকাল সবই পাওয়া যায়।

অরুণেন্দু ধমক দিয়ে বললেন, স্কচ ফচ আনিসনি ? এই সতুটা এত বড়লোক, তবু দ্যাখ না, দিশি হুইস্কি খাওয়াচ্ছে ! ন'মাসে ছ'মাসে এক বার খাই।

দেবকান্ত বললেন, সে তো এক বোতল এনেছিলাম, অমরকে দিয়েছি। আবার জোগাড় করা যেতে পারে !

ভুরু তুলে অরুণেন্দু বললেন, অ্যাঁ ? অমর ব্যাটা একলা খেল ? আমাদের ডাকল না ? এই সতু, আজ অমরকে আসতে বললি না কেন? অনেক দিন দেখিনি। বেশ একসঙ্গে জমিয়ে বসা যেত।

সত্যবান বললেন, অমরকে ফোন করে আসতে বলেছিলাম। ওর বিশেষ কাজ আছে, কোথায় যেন যেতে হবে।

অরুণেন্দু বললেন, আর নিশি, সে তো কী সব গ্রাম সেবা টেবা করে। ডায়মন্ড হারবারের দিকে থাকে না ? এক বার ওর কাছে যাব ভেবেছি, হয়েই ওঠে না।

দেবকান্ত ভাবলেন, নিশির জীবনের একটা চরম গোপন কথা এরা কেউ জানে না। এখানে বলাটাও ঠিক হবে না। তিনি শুধু বললেন, ডায়মন্ড হারবারে নয়, ক্যানিং।

অনসূয়া রান্না ঘরে ব্যস্ত। মাঝে এক বার এসে এক প্লেট কাবাব দিয়ে গেলেন। ঝিল্লি বসে আছে একটু দূরে, টিভি'র সামনে, হাতে একটা ম্যাগাজিন, পাতা ওল্টাচ্ছে। ওপরের ঘরেও টিভি আছে, সে আজকাল কিছু মন দিয়ে দেখছে না।

এক বার সে বলল, এই বাবুজি, তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, তুমি আর খাবে না।

গলায় অনেকখানি স্নেহ ঢেলে, অরুণেন্দু বললেন, আজ বারণ করিসনি মা। এই দেবুটার সঙ্গে কত দিন পর দেখা, আজ ওর অনারে খাব। বাড়িতে গিয়েও

BanglaBook.org

দেবুর নামে সব দোষ চাপিয়ে দেব। বলব, বিলেত থেকে আমার ফ্রেন্ড এসেছে, সে আমাকে জোর করে খাইয়ে দিয়েছে!

দুষ্টু ছেলের মতন ফিকফিক করে হাসতে লাগলেন অরুণেন্দু। সত্যবান দেবকান্তর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

অরুণেন্দু আবার ঝিল্লির উদ্দেশে বললেন, তোর বাবা তো আমাকে ডাকেই না। এত ফেমাস, পায়া ভারী হয়ে গেছে। এই সতু, এর মধ্যে একদিন কী হয়েছে জানিস? মজার ব্যাপার। আমার সেজো শালার বউ, সে বাংলায় এম এ, খুব বই টই পড়ে, কী কথায় কথায় তোর নাম উঠল, সে তো বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমি তোর বন্ধু। বার বার বলতে লাগল, আপনার সঙ্গে চেনা আছে? সত্যি? আমি বললুম, তোমরা যাকে সত্যবান বাঁড়ুজ্যে বলো, আমি তাকে সতু বলে ডাকি, আমার ন্যাংটো পোঁদের বন্ধু। সতু, তোর দু'একখানা বইটই আমাকে সই করে দিস না কেন রে?

সত্যবান বললেন, দিতেই তো পারি। কিন্তু তুই কখনও আগ্রহ দেখাসনি।

অরুণেন্দু বললেন, আমি বইটই পড়ি না। তবু তুই দিবি, বাড়িতে রাখব, লোকে দেখে বিশ্বাস করবে।

ঝিল্লি বলল, না, বাবা, তুমি দিয়ো না। যে বই পড়ে না, তাকে দিতে নেই।

অরুণেন্দু বললেন, এই রে, মামণি রেগে গেছে; ঠিক আছে, পড়ব, পড়ব! সতু কী লেখে দেখতে হবে তো!

কথা ঘোরাবার জন্য দেবকান্ত বললেন, অরুণ, তোর সবকটি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?

অরুণেন্দু বললেন, হ্যাঁ, ভাই, ও ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত। কোনও ঝামেলা নেই। সকালে মর্নিং ওয়াক করতে যাই। দুপুরে ঘুমোই। সন্ধে থেকে ভি সি আর-এ সিনেমা দেখি, অন্তত দুটো। বড় ছেলের ব্যবসা দাঁড়িয়ে গেছে, টাকা পয়সারও চিন্তা নেই।

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, সে কীসের ব্যবসা করছে?

অরুণেন্দু বললেন, তুই জানিস না? জানবি কী করে, তুই তো...। সে কমপিউটার ট্রেনিং স্কুল খুলেছে, এত ছেলেমেয়ে আসে যে কিছু ফেরত দিতে হয়। ও, ভাল কথা, দেবু আমার ছোট শালা তোর কথা টথা শুনে বলছিল...

অরুণেন্দুর তিন ছেলে, দুই মেয়ে। দেখা যাচ্ছে, তার শালার সংখ্যাও কম নয়।

তিনি আবার বললেন, তুই তো আমেরিকায় থাকিস?

—না, ক্যানাডায়।

—ওই একই হল। পাশাপাশি তো। আমার ছোট শালাও কমপিউটারের ব্যবসা করে। ওই কাজেই আমেরিকায় যাবে। সেখানে তো হোটেলের অনেক খরচ, তোর বাড়িতে কয়েকটা দিন থাকতে পারবে না?

BanglaBook.org

—গত দু' বছর ধরে আমি আছি আফ্রিকায়। সেখানেই ফিরে যেতে হবে।

—তা হলেই বা। তোর বাড়ির চাবিটা দিয়ে দিবি। রান্না করে খাবে। তবু তো হোটেলের খরচ বাঁচবে।

—চাবি দিতেই পারি। তবে, আমার বাড়ি মন্ট্রিয়ালে, সেখান থেকে আমেরিকা অনেক দূর, খুব একটা সুবিধে হবে বলে মনে হয় না।

—অনেক দূর মানে কত দূর ? পাশাপাশি দেশ।

—চিন আর ভারতও তো পাশাপাশি দেশ। বর্ডার আছে। তবু ক্যান্টন আর কলকাতার দূরত্বটা একবার ভেবে দ্যাখ।

—যাতায়াত করতে গেলে কত ভাড়া পড়বে ?

—তা মোটামুটি বলা যেতে পারে, তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো ইউ এস ডলার, টাকার হিসেবে দশ-বারো হাজার টাকা !

—অ্যাঁ ? অত ? রক্ষে করো, রক্ষে করো, দরকার নেই, দরকার নেই। আমেরিকার মধ্যে তোর কোনও ফ্রেন্ড নেই ? তার বাড়িতে ব্যবস্থা করা যায় না ?

এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে দেবকান্তকে বাঁচাবার জন্য সত্যবান বললেন, এ বার তা হলে খাবার দিতে বলা যাক ?

অরুণেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এক্ষুনি ? আমি আর একটা ড্রিংক নেব। আমার কিন্তু নেশা হয়নি।

সত্যবান বোতলটি সরাবার উদ্যোগ করছিলেন, অরুণেন্দু প্রায় জোর করে তার হাত থেকে নিয়ে নিজের গেলাসে ঢাললেন। দেবকান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, দেবু, তুই সাহেবদের দেশে থাকিস, তবু এত কম মদ খাস ? তোর চেহারাটা কিন্তু আগের থেকেও যেন ভাল হয়ে গেছে।

দেবকান্ত বললেন, ও দেশে অনেক সাহেব এক ফোঁটাও মদ ছোঁয় না।

কথাটার প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গিয়ে অরুণেন্দু ঝিল্লির দিকে মনোযোগ দিলেন। ঝিল্লি কাছে এসে বলল, সবাই খাবার ঘরে চলো।

অরুণেন্দু তার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে জড়িত কণ্ঠে বললেন, আমার এই মা মণিটা কী সুন্দর ! আমায় চেয়ার থেকে একটু টেনে তোল তো মা !

এক ঝটকায় অরুণেন্দুর হাত সরিয়ে দূরে চলে গিয়ে ঝিল্লি বলল, আমায় মা, মামণি কক্ষনও বলবে না। ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। নাম ধরে ডাকবে। নিজে যদি চেয়ার থেকে উঠতে না পারো, তা হলে অত খাও কেন ?

হি হি করে হেসে উঠে অরুণেন্দু বললেন, দেখেছিস, দেবু, মেয়েটার তেজ দেখেছিস ? আমায় খুব বকে। ওকে আমরা জন্মাতে দেখলুম, চোখের সামনে বড় হল। দেবু, তুই ওকে লাস্ট কবে দেখেছিস ?

দেবকান্ত বললেন, আমি প্র্যাকটিক্যালি ওকে আগে দেখিইনি বলা যায়। এ বাড়িতে কখনও আসিনি। আমার বাবার কাজের সময় সত্যবান ডালহাউসিতে

BanglaBook.org

একটা বিজ্ঞাপন-অফিসে বসত, সেখানে দেখা করেছিলাম।

অরুণেন্দু বললেন, হ্যাঁ দেখেছিস, আলবাত দেখেছিস! এ বাড়িতে নয়, ভবানীপুরের ভাড়া বাড়িতে। ঝিল্লির যখন দু' বছর না তিন বছর বয়েস, তখন ওর জন্মদিনে সুজাতা একটা বড় পার্টি দিয়েছিল, আমরা সবাই এসেছিলুম, মনে নেই? তুই ঝিল্লিকে কোলে নিয়েছিলি, আমার কাছে সেই ছবি আছে।

ঝিল্লি বলল, মোটেই না!

অরুণেন্দু বললেন, হ্যাঁ, ছবি আছে, আমি তুলেছিলুম। দেবু তোকে কোলে নিয়ে আদর করছে। সে ছবি কিছুদিন আগেও দেখেছি। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সব ছবি আমার কাছে জমানো থাকে।

চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত পূর্ণ যৌবনবতী রমণীকে দেখে তাকে বাচ্চা বয়েসে কোলে তুলে আদর করার ব্যাপারটা কেমন যেন অবাস্তব শোনায়। প্রসঙ্গটাই অস্বস্তিকর।

সত্যবান বললেন, চল, ও ঘরে চল!

কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ালেন অরুণেন্দু। টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, এ বাড়ি তো সুজাতা বানিয়েছে। সত্যু কিছুই করেনি। হ্যাঁ, টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু বাড়ির স্বপ্ন ছিল সুজাতার। কত খেটেছে... তার দু' বছর পরেই...।

খাওয়ার টেবিলটা সুন্দর করে সাজিয়েছে অনসূয়া। সে একজন বিদুষী রমণী, অথচ সর্বক্ষণ রান্না ঘরে কাটিয়ে দিল, সে কি আড্ডায় যোগ দিতে পারত না। জ্যোৎস্না নামে পরিচারিকাটি তো আজ রয়ে গেছে। কিংবা অনসূয়া ইচ্ছে করেই স্বামীর বন্ধুদের পুরনো গল্প গুজবে মাথা গলাতে চায়নি?

মহিলা দু' জন আসন গ্রহণ না করলে দেবকান্ত বসতে পারেন না, তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। অনসূয়া তাঁকে বললেন, আপনি বসুন! আমি সার্ভ করে দিচ্ছি।

দেবকান্ত বললেন, আপনার স্বামী আমার চেয়ে বয়েসে একটু বড়, আপনাকে কী আমি বৌদি বলব?

সত্যবান বললেন, ধ্যাত, বৌদি আবার কী! নাম ধরে ডাকবি।

দেবকান্ত অতি ভদ্রতার সঙ্গে কোমর ভাঁজ করে বললেন, অনসূয়া, আপনিও আমাদের সঙ্গে বসুন। আমাদের সার্ভ করতে হবে না, নিজেরাই নিয়ে-টিয়ে নেব!

সত্যবান বললেন, হ্যাঁ, অনু, তুমিও বসে পড়ো। খাবারগুলো তো সব টেবিলেই রয়েছে। জ্যোৎস্নাকে বলো, গরম গরম ফ্রাই দিয়ে যাবে।

প্রায় জোর করেই অনসূয়াকে বসানো হল। তিনি বসলেন দেবকান্তর পাশে। ঠিক উল্টো দিকে ঝিল্লি।

বেশ বড় গোল টেবিল, ছ'টি চেয়ার, একটি ফাঁকা। সেটির দিকে তাকিয়ে অরুণাংশু বলল, ওখানে কে বসবে?

BanglaBook.org

সত্যবান বললেন, আর তো কেউ নেই !

অকারণে হাসতে শুরু করে দিলেন অরুণেন্দু। যেন এমন মজার কথা তিনি আগে কখনও শোনেননি। টেবিল চাপড়ে বললেন, কেউ বসবে না ? হা-হা-হা একটা চেয়ার ফাঁকা থাকবে ? কেন ?

দেবকান্ত বললেন, চেয়ারটা সরিয়ে দেব ?

অরুণেন্দু আবার টেবিল চাপড়ে বললেন, না, থাক। চেয়ারটা থাক। ওখানে সুজাতা বসত, ঠিক ওই চেয়ারটায়, মনে নেই ?

সত্যবান এ বার খানিকটা রূঢ় স্বরে বললেন, অরুণ, খাচ্ছিস না কেন, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অরুণেন্দু বিড়বিড় করে বললেন, খাওয়ার আগে আমাকে দুটো ওষুধ খেতে হয়। আনিনি তো, কী হবে ?

সত্যবান বললেন, বাড়িতে গিয়ে খেয়ে নিবি। একদিন পরে খেলে কিছু হয় না।

অরুণেন্দু একটা লুচি ছিঁড়লেন। একটা পটল ভাজা চটকে সেই লুচির মধ্যে মুড়তে গেলে পটলের একটা বিচি ছিটকে প্লেটের বাইরে চলে গেল। অরুণেন্দু সেই বিচিটা তোলার চেষ্টা করছেন, কিছুতেই পারছেন না, পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

ওঁর দিকে অতটা মনোযোগ দেওয়া ঠিক নয় বলে দেবকান্ত এ পাশে ফিরে অনসূয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে রান্না করলেন ? আপনার বুঝি রান্নার শখ আছে ?

অনসূয়া বললেন, সব রাঁধিনি, জ্যোৎস্না সাহায্য করেছে। ছোট বেলা থেকেই আমার মা আমাকে রান্না শিখিয়েছেন, আমি রেগুলার রাঁধি না, তবে মাঝে [illegible] দু' একটা আইটেম রাঁধতে আমার ভালই লাগে।

দেবকান্ত বললেন, এক এক দেশের রান্নার সঙ্গে সে দেশের কালচারেরও একটা যোগ থাকে। 'ফুড ইন বেঙ্গল' নামে একটা বই পড়েছিলাম, বিলেত থেকে বেরিয়েছে, সেটা কিন্তু মোটেই রান্নার রেসিপির বই নয়, কত প্রবাদ, কত ছড়া... এই দই-বেগুনটা নিশ্চয়ই আপনার রান্না ? এটা খেলেই কোনও বাঙালি মেয়ের হাতের স্বাদ পাওয়া যায়। চমৎকার হয়েছে ! গ্রিসেও বেগুনের একটা এই ধরনের [illegible] আমি খেয়েছি, কিন্তু ওরা দইয়ের বদলে চিজ দেয়। অমনি প্রাচ্য দেশের সঙ্গে খানিকটা তফাত হয়ে যায়।

অরুণেন্দু মুখ তুলে তাকিয়েছেন, তাঁর চক্ষুদুটি ঘোলাটে। তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কী বকবক করছিস দেবু ? খাবার টেবিলে এত কথা... দই-বেগুন, হুঁঃ ! সুজাতা যে নারকোল দিয়ে মাংস রান্না করত, সে রকম আর কোনওদিন খাব না। অপূর্ব ! এই বাড়িতে গৃহপ্রবেশের দিনে সুজাতা রেঁধেছিল... কী রে, মনে নেই ?

দেবকান্ত খুবই বিব্রত বোধ করলেন। বারবার সুজাতার প্রসঙ্গ তোলাটা যে

BanglaBook.org

অনভিপ্রেত, সেটা বোঝার মতন কাণ্ডজ্ঞানই চলে গেছে অরুণেন্দুর। রাগে গনগন করছে সত্যবানের মুখ। অনসূয়া মুখ নিচু করে আছেন।

দেবকান্তকে অবাক করে দিয়ে ঝিল্লি বলল, আজকের দই-বেগুনটার সত্যিই বেশ ভাল স্বাদ হয়েছে। বাবুজি, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না!

অরুণেন্দু বললেন, হ্যাঁ, ভাল হয়েছে, ভাল হয়েছে, এই তো খাচ্ছি।

অনসূয়া স্বামীর দিকে তাকালেন। সত্যবান তাঁর দৃষ্টিতে যেন কাতর অনুরোধ ঝরে পড়ছে, আর একটু সহ্য করো, আর একটু—

আর একটা লুচি মুখে দিয়েই দু' বার ওয়াক তুললেন অরুণেন্দু। উঠে দাঁড়ালেন মুখে হাত চাপা দিয়ে।

সত্যবান বললেন, ওই দিকে বাথরুম।

দেবকান্তও উঠে গেলেন অরুণেন্দুর সঙ্গে। বাথরুমে ঢুকেই বেসিনে হড় হড় করে বমি করতে লাগলেন অরুণেন্দু। খাদ্য খেয়েছেন সামান্যই, অথচ পেট থেকে বেরোচ্ছে অনেকখানি। ওই অবস্থাতেই বলতে লাগলেন, ইস, তোদের খাওয়া নষ্ট করে দিলুম, এই দেবু, তুই যা-না, তুই খেয়ে নে, আমার কী যে হল,...

দেবকান্ত তাঁর পিঠে ছোট ছোট চাপড় মারতে মারতে কোমল গলায় বললেন, এমন কিছুই হয়নি, মাঝে মাঝে এ রকম তো হতেই পারে, সবারই হয়, আমারও হতে পারত আজ।

বমি করতে করতেই সিক্কি ঝাড়লেন অরুণেন্দু।

মাতাল অবস্থায় বমি করলে অনেকে স্বাভাবিক হয়ে যায়, অরুণেন্দুর হল ঠিক উল্টো। তিনি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছেন না কিছু। গালে, থুতনিতে বমি লেগে গেছে, হাত বুলোচ্ছেন এদিকে-ওদিকে।

দেবকান্ত যত্ন করে তাঁর মুখ ধুইয়ে দিতে লাগলেন।

বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ঝিল্লি। একটি কথাও বলল না সে।

মুখ মুছিয়ে দেবার পর অরুণেন্দু করুণ স্বরে বললেন, আমি আর খেতে পারব না। আমার মাথা ঘুরছে।

নিজে হাঁটতেও পারছেন না, তাঁকে ধরে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন দেবকান্ত।

সত্যবান বললেন, পাশের ঘরে সোফার ওপর শুইয়ে দিয়ে আয়। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে।

দেবকান্তর খুব মায়া হতে লাগল। এ রকম অবস্থায় মানুষ একেবারে অসহায় হয়ে যায়। অরুণেন্দুর পায়ে জোর নেই, মাথাও ঠিক কাজ করছে না।

প্রথম যৌবনের সেই উদ্দাম দিনগুলিতে বন্ধুরা সবাই অরুণেন্দুকে খুব ভালবাসত। খুব একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা বাইরের বইয়ের পড়াশুনো ছিল না, কিন্তু

BanglaBook.org

চমৎকার একটা ভালত্ব ছিল। অরুণেন্দুর উপস্থিতিতেই বোঝা যেত, সে একজন ভাল মানুষ। সকলের প্রতি তার টান ছিল, সবাই জানত, যে-কেউ কোনও বিপদে পড়লে অরুণেন্দু বিনা শর্তে পাশে এসে দাঁড়াবে। কারুর অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করবে অরুণেন্দু। একবার অমরের ভাই বিটু সাঙ্ঘাতিক আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, হাসপাতালে নেওয়া মাত্র রক্ত দেবার দরকার ছিল, গ্রুপ মিলে যাওয়ায় প্রথমেই রক্ত দিয়েছিল অরুণেন্দু, ওই গ্রুপের আরও তিনজনকে জোগাড় করে আনল এক ঘণ্টার মধ্যে। বেকার দেবকান্তর ছেঁড়া জামা দেখে নিজের গায়ের জামা খুলে দিয়েছিলেন অরুণেন্দু...

সে সব কথা কি ভোলা যায় ? পরবর্তী বছরগুলোতে তো আর অরুণেন্দুকে দেখেননি দেবকান্ত।

ফিরে এসে টেবিলে বসে দেখলেন, সত্যবানের মুখখানা থমথম করছে। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, কেন বেশি দেখা হয় না, এ বার বুঝলি ? অরুণ টিপিক্যাল রিটায়ার্ড লোকের মতন এখন বেশির ভাগ সময় বাড়িতেই থাকে। ছেলে, মেয়ে, ছেলের বউ, একটা নাতিও হয়েছে, সবাইকে নিয়ে দিব্যি আছে, ওই ভূমিকাটাই ওকে ভাল মানায়। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটাতে গেলে যে আলাদা একটা মানসিকতা থাকা দরকার, সেটা ও ভুলেই গেছে। মদ খাওয়ার অভ্যেস নেই, তবু যখনই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়, মদ খেতে চায়। মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

দেবকান্ত বললেন, অরুণ বড্ড তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলছিল।

সত্যবান বললেন, প্রত্যেক বারই ওই রকম করে। কেন জানিস ? কারণ ওর যে বলবার কথা কিছু নেই। আমরা যে জীবনের পথে এতটা এগিয়ে গেছি, সেই পথগুলো একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। অরুণ এক সময় আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, ওর জন্য আমার মনে এখনও একটা নরম জায়গা আছে, কিন্তু আমাদের চিন্তার জগতে কোনও মিল নেই। এখনও দেখা হলে সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেকার কথা বলে, কিংবা নিজের ছেলে-মেয়ে-শালাদের কথা, আমরা বোরড হচ্ছি কি না, তা ভেবেও দেখে না।

দেবকান্ত আড়চোখে অনসূয়ার দিকে তাকালেন। তিনি একটি মন্তব্যও করেননি। ঝিল্লিও কথা বলছে না, কিন্তু তার ঠোঁটে পাতলা রঙের হাসি।

সত্যবান বললেন, আমাদের বয়েসী লোকদের পেঁচি মাতাল হয়ে যাওয়া আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। একজনের জন্য পুরো আড্ডাটাই নষ্ট হয়ে যায়। দেবু, তুই কিছু খাচ্ছিস না ? অনু এত যত্ন করে সব রান্না করল—

বমির দৃশ্যটা দেখার পর দেবকান্তর খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গেছে। গা গুলোচ্ছে একটু একটু। কিন্তু না-খাওয়াটা অসভ্যতা হবে। তিনি আস্তে আস্তে খেতে লাগলেন, মাঝে মাঝে রান্নার প্রশংসাও করলেন।

অনসূয়া শেষের দিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ও দেশে নিজে রান্না করে খান ?

দেবকান্ত বললেন, ক্যানাডায় যখন থাকি, তখন রান্না করতেই হয়, দিনের বেলা নয়, সন্ধের পর। অন্য জায়গায় থাকলে, ...এখন যেমন কেনিয়ায় আমরা চার জন একটা কনস্ট্রাকশান সাইটে মেস মতন করে আছি, সেখানে রান্নার লোক আছে। খুবই খারাপ রান্না অবশ্য।

অনসূয়ার পরের প্রশ্নটা একেবারে অন্য রকম। তিনি বললেন, মানুষের এভোলিউশানের অনেক চিহ্নই পাওয়া যায় আফ্রিকায়। এমন কিছু কিছু হাড় ও দাঁতের ফসিল পাওয়া গেছে, যা দিয়ে আদি মানবের একটা বংশ পরিচয় তৈরি করা যায়। আপনি তো কেনিয়াতে থাকেন। সেখানে এ রকম বেশ কিছু ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। আপনি কি জানেন, এখনও সেখানে ওই সব খোঁজাখুজি চলছে কি না ?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ কিছুদিন আগেই আবার সে রকম কিছু পাওয়া গেছে।

অনসূয়া জিজ্ঞেস করলেন, কোন পিরিয়ডের ?

দেবকান্ত বললেন, মায়াসিন। একটি আদিম মানবের মাথার খুলির কিছুটা অংশ আবিষ্কার হয়েছে, সেটা শিবাপিথিকাস আফ্রিকানাস প্রজাতির বলে মনে করা হচ্ছে।

অনসূয়া বললেন, বাঃ, আপনি বেশ খবর রাখেন তো। নামগুলো জানেন। এই ব্যাপারটায় আমার আগ্রহ আছে। কারণ, আমাদের ভারতের শিবালিক পাহাড়ের গায়ে যে ফসিল পাওয়া গিয়েছিল, সে প্রজাতির নাম রামাপিথিকাস পাঞ্জাবিকাস। লিউইস নামে এক সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন। এই রামাপিথিকাসের সঙ্গে আফ্রিকার শিবাপিথিকাসের অস্থির গড়নে বেশ মিল আছে। তার মানে কী, আফ্রিকা আর ভারতে মোটামুটি একই সময়ে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল ?

দেবকান্ত বললেন, আমি আফ্রিকায় থাকি শুনে অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি সামনাসামনি বাঘ দেখেছি কি না।

সত্যবান বললেন, বাঘ ?

দেবকান্ত হেসে বললেন, আফ্রিকায় বহু রকম জন্তু থাকলেও বাঘ যে নেই, সেটাই বা ক'জন জানে ? সে যাই হোক, অনসূয়া ছাড়া আর কেউ আদি মানবের ফসিলের কথা জানতে চাননি ! জানেন, আমি সেই জায়গাটাতেও গিয়েছিলাম।

ঝিল্লি থালায় দাগ কাটতে কাটতে বলল, টিভি-তে ডিসকভারি চ্যানেল দেখলে এ সবই এখন জানা যায়। বইও পড়তে হয় না, আফ্রিকাতেও যেতে হয় না।

দেবকান্ত বললেন, তবু, নিজে ঠিক সেই জায়গাটায় গেলে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। রোমাঞ্চ হয়। মনে হয়, কয়েক কোটি বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষ এখানে প্রথম দু' পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল !

BanglaBook.org

এঁটো হাতে আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর সত্যবান বললেন, অরুণ কিন্তু বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে না, ওর বউ চিন্তা করবে, ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

দেবকান্ত বললেন, আমি আজ একটা গাড়ি ভাড়া করে রেখেছি। আমি পৌঁছে দেব।

সত্যবান বললেন, তোর তো তাড়া নেই। গাড়িটা অরুণকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। তুই আর একটু বোস। কোনিয়াক খাবি ?

দেবকান্ত বললেন, নাঃ। আমি অরুণের সঙ্গে যাই। তিনতলার ওপরে থাকে, যদি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না পারে ?

সত্যবান আর কিছু বললেন না।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, আমি যাব তোমার সঙ্গে ?

দেবকান্ত বললেন, তুমি গিয়ে কী করবে ? তার কোনও দরকার নেই।

অরুণাংশুর গায়ে কয়েক বার ধাক্কা দিতেই তিনি উঠে বসলেন। এখনও ঘোর কাটেনি। উদভ্রান্তের মতন বলতে লাগলেন, কী হয়েছে, অ্যাঁ ? কী হয়েছে ? ঘুম ভাঙালি কেন ?

দেবকান্ত বললেন, চল, বাড়ি গিয়ে ঘুমোবি।

তিনি বন্ধুকে তুলে দাঁড় করালেন। অরুণাংশুর পাজামার দড়ি আলগা হয়ে গেছে, আর একটু হলে খুলে পড়ত, সেটা বেঁধে দিতে হল। তার পাঞ্জাবির বুকের কাছটা অনেকটা জলে ভেজা।

দেবকান্তর কাঁধে হাত দিয়ে তিনি বললেন, চল দেবু, কোথায় নিয়ে যাবি বল। বাড়ি যাবার দরকার কী ? তোর সঙ্গে আজ সারা রাত ঘুরব।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে এক বার আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, শক্ত হাতে ধরে রাখলেন দেবকান্ত।

গাড়িটা চলে যাবার পরেও ঝিল্লি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ফিরে এসে দেখল, অনসূয়া অবশিষ্ট খাবারগুলো গুছিয়ে ফ্রিজে তুলছেন। সকালের না-পড়া খবরের কাগজের অংশ চোখের সামনে মেলে বসে আছেন সত্যবান। ঝিল্লিও জিনিসপত্র গুছোতে হাত লাগাল। জ্যোৎস্না চলে গেছে, খাবারের টেবিলটা ভাল করে মুছে দিল ঝিল্লি। তারপর সে টিভি-তে মিউজিক চ্যানেল খুলে বসল সামনে।

খানিকবাদে অনসূয়া রান্না ঘরের বাতি নিবিয়ে এসে বললেন, আমি ওপরে যাচ্ছি। ঝিল্লি, তুমি শোবে না ?

ঝিল্লি বলল, একটু পরে। তুমি আজ অনেক খেটেছ, শুয়ে পড়ো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে খোঁপাটা খুলে ফেললেন অনসূয়া। তাঁর গোছা গোছা চুল পিঠ ছাপিয়ে যায়।

একটু পরে সত্যবান বললেন, আওয়াজটা একটু কমিয়ে দিবি ঝিল্লি ?

ঝিল্লি সঙ্গে সঙ্গে টিভি বন্ধ করে দিল।

BanglaBook.org

সত্যবান বললেন, বন্ধ করতে বলিনি।

ঝিল্লি বলল, আর শুনব না। ভাল গান কিছু নেই।

সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, তোদের ওই ডকুমেন্টারিটা তো ভালই হয়েছে, এর পর তোরা কী নিয়ে কাজ করছিস ?

ঝিল্লি বলল, শিশু শ্রমিকদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারির কাজ চলছে। আর একটা ফিচার ফিল্মের কথাও ভাবা হচ্ছে, সেটা টিভি সিরিয়ালও হতে পারে।

—কার গল্প ?

—সে রকম কারুর গল্প থেকে নয়। আমরা কয়েক জন মিলে একটা স্টোরি ফ্রেম করে স্ক্রিপ্ট লিখছি।

—তোরা বুঝি আমার গল্প নিবি না ?

—আমরা কাজ করে যাচ্ছি, একটা বিশেষ থিমের ওপর। যারা শারীরিক পরিশ্রম করে, অথচ উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় না, এই সোসাইটি যাদের শ্রমের মর্যাদা দেয় না, বরং ঠকায়, যেমন ধরো, আমাদের প্রথম ডকুমেন্টারি যৌনকর্মীদের ওপর, তারপর চাইল্ড লেবার, এর পরেরটা হবে, রাজমিস্তিরিদের সঙ্গে জোগানদার থাকে যে-সব মেয়েরা, যারা মাথায় করে ইঁটের বোঝা বয়, তাদের নিয়ে। বাবা, তোমার তো চার-পাঁচটা উপন্যাস সিরিয়াল হয়েছে, আমাদেরও তোমার কাহিনীই নিতে হবে কেন ?

—আরে না, এমনিই মজা করছিলাম। আমার গল্প নিলে শস্তায় পেতি। এমনকী বিনা পয়সাতেও দিতে পারতাম।

—যদি কোনও দিন তোমার গল্প নিই, পুরো টাকা দিয়েই নেব !

—তোর বন্ধুরা বুঝি আমার লেখা পছন্দ করে না ? ওরা কি বাংলা বইটই পড়ে ?

—বাবা, তোমার এত নামটাম হয়েছে, তবু তুমি নিজের সম্পর্কে এতটা আনসিওর ? ওরা পড়ুক বা না পড়ুক, তাতে তোমার কী আসে যায় ?

—তোদের পরিচালক ওই যে বাসু সেন, সে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে, যেন সে আমাকে তোর বাবা হিসেবেই চেনে, আমি যে এক জন লেখক, সেটা জানে না !

—লেখক হিসেবে তোমার সব জায়গায় খাতির পাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে, তাই না ?

—ধুস, খাতির আবার কী ? বাংলার বাইরে গেলে কেউ চেনে না। বাংলার মধ্যেও গ্রামে-গঞ্জের সাধারণ মানুষ কেন চিনবে ? তবে শিক্ষিত বাঙালিরাও যদি লেখার ব্যাপারটা না জানে, তা হলে মনে হয় এতকাল পরিশ্রম করলাম কী জন্য ? আমি জানি, তুই-ও আজকাল আর আমার লেখা পছন্দ করিস না।

—আমি যখন ছোট ছিলাম, অনেক কিছু বোঝার বয়েস হয়নি, তখনও তুমি আমার সঙ্গে তোমার লেখার বিষয়ে আলোচনা করতে। আমার মতামত নিতে। মাঝে মাঝে আমাকে পড়ে শোনাতে। এখন কিছুই বলো না।

BanglaBook.org

—এখন তুই কোথায় কখন থাকিস... হ্যাঁ রে ঝিল্লি, তোরা যে ফিল্ম কম্পানি খুলেছিস, টাকা পাচ্ছিস কোথা থেকে ?

—ভয় নেই, তোমার আগের বউয়ের গয়না আমি একটাও ভাঙিনি !

—ছিঃ, ও রকম কথা আমি ভাবিনি মোটেই। ফিল্মে অনেক ফিনান্স লাগে...

ঝিল্লি উঠে কাছে এগিয়ে এল। সরাসরি সত্যবানের চোখে চোখ রেখে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? বাবুজি যখন চলে গেল, তুমি তার সঙ্গে একটা কথাও বললে না কেন ?

সত্যবান হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, বাবুজি... অরুণ ? কী কথা বলব ? ওর ঠিক মতন জ্ঞান ছিল না—

ঝিল্লি তীব্র স্বরে বলল, তোমার অত দিনের বন্ধু। তুমি তাকে আজ এ বাড়িতে নেমন্তন্ন করেছিলে। বাবুজি একটু বেশি মদ খেয়ে ফেলেছিল। তোমরা সবাই ড্রিঙ্ক করো, এক জন যদি হঠাৎ একদিন বেশি খেয়ে ফেলে, সেটা এমন কিছুই দোষের নয়। বিদায় নেবার সময় তুমি তার সঙ্গে কোনও কথা বলবে না ? গাড়িতে ওঠার সময় তুমি তার হাত ধরতে পারতে !

সত্যবান আমতা আমতা করে বললেন, দেবুই তো অরুণকে ধরে তুলল। আমি আবার কেন শুধু শুধু... দেবুর ধরা আর আমার ধরা তো একই কথা।

ঝিল্লি বলল, মোটেই তা নয়। তুমি অন্য কারণে বাবুজির ওপর রেগে গিয়েছিলে !

সত্যবান তাঁর মেয়ের দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর একটা সিগারেট ধরালেন।

ঝিল্লি আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে সত্যবানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসল। এরপর আর একটাও কথা হল না।

সত্যবান কথা বলতেই চান মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু কথা-সাহিত্যিক হয়েও তিনি কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। নিজের জীবনটা নিয়ে কী করতে চায় ঝিল্লি ? বন্ধুদের সঙ্গে ফিল্ম কম্পানি খুলেছে, নিছক ব্যবসায় বা টাকা উপার্জনের জন্য নয়। আদর্শের জন্য। খুব ভাল কথা। কিন্তু দু তিন বছরের মধ্যেই এই ধরনের কম্পানি উঠে যায়, দলাদলি হয়, টাকাপয়সার টানাটানি পড়ে, ওই টাকাপয়সার জন্যই বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। সত্যবান নিজের অভিজ্ঞতায় এ রকম অনেক দেখেছেন।

ঝিল্লির অনেক বন্ধু, তার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ কে, তা তিনি বুঝতে পারেন না। বন্ধুদের এ বাড়িতে ডাকে না ঝিল্লি। গোলপার্কের ফ্ল্যাটে নাকি মাঝে মাঝে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা হয়। এই ভাবে কত দিন চলবে ?

সিগারেটটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল, সত্যবানের ঢুলুনি এসে যাচ্ছে। তাঁর রাত-জাগা অভ্যেস আছে, সাধারণত তিনি রাত্তির বেলাতেই লেখালেখি করেন, রাত দুটো-তিনটেও বেজে যায়। সেই সব রাতে তিনি এক ফোঁটাও

BanglaBook.org

মদ্য স্পর্শ করেন না। আজ পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও খাওয়াদাওয়া হবে, তাই আজ লিখবেন না ঠিক করে রেখেছিলেন।

—ঝিল্লি, শুতে যাবি না ?

ঝিল্লি মুখ ফিরিয়ে খুব শান্তভাবে বলল, ঘুম পায়নি। তুমি যাও না, বাবা, শুয়ে পড়ো গিয়ে !

—একা একা বসে থাকবি, ঘরে গিয়ে টিভি দেখতে পারিস শুয়ে শুয়ে।

—একটু পরে যাচ্ছি।

—তা হলে আমি যাই ? কাল সকালে সত্যেনবাবু আসবেন... হাই তুলতে তুলতে সত্যবান সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

অনসূয়া রাত পোশাক পরে নিয়েছেন, আগেকার দিনের শেমিজের মতন কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত একটা ঢিলে জামা। মাথার চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম ঘষছেন মুখে। বয়েসের জন্য অনসূয়ার কোমরের খাঁজটি ভরাট হয়ে গেলেও স্তনদুটি বেশ দৃঢ়, মুখেও রেখা পড়েনি।

এ ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটি অনেক বড়, তারই এক পাশে ওয়ার্ডরোব, সত্যবান সেখানে জামাকাপড় ছাড়তে এলেন। পাজামা পাঞ্জাবি খুলে পরে নিলেন ডোরা-কাটা স্লিপিং সুট। আগে শুধু সাধারণ চওড়া পাজামা পরে খালি গায়ে শুতেন। অনসূয়া তিন জোড়া স্লিপিং সুট কিনে দিয়েছেন। গরমের সময় এসি মেশিন চালানো হয়, খালি গায়ে শোওয়া ঠিক নয়।

মুখে চোখে জল দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এলেন সত্যবান। অনসূয়ার এখনও প্রসাধন শেষ হয়নি। তিনি বললেন, দরজা বন্ধ করলে না ?

কোন দরজাটা ? বাথরুমের, না ঘরের ? বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করে তিনি ঘরের দরজাটা টেনে দিলেন। একটু জোরে টানতে হয়। ক্লিক করে শব্দ হয় ইয়েল লকে।

একটু আগে ঘুমে চোখ টেনে আসছিল, এখন সেটা আবার চলে গেছে। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বই পড়া তাঁর অভ্যেস। পাশের টেবিলে টয়েনবির একটি ভ্রমণ কাহিনী আধ খোলা অবস্থায় রয়েছে। কাল ওই বইটা আধপাতাও পড়া হয়নি, কাল স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ রতিক্রিয়া হয়েছিল।

অনসূয়া আবার বাথরুমে চলে গেলেন। সত্যবান তবু বিছানায় না গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মাঝখানে। একটা অস্বস্তি দমন করতে পারছেন না। ঝিল্লি কেন বসবার ঘরে একা একা চুপ করে বসে রইল ? টিভি দেখছে না, বই পড়ছে না। অথচ ওই দুটোই ওর নেশা।

ঝিল্লি নীচে বসে থাকবে, আর তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন ? কিংবা, অনসূয়ার যদি আজও ইচ্ছে হয়...।

দরজাটা খুলে তিনি বাইরে উঁকি মারলেন।

বারান্দার আর এক পাশে ঝিল্লির ঘর। তিনি দেখলেন, সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝিল্লি তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, তার কাঁধে একটা ঝোলা।

BanglaBook.org

সত্যবানও বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এ কী, ঝিল্লি, কোথায় যাচ্ছিস ?

ঝিল্লি বলল, আমি ও বাড়ি চলে যাচ্ছি।

সত্যবান বিস্মিতভাবে বললেন, চলে যাচ্ছিস ? তার মানে ? আমায় কিছু না বলে...

ঝিল্লি থামল না, নামতে নামতেই বলল, তোমায় ডিস্টার্ব করতে চাইনি। আমাকে যেতে হবে।

সত্যবান বললেন, যেতে হবে... এত রাত্রে কোথায় যাবি ?

ঝিল্লি বলল, আমি গোলপার্কে ফিরে যাচ্ছি। কাল সকাল সাতটায় হাওড়ায় শুটিং আছে, মনে ছিল না।

—কাল সকালে... এখান থেকে চলে যাবি...

—ও বাড়ি থেকে স্ক্রিপ্টের খাতা নিতে হবে, একটা স্টিল ক্যামেরাও রয়েছে আমার কাছে।

—তাতে কী হয়েছে ? আমি তোকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় ডেকে দেব ! এত রাতে কেউ যায় নাকি ?

—এখনও বারোটা বাজেনি। বারোটা পর্যন্ত তিন নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে কয়েকটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও অসুবিধে নেই।

—তা বলে তুই একা একা... না, না, পাগলামি করিস না। সকালে যাবার কী অসুবিধে ?

নীচে নেমে, সদর দরজার দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে ঝিল্লি, এ বার সে ঘুরে দাঁড়াল। বেশ জোর দিয়ে বলল, আমার ভাল লাগছে না। এখানে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগছে না !

এইটাই ভয় পান সত্যবান। স্বর উচ্চ গ্রামে তুললে অনসূয়া শুনতে পাবেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এই, অনসূয়া আর ঝিল্লি একটি দিনের জন্যও নিজেদের মধ্যে কোনও রকম বিবাদ করেনি। যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। অথচ, স্ত্রী এবং মেয়ে, দু'জনেরই প্রচুর অভিযোগ আছে সত্যবানের বিরুদ্ধে। এই দুই নারীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি প্রায়ই ব্যক্ত বা অব্যক্ত শরবিদ্ধ হন।

দরজায় ছিটকিনি খুলে ফেলেছে ঝিল্লি, সত্যবান কাছে গিয়ে কাতরভাবে বললেন, অমন করিস না, লক্ষ্মীটি। তুই একা একা ট্যাক্সি করে এ রাতে গেলে আমার দুশ্চিন্তা হবে না ? আমি ঘুমোতে পারব ?

ঝিল্লি নিষ্ঠুরের মতন বলল, ঘুমের ওষুধ খেয়ে নাও।

এই তীক্ষ্ণ তীরটি অগ্রাহ্য করে সত্যবান বললেন, তুই গোলপার্কের ফ্ল্যাটে একা একা থাকিস, সে জন্যও আমার খুব চিন্তা হয়। এখানে এত বড় বাড়ি পড়ে আছে, তোর নিজের ঘর, পুরো বাড়িটাই তুই ব্যবহার করতে পারিস। ওখানে থাকবার দরকার কী ?

BanglaBook.org

ঝিল্লি বলল, না, এ বাড়ি আমার নয়। আমি আর এখানে আসব না।

সত্যবান বললেন, কেন এ কথা বলছিস? কেউ তোকে কিছু... অনু তো তোর সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করে না। আমাদের কি আর কোনও সন্তান আছে? এ বাড়িটা তোর আর তোর দিদির। তোরা দু'জনই তো আমাদের সব!

ঝিল্লি প্রতিটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এ বাড়িটা তৈরি করেছে আমার মা। এখন আমার মায়ের কোনও প্রশংসা করা চলবে না এ বাড়িতে। তার নাম উচ্চারণ করাটাও যেন অপরাধ!

এই অগ্নিবাণে প্রায় ধরাশায়ী হয়ে গেলেন সত্যবান। তবু ঝিল্লিকে বাইরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত দেখে তিনি তার একটা হাত চেপে ধরলেন।

ঝিল্লি বলল, আমাকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা কোরো না বাবা! আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, নিজের ভাল মন্দ আমি বুঝি।

সত্যবান এখন কী করবেন? সবলে আটকাবেন ঝিল্লিকে? সে তো বাচ্চা মেয়ে নয়। ছোটবেলা থেকেই জেদি স্বভাবের, এক বার রাগলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। জোর করতে গেলে যদি ধস্তাধস্তি করে?

বুকটা মুচড়ে মুচড়ে অসহ্য কষ্ট হচ্ছে সত্যবানের। মাথার মধ্যেও যেন রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এত স্নেহের, এত আদরের মেয়ে ছিল ঝিল্লি, সে আজ বাবাকে অস্বীকার করতে চাইছে। আদেশ তো দূরের কথা, অনুরোধও শুনবে না।

সত্যবান নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে অনুনয় করে বললেন, ঝিল্লি, অন্তত আজকের রাতটা থেকে যা। কাল আমরা তিন জনে একসঙ্গে বসে আলোচনা করব!

ঝিল্লি বলল, না।

তারপর সে বাবার হাত ছাড়িয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

সত্যবান কি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরবেন? রাস্তার মধ্যে এত বড় মেয়েকে টানাটানি, প্রতিবেশীরা দেখবে না সেই নাটক? যতই রাত হোক, কেউ না কেউ দেখবেই। আর কালকের মধ্যেই এই কাহিনী ছড়িয়ে যাবে সারা শহরে।

ডোরাকাটা রাত পোশাক পরা, খালি পা, তবু সত্যবান বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। ঝিল্লি প্রায় দৌড়চ্ছে, সত্যবান অনুসরণ করতে লাগলেন তাকে। তিন নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে সত্যি এখনও দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ঝিল্লি একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে ঝট করে ভেতরে বসে পড়ল।

সত্যবান পৌঁছবার আগেই ছেড়ে গেল ট্যাক্সিটা। সত্যবান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঝিল্লির অসহায় বাবা। এখন ফিরে এল তাঁর লেখক সত্তা। তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন, মাঝরাতের শহরের রাস্তা দিয়ে জোরে ছুটে যাচ্ছে ট্যাক্সি, তার মধ্যে বসে আছে এক যুবতী। সে যেন তাঁর মেয়ে নয়, একটি চরিত্র। এই ঘটনা থেকে নির্লিপ্ত

BanglaBook.org

হয়ে গিয়ে তিনি ওই যুবতী চরিত্রটির দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনটা বোঝার চেষ্টা করলেন।

একটু বাদে আবার যখন ফিরলেন, তার সমস্ত শরীর যেন অসাড়, পায়ে জোর নেই। ভেতরে এসে দেখলেন, সিঁড়ির ওপরে পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনসূয়া।

॥ ৬ ॥

—পরদেশি, পরদেশি, ওঠো! আর ঘুমোতে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে! পরদেশি, জেগেছো? চোখে জল দাও!

বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিবেশে রাত কাটাতে হয় বলে দেবকান্ত সঙ্গে একটা ট্রাভেল ক্লক রাখেন, ঘোর অন্ধকারেও সেটা জ্বলজ্বল করে। দেবকান্ত তাকিয়ে দেখলেন, রাত এখন দুটো কুড়ি। বেশ কয়েক বার টেলিফোনের ঝনঝনানিতে তাঁর ঘুম ভেঙেছে।

ঝিল্লির গলার আওয়াজ পেয়ে প্রথমেই তিনি ভাবলেন, ঝিল্লি কোথা থেকে ডাকছে? হোটেলের লবিতে নাকি? তাঁর একটু ভয় করল।

তিনি বললেন, কী ব্যাপার, ঝিল্লি? এত রাতে?

ঝিল্লি বলল, রাত তো কী হয়েছে? মানুষ বুঝি বেশি রাতে ফোন করতে পারে না?

দেবকান্ত বললেন, পারবে না কেন, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলে, মানে বেশি রাতে ফোন এলেই মনে হয়, কারুর কোনও বিপদ হয়েছে!

ঝিল্লি বলল, হ্যাঁ, আমার বিপদ হয়েছে। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, তবু... মাথা দপদপ করছে!

দেবকান্ত সামান্য হেসে বললেন, হ্যাঁ, এটাকেও বিপদ বলা যেতে পারে বটে, কিন্তু এতে তো অন্য কেউ সাহায্য করতে পারবে না। ঘুম না এলেও চুপ করে শুয়ে থাকাই এই অবস্থায় শরীর ঠিক রাখার একমাত্র উপায়।

ঝিল্লি বলল, বিছানাটাকে আমার ঘেন্না করছে। ইচ্ছে করছে, ছুরি দিয়ে তোষক-বালিশ সব ফালাফালা করে দিই!

—তার বদলে তোমার মাথায় আর ঘাড়ে ঠাণ্ডা জল দাও। তোমার বাবাও কি জেগে উঠেছেন নাকি?

—বাবা? ও, না, আমি সল্টলেকে নেই, গোলপার্কে ফিরে এসেছি।

—ফিরে এসেছ, মানে আমাদের পরেই? যদি ফেরার কথা ছিল, আমাদের সঙ্গে এলে না কেন? তোমায় নামিয়ে দিতাম।

—তুমি তো কিছু বলোনি।

—তোমার যে রাত্তির বেলা ফেরার কথা, তা জানব কী করে?

BanglaBook.org

—জানার চেষ্টাও করোনি। ইন ফ্যাক্ট, আজ ও বাড়িতে তুমি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলোনি! খাওয়ার টেবিলে পাথর, করোটি, ফসিল, এই সব আজেবাজে বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করলে। ক্লাস ইলেভেনের ছেলে-মেয়েরাও ও সব জানে!

—হঠাৎ প্রসঙ্গটা উঠল। ঝিল্লি, তুমি নিজে থেকেও তো কিছু বলোনি আজ!

—তুমি বাবুজিকে নিয়ে কোথায় গেলে? বাবুজি তোমার সঙ্গে আরও অনেক জায়গায় ঘুরতে চাইল।

—অরুণের যদি সামর্থ্য থাকত, নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে কয়েক জায়গায় ঘুরতাম। কিন্তু ও গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ল। ওর বাড়ি পৌঁছে দিলাম। সেখানে কিছু ঝামেলা হয়নি।

—পরদেশি, তোমরা বন্ধুরা এক সময় অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে না?

—হ্যাঁ, তা ঠিক। গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটে। অনেক বছর আগে। এখন এ শহরটাও আর সে রকম নেই, আমরাও অনেক বদলে গেছি।

—পায়ে হাঁটতে হবে না। তুমি একটা গাড়ি নিয়ে আমার কাছে চলে এসো। আমরা অনেকক্ষণ গল্প করব।

—সে কী! আমি ঘুমোব না? এখন ঘুমের সময়। গল্প পরে করা যাবে। আরও তো কয়েকটা দিন আছি।

—আমার ঘুম আসছে না, আমি জেগে থাকব, আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোবে, তোমার লজ্জা করবে না? তুমি যদি আসতে না চাও, আমি চলে যাব? হোটেল তো সারা রাত খোলা থাকে, আমি আসতে পারি।

—সে কী! এত রাতে, তুমি কী করে আসবে? না, না...

—গোলপার্কে সারা রাত ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা দিনের বেলা অভদ্র, সব জায়গায় যেতে চায় না, কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করে, হাত দেখালেও থামে না। কিন্তু তারা রাত্তিরে সব জায়গায় যায়। একটু বেশি পয়সা চায়, এই যা। তা ছাড়া, তারা মেয়েদের সঙ্গে কক্ষনও খারাপ ব্যবহার করে না। মেয়েদের কোনও বিপদ হয় না। যাব!

—না, না, প্লিজ না। রাত আড়াইটের সময় তুমি একলা ট্যাক্সিতে আসবে... এটা হয় না!

—তা হলে তুমি এসো... এখন কারুর সঙ্গে কথা বলতে না পারলে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব!

—আমি যাব? তুমি কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারো না?

—তুমি ভয় পাচ্ছ?

—না। ভয়ের ঠিক প্রশ্ন নয়।

—তুমি ঘুম-কাতুরে? একটা রাত জাগতে পারবে না?

BanglaBook.org

—না, তাও নয়। রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে। এই রকম ভাবে যাওয়াটা উচিত কি উচিত নয়, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—উচিত-অনুচিতের কী আছে? তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কী দরকার। আমার ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে গল্প করতে... তুমি এসো, চলে এসো—

দেবকান্ত একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন : এই তো কুহকিনীর ডাক। কিন্তু দেবকান্ত কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, ঝিল্লি তাঁকেই ডাকছে কেন? মাঝরাতে, তার ঘুম আসছে না, কারুর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করছে, এ রকম রুটিন-ভাঙা ইচ্ছে তার হতেই পারে। কিন্তু তার সমবয়েসী কোনও বন্ধুকে কেন ডাকলে না? আর কারুর বাড়িতে টেলিফোন নেই, এটা হতেই পারে না। বাবার সঙ্গে না থেকে ঝিল্লি স্বাধীনভাবে একটা ফ্ল্যাটে থাকে, তার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেছে, তার সে রকম কোনও মরাল স্ক্রুপ্‌ল নেই, কোনও পুরুষ বন্ধুকে ডাকতেই পারে। এ দেশের যুবকরা কি রাত দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোয় না?

তিনি সে কথাটা বলেই ফেললেন। ঝিল্লি, তোমার এখন কারুর সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হচ্ছে, বাট হোয়াই মি? তোমার কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ডাকতে পারো না? সেটাই তো স্বাভাবিক।

ঝিল্লি ধমকের সুরে বলল, সে কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাইনি। তোমাকে ডাকছি, তুমি আসবে কি না বলো! আর যদি ভয় পাও, তা হলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকো।

দেবকান্তর বয়েসী লোকদের কারুর কারুর এই একটা ব্যাপারে দুর্বলতা থাকে। বেশ কম বয়েসী কেউ যদি বলে, আপনি ভয় পাচ্ছেন? কিংবা, আপনি বোধহয় এটা পারবেন না। অমনি ভয় না-পাওয়া কিংবা সামর্থ্যের প্রমাণ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। সিঁড়ি ভাঙতে হয় পাঁচ ছ' তলা, সাঁতরে পুকুরের ও পারে যেতে হয়। রাত জাগতে হয়, ঝাল খেতে হয়। এই রকম আরও কত কী!

দেবকান্ত এখনও মোটামুটি এগুলো পেরেও যান, একটু হাঁপাতে হয়, আর কোনও অসুবিধে নেই। পেশিগুলি এখনও শ্লথ হয়নি। কোন বয়েসে হয়? সবার ক্ষেত্রে বোধহয় এক নয়, অংশেন্দু এরই মধ্যে বুড়ো হয়ে গেছে, নিশীর যৌন-বাসনা নেই। সত্যবান নিজেই বলেছেন, তাঁর খুব বেশি আছে এখনও।

দেবকান্ত বললেন, আমি ভয় পাব কেন, ঝিল্লি! অবাক হয়েছি বলতে পারো। কিন্তু যাব কী করে? এখন কি এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?

ঝিল্লি বলল, অত বড় হোটেল, ওদের নিজস্ব ট্যাক্সি থাকে, গাড়ি থাকে। যখন ইচ্ছে চাইলেই পাওয়া যায়। আমাদের কমপ্লেক্সের গেট বন্ধ থাকবে, দারোয়ানটা পাশেই ঘুমোয়, কিছু বখশিস দিয়ে খুলে দেবে। যদি গণ্ডগোল করে, বলবে, তুমি ডাক্তার। আমাদের বিল্ডিং-এর নীচের দরজাটা খুলে রাখছি। তুমি সোজা উঠে আসবে চারতলায়।

দেবকান্ত বললেন, ঠিক আছে। আমার তৈরি হয়ে নিতে খানিকটা সময়

লাগবে !

ঝিল্লি বলল, কতক্ষণ ? এখন রাস্তা একেবারে ফাঁকা, আসতে তোমার পনেরো মিনিটের বেশি লাগার কথা নয় ।

—গাড়ি ডাকতে যদি দেরি হয় ?

—বড়জোর আধ ঘণ্টা, সব মিলিয়ে ।

—ঠিক আছে... দাঁড়াও, দাঁড়াও

শেষ মুহূর্তে দেবকান্ত মত বদল করে ফেললেন। তিনি খানিকটা কঠোরভাবে বললেন, না ঝিল্লি, আমি ভেবে দেখলাম, তোমার ছেলেমানুষি ইচ্ছের সঙ্গে তাল দেওয়াটা আমাকে মানায় না । তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো । আমি কাল সকাল ন'টা আন্দাজ যাব তোমার কাছে ।

—সকালে আর রাত্তিরে কী তফাত ?

—হ্যাঁ, তফাত আছে । এটা তোমার বোঝা উচিত ।

—কাল সকালে তোমাকে আসতে হবে না । ইউ গো টু হেল !

—কেন রাগ করছ ঝিল্লি ? আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা । এটুকু অপেক্ষা করা যায় না ?

—না ! কাল সকালে না, আর কোনও দিন আসতে হবে না । তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না । কারুর সঙ্গেই আর... আমার কাছে পঞ্চাশটা স্লিপিং পিল আছে, সবগুলো খেলে ঠিক ঘুম আসবে !

—দিস ইজ নট ফেয়ার । দিস ইজ ব্ল্যাক মেইল । তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে যেতে বাধ্য করতে চাও !

—তোমাকে ব্ল্যাক মেইল করতে আমার বয়ে গেছে । আমি সব সময় সত্যি কথা বলি । গত বছর জানুয়ারিতে, দেড় বছর আগে, আমি ছাব্বিশটা ঘুমের বড়ি খেয়েছিলাম, কারুকে ভয় দেখাবার জন্য নয়, এমনিই আমার ইচ্ছে হয়েছিল, তবে ডোজটা কম হয়ে গিয়েছিল, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পাম্প করে বাঁচিয়ে তুলেছিল... আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না, তবে তোমাকে আমি আর সাধতে যাব না !

—আমি না গিয়ে, টেলিফোনেই কথা বলতে পারি না ? কী জরুরি কথা আছে বলছিলে ?

—আমার ভাল লাগছে না, কিচ্ছু ভাল লাগছে না । আমি রেখে দিচ্ছি ।

—দাঁড়াও, ঝিল্লি, প্লিজ, আমি আসছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব... নিজেকে আমি উল্টো বোঝাচ্ছিলাম, আসলে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমারও খুব ভাল লাগবে !

দ্রুত প্যান্ট-শার্ট পরে তৈরি হয়ে নিলেন দেবকান্ত । পার্সটা পকেটে নিয়ে এলেন নীচে । গেটের সামনে গার্ডরা রয়েছে, তাদের বলতেই সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি ডেকে দিল ।

হু হু করে বাতাসের মধ্যে ছুটে চলল ট্যাক্সি । চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট একেবারে

BanglaBook.org

শুনশান। রাস্তার সব আলো জ্বলছে, অথচ জনপ্রাণী নেই। গড়িয়াহাটের মোড় চেনাই যায় না। সব সময় এত নারী-পুরুষের ভিড় আর ঠেসাঠেসি গাড়ি থাকে যে, জায়গাটা চওড়া তা আগে বুঝতে পারেননি দেবকান্ত।

প্রবল বৃষ্টির সময়, আর মাঝ রাত্তিরের পর কলকাতা শহরটাকে সুন্দর মনে হয়। ঝিল্লিই বলেছিল। ঝিল্লির জন্যই এই দুটোই দেখা হল। দেবকান্ত নিজেই বুঝতে পারলেন, তাঁর মনটা কেমন যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। ক্যানাডায় রাত তিনটের সময় গাড়ি চালানো কিছুই নয়। অনেক গাড়ি চলে। দেবকান্ত অনেক বার এই সময় পার্টি থেকে ফিরেছেন। মদ খাওয়ার ব্যাপারে সংযত থাকতে হয় অবশ্য। নইলে ক্যাঁক করে পুলিশে ধরে। জার্মানিতে থাকার সময় সুজান নামের একটি আইরিশ মেয়ে এ রকম মাঝে মাঝে বাড়িতে ডাকত। এত রাতে না হলেও এগারোটা-বারোটায় কয়েক বার ডেকেছে। সে ডাক পেলেই টগবগিয়ে উঠত রক্ত, তক্ষুনি গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করতেন, স্পিড লিমিট ভাঙতে দ্বিধা করতেন না। আজও একটি মেয়ে ডেকেছে, সুজানের চেয়েও রূপসী, তবু দেবকান্ত একটু একটু যে ভয় পাচ্ছেন, এটা সত্যি!

গেট খোলাতে অসুবিধে হল না। দেবকান্ত ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, আপনি কি অপেক্ষা করতে পারবেন? আমার হয়তো এক-দেড় ঘণ্টা দেরি হবে।

ড্রাইভারটি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে থাকুন, আমি আছি। তিরিশ টাকা এক্সট্রা ওয়েটিং চার্জ দিয়ে দেবেন।

অবহেলার সঙ্গে দেবকান্তর মনে এলই যে, একটামাত্র ডলার!

ওপরে উঠে যাতে হাঁপাতে না হয়, তাই দেবকান্ত আস্তে আস্তে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ঝিল্লি তাঁর পায়ের আওয়াজ পেয়ে গেছে, দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। ল্যান্ডিং অন্ধকার, আলো জ্বলছে ঝিল্লির পেছনে, তার ফ্ল্যাটের মধ্যে, তাই দেখা যাচ্ছে তার সিলুয়েট মূর্তি। স্বপ্ন, নাকি মায়া?

দেবকান্ত মনে মনে বললেন, স্বপ্নং নু মায়া নু মতিভ্রমং নু কপ্তং ফলমেব পুণ্যৈঃ!

কাছে আসতেই ঝিল্লি তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যদি সুজান কিংবা মেরিলিয়া কিংবা কোনও বন্ধুপত্নীও হত। তা হলে এই সময় দেবকান্ত এক হাত দিয়ে তাকে আরও জড়িয়ে, অন্য হাতে তার থুতনি ধরে তুলে অধরে চুম্বন করতেন। প্রথম চুম্বনটি যেন অনন্তকাল ধরে চলে।

এখন দেবকান্ত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীর স্বরে বললেন, কী হয়েছে তোমার ঝিল্লি? মন খারাপ?

ঝিল্লির দু'চোখে টলটল করছে অশ্রু।

দেবকান্ত সন্ধেবেলা সল্টলেকে যখন ঝিল্লিকে দেখেছিলেন, তখন তার পরনে ছিল পুরুষালি পোশাক, জিন্‌স আর ঢোলা হাফ-হাতা জামা। এখন সে

BanglaBook.org

শাড়ি পরেছে, খুন খারাবি রঙের, ব্লাউজও সেই রং। ঠোঁট টকটকে লাল, তাকে দেখাচ্ছে চঞ্চল আগুনের মতন।

আঁচলে চোখের জল মুছে, মেঘ ভাঙা বিদ্যুতের মতন একটু হেসে ঝিল্লি বলল, তুমি এসেছ, এখন আর একটুও মন খারাপ নেই।

দেবকান্তর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বলল, শেষপর্যন্ত কেন এলে ? যদি মরে যাই, আমাকে বাঁচাতে ?

দেবকান্ত বললেন, দেখি স্লিপিং পিলগুলো।

ঝিল্লি বলল, তুমি ভেবেছ, আমি মিথ্যে কথা বলেছি ? জুলেখা ব্যানার্জি কক্ষনও আজে বাজে মিথ্যে কথা বলে না।

দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা র‍্যাক, তাতে নানা আকারের শিশি ও কৌটো। তার থেকে একটা শিশি এনে সে দিল দেবকান্তর হাতে।

দেবকান্ত সেটা খুলে ট্যাবলেটগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন, একসঙ্গে এতগুলো বুঝি দেয় এ দেশে ?

ঝিল্লি বলল, দু'টো-চারটে করে করে জোগাড় করতে হয়। আমি জমাই।

দেবকান্ত চারটে ট্যাবলেট বার করে তাকে রেখে, শিশিটা পকেটে ভরে নিলেন।

ঝিল্লি ভুরু নাচিয়ে বলল, আবার জোগাড় হয়ে যাবে।

দেবকান্ত বললেন, আমি ফিরে যাবার পর।

ঝিল্লি বলল, তোমাকে যদি এখান থেকে আর ফিরতে না দেওয়া হয় ?

দেবকান্ত হাসলেন। খানিকটা করুণভাবে। তারপর বললেন, দেশ একসময় আমাকে প্রায় জোর করেই তাড়িয়ে দিয়েছিল। এবারেও এসে দেখছি, দেশে আমার জায়গা নেই।

খুব আস্তে কথা বললেও মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে শোনা যাবে, সব দিক এমনই নিস্তব্ধ। কলকাতার এই স্তব্ধতা সম্পর্কেও দেবকান্তর অভিজ্ঞতা হয়নি এ বার। ঝিল্লি এখনও তাঁকে বসতে বলেনি। বসবার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, মাত্র দু'হাত দূরে ঝিল্লি। তার শরীরের লাল রঙের উত্তাপ লাগছে দেবকান্তর গায়ে।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এখন মদ খেতে চাও ? আমার কাছে খানিকটা ব্র্যান্ডি আছে শুধু।

দু'দিকে মাথা নেড়ে দেবকান্ত বললেন, না, খাব না।

ঝিল্লি আবার জিজ্ঞেস করল, চা কিংবা কফি ? করে দিতে পারি।

দেবকান্ত বললেন, না। এক্ষুনি দরকার নেই। অবশ্য তুমি যদি চাও—

ঝিল্লি বলল, আমিও চাই না। এসো, আমরা একটা খেলা খেলি। সত্যি কথা বলার খেলা। আমরা দু'জনে দু'জনকে যা মনে আসে প্রশ্ন করব। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। ভয় কিংবা ভদ্রতা। রাজি ?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আপত্তি নেই। কিন্তু দু'জনেই সত্যি কথা বলছি কি

BanglaBook.org

না বোঝা যাবে কী করে ?

ঝিল্লি বলল, দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে থাকব, তাতেই বোঝা যাবে ! মিথ্যে কথা শুনলে আমি একটা খারাপ গন্ধ পাই। যদি আমরা কেউ মুখ ফসকে একটা মিথ্যে কথা বলেও ফেলি, নিজেরাই সেটা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করব। সেটাই এ খেলাটার মজা। তোমাকে প্রথম সুযোগ দিচ্ছি, তুমি একটা প্রশ্ন করো।

একটু ভেবে নিয়ে দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সল্টলেকের বাড়ি থেকে আমি অরুণকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি পৌনে এগারোটায়। তারপরে...অত রাত করে তুমি ও বাড়ি থেকে চলে এলে কেন ?

ঝিল্লি বলল, সত্য জিনিসটা এমনই যে অনেক সময় খাঁটি সত্যি কথাটাই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। একেবারে, সত্যি কথা বললেও মানুষের মনে হয়, যাঃ মিথ্যে কথা ! তোমারও সে রকম মনে হতে পারে। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ছাদে যাবে ? এ বাড়ির ছাদটা ভারী চমৎকার। দরজায় তালা দেওয়া থাকে, একটা চাবি আছে আমার কাছে। এসো—

নিজের ফ্ল্যাটের আলো নেভাল না, হ্যান্ড ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল ঝিল্লি। আর একতলা ওপরেই ছাদ। তালা খুলে ছাদে পা দেবার পরই আরও ভাল লাগার অনুভূতি হল। মাঝরাতে বেশ জোর কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও আকাশে এখনও মেঘ আছে। তবে পুরো আকাশটা মেঘে ঢাকা নয়, মেঘও কোথাও গভীর, কোথাও পাতলা, ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছে জ্যোৎস্না, তাতে মেঘের নানা রং টের পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে রীতিমতন শীত শীত ভাব। দিনের বেলায় দাবদাহের পর এখনকার এমন নরম বাতাস যেন অলীক মনে হয়।

ছাদটা বিশাল, প্রায় একটি ফুটবল গ্রাউন্ডের মতন। এক দিকে কিছু মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং উঠেছে বটে, বাকি তিন দিক এখনও ফাঁকা, দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায়। সমস্ত বায়ুমণ্ডলে যেন একটা মৃদু সৌরভও ছড়িয়ে আছে। মানুষরা সবাই ঘুমন্ত, সেই সঙ্গে ধুলো, ধোঁয়া, পরিবেশ-দূষণও ঘুমিয়ে আছে।

কোমর সমান পাঁচিল দিয়ে ছাদটা ঘেরা। এক ধারে এসে দাঁড়িয়ে ঝিল্লি বলল, তোমার জন্য !

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, কী আমার জন্য ?

ঝিল্লি বলল, এই যে জিজ্ঞেস করলে, কেন সল্টলেক থেকে রাত্তিরে চলে এলাম ? কয়েকটা কারণ থাকতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণটা তোমার জন্য।

—সে কী ! আমাকে নিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

—ঝগড়া যাকে বলে, তা হয়নি। ঝগড়া তো দু'জনে মিলে হয়। বাবা তো কিছু বলেনি। আমিই রেগে গিয়েছিলাম। তোমার নাম তাতে এক বারও ওঠেনি। কোনও কারণে ও বাড়িতে থাকতে আমার অসহ্য লাগছিল। তাও হয়তো থাকতাম, কিন্তু চুপ করে বসে থাকতে থাকতে যখন তোমার কথা মনে

BanglaBook.org

পড়ল, তখনই ঠিক করলাম, এখানে চলে আসব।

—তুমি তখনই ঠিক করেছিলে, আমাকে এখানে ডাকবে ?

—না, তখন ভাবিনি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। কোনও মানুষকেই আমার সহজে ভাল লাগে না। কারুকে এক বার ভাল লাগলেও পরে কয়েকদিন মেলামেশায় সেই ভাল লাগাটা নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সঙ্গে দু'দিন কথা বলে, তোমাকে ভাল লেগেছিল কি না বলতে পারব না, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ডেফিনিটলি ভাল লেগেছে। তোমাকে, এই দেবকান্ত দত্ত নামে মানুষটিকে সত্যিকারের ভাল লাগল আজ রাত্তিরে, সল্টলেকের বাড়িতে।

—সেখানে আমি কী করেছি ? তুমিই তো ফোনে অনুযোগ করছিলে যে আজ আমি তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলিনি !

—তা বলোনি। কিন্তু কখন ওই অনুভূতিটা হল জানো ? বাবুজি যখন মাতাল হয়ে সামলাতে না পেরে বাথরুমে গিয়ে বমি করছিল, তুমি নিজের হাতে ওর বমি মুছিয়ে দিচ্ছিলে, মুখ ধুয়ে দিলে, তোমার একটুও বিকার ছিল না, তা দেখে আমার মনে হল, যারা যুদ্ধে দারুণ বীরত্ব দেখায়, যারা একা নৌকোয় সমুদ্র পাড়ি দেয়, যারা মৃত্যুভয় জয় করে মহাশূন্যে ঝাঁপ দেয়, তুমিও সেই সব বীরপুরুষদের মতন এক জন। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তখন তোমাকে। তুমি তখন খাঁটি মানুষ হয়ে উঠেছিলে।

—বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলছ, ঝিল্লি !

—আমি ঠিক ঠিক অনুভূতির কথা বলছি। আমার বাবা তো একটুও সাহায্য করতে এল না।

—তোমার বাবা অরুণের ওপরে আজ বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে।

—বার বার আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করছিল বলে ?

—অত বার না বললেও হত। বিশেষত রান্নার প্রসঙ্গে...

—এটাকে তুমি যুক্তিসঙ্গত বলছ ? ওই বাড়িটা আমার মায়ের তৈরি, ওখানে আমার মায়ের নাম ক'বার উচ্চারণ করা যাবে, তার হিসেব কষতে হবে ? তার প্রশংসা করা চলবে না। বাড়িটা তৈরি হবার সময় মা প্রত্যেক দিন এসে দাঁড়িয়ে থাকত, রোদ্দুরে, বৃষ্টির মধ্যে, রান্নাঘরটা পছন্দ হয়নি। মা আবার পুরোটা ভেঙে নতুন করে, ওই যে বসবার ঘর থেকে ওঠবার সিঁড়ি, মা নিজে আর্কিটেক্টের সঙ্গে তর্ক করে বানিয়েছে, সবাই এখন প্রশংসা করে। সেই বাড়িতে মা এখন নন-এনটিটি ? এর নাম যুক্তি ?

দেবকান্ত চুপ করে গেলেন। অনেক বিষয়, অনেক ঘটনাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হয়, ক্যুরোসওয়া তাঁর 'রসোমন' ছবিতে যেমন দেখিয়েছেন। সল্টলেকের ওই বাড়িটা সম্পর্কে ঝিল্লি আর তার বাবা আর অনসূয়ার আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ আছে, কোনওটাই হয়তো ভুল নয়। ক্বচিৎ এই সব দৃষ্টিকোণ একসঙ্গে মেলে। যেখানে মেলে না, সেখানে বড় বড় ফাটল

BanglaBook.org

তৈরি হয়।

একটু আগে রাগ ফুটে উঠেছিল ঝিল্লির স্বরে, এ বার সে খানিকটা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, একটা দরজা বন্ধ হলে ক্লিক করে শব্দ হয়। এক একদিন সেই শব্দটা শুনলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। জানি, এর কোনও যুক্তি নেই, খানিকটা আমার পাগলামি, তবু এ রকম হয়। আমি ছটফট করছিলাম, তখন কেন যেন আবার তোমার কথা মনে পড়ল। তুমি কত যত্ন করে বাবুজিকে গাড়িতে তুলে নিলে। তোমার কথা মনে পড়তেই রাগটা কমে যাচ্ছিল। তাই এ বাড়ি চলে এলাম। এসেই কিন্তু তোমাকে ফোন করিনি। এত রাতে বিরক্ত করা উচিত নয়, এ রকমও ভেবেছি। কিন্তু এমন একটা ছটফটানি, কিছুতেই শুতে ইচ্ছে করছিল না, এক এক বার মনে হচ্ছিল, খুব মনে হচ্ছিল, সব কটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলি। যাক, সব চুকে বুকে। কিন্তু মানুষ তো বাঁচতেও চায়। আমিই বা কেন চাইব না? তখন ভাবলাম, তুমি এলে, তোমার সঙ্গে গল্প করলে হয়তো বাঁচতে ইচ্ছে করবে!

ঝিল্লির পিঠে হাত রাখতে গিয়েও হাতটা সরিয়ে নিয়ে দেবকান্ত বললেন, ঝিল্লি, ভাগ্যিস ডেকেছিলে। আমারই লাভ হল বেশি। গভীর রাতের কলকাতা দেখা হল, তারপর, বিশ্বাস করো, তোমার পাশে এই যে দাঁড়িয়ে আছি, আমার দারুণ ভাল লাগছে। না এলে চরম ভুল হত।

ঝিল্লি বলল, এবার আমি প্রশ্ন করি?

—করো।

—তুমি আমার মা-কে ভালোবাসতে?

—অ্যাঁ? হ্যাঁ, ভালবাসতাম তো বটেই। তবে, ভালবাসা বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায়, মানে প্রেম, সে রকম কিছু ছিল না। আমরা বন্ধু ছিলাম।

—বিয়ের আগে থেকেই তো তুমি মাকে চিনতে!

—আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সে ছিল মধ্যমণি। দারুণ মনের জোর ছিল সুজাতার, অথচ তার সারল্যও ছিল দেখবার মতন। রবীন্দ্রনাথ যে কমল হিরের কথা লিখেছেন সেই রকম দীপ্তিময় অথচ স্বচ্ছ।

—আমার মায়ের বেশি প্রশংসা করে আমাকে খুশি করার দরকার নেই। আমার মাকে তুমি বিয়ে করতে চাওনি কেন? পুরুষ হিসেবে তোমার যোগ্যতা তো কম ছিল না!

—তুমি জানো না, সে সময় আমিই ছিলাম সবচেয়ে অযোগ্য। বিয়ের কথা, মানে, কোনও মেয়ের সঙ্গেই জীবনটা জড়িয়ে ফেলার কথা মনেও স্থান দিইনি। এম এসসি পাশ করে ফা ফা করে ঘুরে বেড়াতাম, কোনও চাকরি পাইনি ভদ্রগোছের। একটা শুধু অফার পেয়েছিলাম, পুরুলিয়ার একটা কলেজে, তাও লেকচারার নয়, কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটারের পোস্ট। কলকাতা ছেড়ে ওই ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে যাব ডেমনস্ট্রেটারের চাকরি করতে? তা হলে

BanglaBook.org

আরও দূরে গিয়ে কারখানার মজুরগিরি করব না কেন ? তাই গেলাম। ক্যানাডা সে বছর দরজা খুলে দিয়েছিল। হাতছানি দিয়ে ডাকছিল ইমিগ্রান্টদের। তখন এমনিই ইন্ডিয়ানদের ভিসা লাগত না। আমার সব জিনিসপত্র বেচে টেচে, আমার একটা মটোরসাইকেল ছিল, আর কিছু ধারধোর করে ভাড়ার টাকাটা কোনওক্রমে জুটিয়ে সাগর পাড়ি দিলাম। প্রথম দিকে কারখানার মজুরগিরিই করেছি।

—আমার মায়ের সঙ্গে কখনও শুয়েছো তুমি ?

—হোয়াট ? এ কী বলছ ? ছি ছি

—ইংরিজি করে বললে আরও স্পষ্ট হয়। ডিড ইউ স্লিপ উইথ মাই মাদার ?

—দিস ইজ প্রিপসটরাস ! ঝিল্লি, এ রকম কথা আমি শুনতে রাজি নই।

—ট্রুথ, মাই ডিয়ার পরদেশি, ট্রুথ ! আমরা সেই খেলা খেলছি ! তুমি এত আঁতকে উঠলে কেন ? বিয়ে না করলেও কোনও ছেলে আর মেয়ের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব থাকে, ততটা প্রেম হবারও দরকার নেই, তবু কি তারা কখনও শারীরিক উপভোগ করতে পারে না ? এখন তো এটা প্রায়ই হয়। নো বিগ ডিল। এমন কিছু ব্যাপার নয় !

—অ্যাবসার্ড ! আমাদের সময়...

—তোমাদের সময় বিয়ে ছাড়াও কোনও ছেলে মেয়ে একসঙ্গে শুত না, কিংবা কেউ পরের স্ত্রী বা পরের স্বামীর সঙ্গে প্রেম করত না, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না। তোমাদের জেনারেশানটা এমন কিছু পবিত্র তুলসীপাতা ছিল না।

—সে কথা বলছি না। তবু, নিজের মায়ের সম্পর্কে এ ধরনের প্রশ্ন, আমি তোমার কাছে আশা করিনি !

—কেন ? আমার মা অল্প বয়েসে যদি নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে প্রেম করে থাকতেন, তাতে মা সম্পর্কে আমার ভালবাসা বা শ্রদ্ধা একটুও কমত না। বরং সেটা আমার জানা দরকার। এই যে সেদিন মহাভারতের কুন্তীর কথা শুনলাম। বিভিন্ন পুরুষকে ডেকে ডেকে সন্তান উৎপাদন করিয়েছেন, তিন জন পুরুষের সঙ্গে মিলনটাকে জাস্টিফাই করেছেন, এবং এ সব কথা গোপনও ছিল না। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এরাও সবই জানত। তা বলে কি তারা মাকে কখনও অশ্রদ্ধা করেছে ?

—পুরুষ নয়, বলা হয়েছে দেবতা। ও সব দেবতাদের লীলা খেলা ! ইমাকুলেট কনসেপশান বলেও চালানো হয়েছে। তা ছাড়া, ঝিল্লি, ইতিহাস, শাস্ত্র, পুরাণ থেকে তুলনা টেনে এনে একালের জীবনযাত্রার সাফাই গাওয়া যায় না। তা হলে তো অনেক কিছুই মানতে হয়। ও সব শাস্ত্র-পুরাণ-টুরান গুলোকে রূপকথার গল্পের মতন ধরে নেওয়াই ভাল।

—তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ, আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি। এ খেলায়

BanglaBook.org

উপদেশ দেবার নিয়ম নেই।

—নো! এমফ্যাটিক্যালি নো! সুজাতা সম্পর্কে ও রকম কিছু কখনও আমার মনেও আসেনি। সুন্দর বন্ধুত্ব ছিল। সত্যবানের সঙ্গে সুজাতার বিয়ে যখন পাকা হয়ে যায়, তখন আমরা সবাই খুব হইহই করেছিলাম। আমি তোমার মায়ের দু'গালে বিলিতি কায়দায় ঠোনা দিয়েছিলাম। ব্যাস, ওই পর্যন্ত। এ ছাড়া সুজাতাকে আমি কখনও অন্যভাবে স্পর্শ করিনি! আশা করি, তুমি বিশ্বাস করবে?

—নিশ্চয়ই। তোমার কথায় তো খারাপ গন্ধ পাইনি। বিশেষ করে তোমার সম্পর্কে এটা জানা আমার খুব দরকার ছিল।

—কেন, জানা দরকার, মানে এই অদ্ভুত প্রশ্নটা তোমার মাথায় এল কেন?

—যদি আমার মায়ের সঙ্গে তোমার সত্যিই সে রকম কিছু ঘটে থাকত, আমি তবু মাকে আগের মতনই ভালবাসতাম...তোমাকেও ঘৃণা করতাম না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মেলামেশা...আর বেশি দূর এগোতে দিতে চাইতাম না...আমি আর কখনও...মানে, বাবার সব বন্ধুদের সঙ্গে তো আমি সময় কাটাই না।

—আমাদের মধ্যে তোমার বাবাই প্রথম বিয়ে করেন, তোমার মা ছিলেন আমাদের সকলের বন্ধু... সে রকম সম্পর্ক ওই বয়সেই হয়।

—মা সবাইকে আপন করে নিতে পারত।

—সুজাতা খুব সুন্দর গান গাইত। ঝিল্লি, তুমি গান জানো না?

—না, দুঃখের বিষয় আমার গলায় সুর নেই। একটু আধটু পিয়ানো বাজাতে পারি। তুমি গান জানো? গাও না একটা।

—আমি গানও গাইতে পারি না, পিয়ানো বাজাতেও পারি না। এক সময় তবলায় ঠেকা দিতে পারতাম।

—এ সময় একটা গান হলে বেশ সিনেমা সিনেমা হত, তাই না?

—এ বারে কলকাতায় এসে একদিনও গান শোনা হয়নি।

—আমার এক বান্ধবী, মৌসুমী, খুব ভাল গায়। একদিন তাকে ডেকে তোমায় গান শোনাব। এসো একটু হাঁটি।

ঝিল্লি হাতটা বাড়িয়ে দিল, দেবকান্ত সেটা ধরলেন না, সরে গেলেন। হাত ধরাধরি করে অন্ধকারে হাঁটে প্রেমিক-প্রেমিকারা।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝিল্লি। তারপর জিজ্ঞেস করল, প্রশ্ন ফুরিয়ে গেছে?

দেবকান্ত বললেন, এক্ষুনি আর কিছু মনে পড়ছে না।

ঝিল্লি বলল, এরপর থেকে এ খেলাটা চলতেই থাকবে। যখন, যত বার দেখা হবে। এখন একটা অন্য খেলা হোক। তুমি ছুটতে পারো? আমি যে দিকে দৌড়ব, তুমিও সে দিকে দৌড়বে। দেখো, আমায় ধরতে পারো কি না। যদি তিন পাকের মধ্যে ধরতে পারো, তা হলে বুঝব, সত্যিই তোমার জোর আছে। তখন তোমাকে কিছু দেব। বাচ্চা বয়েসে এটা খুব খেলতাম।

BanglaBook.org

ঝিল্লি আগেই দৌড়ে চলে গেল ছাদের উল্টোদিকে।

দেবকান্ত ভাবলেন, তিন পাকও লাগবে না, লম্বা লম্বা পায়ে দৌড়ে তিনি দু'পাকের মধ্যেই ঝিল্লিকে ধরে ফেলতে পারেন। বেশিক্ষণ দৌড়লে তিনি হাঁপিয়ে যান, অল্প পাল্লার দৌড়ে তাঁর গতি তীব্র। কিন্তু ধরে ফেলার পর কী হবে? প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষরা এই খেলা খেললে পর পর কয়েকটা ধাপ থাকে। নারীটি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে, পুরুষটি তাকে জড়িয়ে ধরবে বুকে। বুকের ওপরে একটা পাখির মতন ছটফট করবে নারী, পুরুষটি আঙুল দিয়ে তার থুতনি তুলে...।

কিন্তু দেবকান্ত এখানে পুরুষ অর্থে পুরুষ নন, ঝিল্লিও সেই অর্থে নারী নয়, সে সত্যবানের মেয়ে।

দু'বছর বয়েসে যাকে কোলে তুলে আদর করেছিলেন, সেই মেয়েকে কি এখন আর এক বার ওইভাবে আদর করা যায় না?

মধ্য সমুদ্রে তিনি মাছের উত্থিত বিশাল মাথার মতন এই ইচ্ছেটা দেবকান্তর বুক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল, দেবকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে আবার অতল গভীরে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

ছুটতে শুরু করে দেবকান্ত আবার ভাবলেন, এই নির্জন নিশীথে তাঁর বদলে যদি অন্য কোনও পুরুষ থাকত, তা হলে সেই পুরুষ এখানে আরও কত রকম খেলায় মেতে উঠত! কিংবা, এখানে তিনি আছেন, ঝিল্লির বদলে অন্য একজন রমণী, যে খেলতে চায়...। না, সেটা ঠিক কল্পনা করা যাচ্ছে না। ঝিল্লির উপস্থিতি এমনই প্রবল যে তার দিকে তাকালে আর অন্য কোনও মেয়ের কথা মনে পড়ে না।

পৌনে দু'পাকের মধ্যেই দেবকান্ত ঝিল্লির একেবারে পাশাপাশি চলে এলেন। ওকে তিনি স্পর্শ করলেন না, আরও এগিয়ে গেলেন।

ঠিক তক্ষুনি একটা কাক ডাকল!

অন্ধকার যে তরল হয়ে এসেছে, তা তিনি খেয়াল করেননি। রাত শেষ হয়ে গেল! একটা কাকের ডাকে সাড়া দিল অন্য একটা কাক। সূর্য দেখা যাচ্ছে না, পূর্ব দিগন্ত রক্তিম হয়নি, কিন্তু ছানার জলের মতন পাতলা নীলচে আলো ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে।

দেবকান্ত দাঁড়িয়ে পড়লেন। দিনের আলোয় বাচ্চাদের মতন ছুটোছুটি মানায় না। তাঁর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। তিনি পেরেছেন। একটা কঠিন পরীক্ষা, নিজেই পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষক, তিনি পাশ করেছেন। না-পারার সম্ভাবনা ও মুহূর্ত ছিল অনেক, তবু তিনি বিচলিত হননি শেষপর্যন্ত।

আবছা অন্ধকারে রহস্যময়ী মূর্তি হয়ে ছিল ঝিল্লি। এখন তার মুখ ও শরীরের রেখা দৃশ্যমান। কী সারল্যমাখা মুখখানি ওর। চোখ দুটিতে টানা টানা বিস্ময়। এই প্রত্যুষের স্নিগ্ধ আলো মেখে সে আরও সুন্দর হয়েছে।

সম্ভোগ না করেও, এই সুন্দরকে শুধু চোখে দেখেও অনির্বচনীয় আনন্দ

BanglaBook.org

পাওয়া যায় তা হলে ? এর মধ্যে মানবিক সম্পর্কের কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

॥ ৭ ॥

লেখার টেবিল থেকে উঠে পড়লেন সত্যবান। সিগারেট কম খাবেন বলে কাছে রাখেননি, প্যাকেটটা রয়েছে বসবার ঘরে। লেখায় মন বসছে না, কেন যে অন্যমনস্কতা আসছে, সেটাও ধরতে পারছেন না তিনি। যেমন, একটু আগে হঠাৎ একটা কোকিলের ডাক শুনতে পেলেন। সল্টলেকেও কোকিল আছে ? এখন এই উপনগরীতে গাছপালা প্রচুর, কোকিল তো আসতেই পারে। তবু লিখতে লিখতে সেই ডাক শুনে সত্যবান ভাবলেন, বর্ষাকালে কোকিল ডাকছে কেন ?

এটা অবান্তর চিন্তা। বর্ষাকালেও যে কোকিল ডাকে, তা কি সত্যবান জানেন না ? কোকিল শুধু বসন্তকালেই ডাকে, এটা একটা গুজব, কবি-কল্পনা। বর্ষাকালে সত্যবান কোকিলের ডাক অনেক বার শুনেছেন। তবুও যে ওই নিয়ে চিন্তা করলেন, তার মানে হল, তিনি লেখার মধ্যে ডুবে যাননি।

বসবার ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালেন। জ্যোৎস্নাকে রান্না ঘরের দিকে যেতে দেখে তিনি বললেন, এক কাপ চা করে দাও তো, দুধ-চিনি দিয়ো না।

পরমুহূর্তে তাঁর আফসোস হল। চা খাওয়ার যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন আগে সিগারেট ধরালেন কেন ? চা খেলেই তো আর একটা সিগারেট টানা বাধ্যতামূলক। পরপর দুটো সিগারেট হয়ে যাবে। তা হলে কি চা করতে বারণ করে দেবেন ?

এইসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে যখন মনের মধ্যে দ্বিধা চলতে থাকে, তখন যে কোনও নির্মাণের কাজেই বাধা পড়ে।

অনসূয়া বেরিয়ে গেছেন একটু আগে। ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবে। এখন থেকে প্রায় সাত ঘণ্টা তিনি একলা থাকবেন। এর মধ্যে বাইরের কেউ এলেও তিনি দেখা করেন না। বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় যান প্রকাশকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে।

একটা উপন্যাস শুরু করেছেন অনেক দিন, কিছুতেই এগুতে চাইছে না।

কোকিল কোন গাছে বসে ? এ বাড়ির সামনের রাস্তায় সপ্তপর্ণী গাছই বেশি, কিছু আছে কৃষ্ণচূড়া, ফলের গাছ কিছু নেই।

জ্যোৎস্না চা দিয়ে গেল, সত্যবান তাতে এক বার মাত্র চুমুক দিলেন। তারপর ভুলে গেলেন চায়ের কথা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন ওপরে। কেন উঠছেন ? জানেন না। কিছু আনবার জন্য। লেখার সময় কাগজ-কলম ছাড়া আর কী লাগে ? সিগারেটও নীচে রয়েছে।

BanglaBook.org

নিজেদের ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, কেন এলাম ? মনে পড়ল না।

সত্যবানের অবস্থা এখন ঘুমন্ত পদচারীর মতন। সে ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি ঝিল্লির ঘরে এসে বসে পড়লেন ড্রেসিং টেবিলের সামনের টুলে।

দোতলায় চারখানা ঘর। সবচেয়ে বড় ঘরটি স্বামী-স্ত্রীর। বারান্দার দু'পাশের দুটি ঘর দুই মেয়ের। বড় মেয়ে বছরে এক বার আসে, তার নিজস্ব ঘরটি তালাবন্ধ থাকে। আর একটা ঘর ফাঁকা, সেখানে এখন রাজ্যের জিনিস জমা করা হচ্ছে।

ঝিল্লির ঘরটি ঠিক তার স্বভাবের মতোই। কোনও কিছুই পরিপাটিভাবে রাখা নেই। টেবিলের ওপর ক্যাসেট প্লেয়ারের পাশে দশ-বারোটি ক্যাসেট খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। অনসূয়া প্রত্যেকটি ক্যাসেট শোনার পর খাপে বন্ধ করে রেখে দেন।

বিছানার ওপর একটা নীল ব্রা, নীল ব্লাউজ, চুলের কাঁটা। খাটের নীচে তিন জোড়া চটি। দেওয়ালের আয়নায় কয়েকটা টিপ লাগানো। আয়নার এক পাশে অগুস্ত রনোয়া'র একটি ছবির প্রিন্ট বাঁধানো, আর এক পাশে মাতিস্।

সত্যবান এ ঘরে অনেক দিন পর এলেন। ছবি দুটো আগে ছিল না। ঝিল্লি দেওয়ালের ছবি মাঝে মাঝে বদলে দেয়।

মেয়েটা বলেছে, আর এ বাড়িতে কোনও দিন আসবে না। রাগের কথা। একটা সুবিধে এই, ওর রাগ বেশিদিন থাকে না। সত্যবান জানেন, বাবার ওপর যতই রাগ করুক বা ঝগড়া করুক ঝিল্লি, তবু বাবাকে না দেখে ও সপ্তাহখানেকের বেশি থাকতে পারে না। অন্তত বাবার সঙ্গে রাগারাগি করার জন্যও ও ফিরে আসবে।

বড় মেয়ে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল, বিয়ের পর সে থাকে বাঙ্গালোরে। অনেক দিন থেকেই সে দূরে দূরে। ঝিল্লি কলকাতা ছেড়ে কোথাও যায়নি। চোখের সামনে সে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠল, বড় হবার পর অনেক ব্যাপারে ঝিল্লির পরামর্শ নিয়েছেন সত্যবান। মেয়েটা বড় বেশি আবেগতাড়িত, অথচ বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ।

কোকিলদের সন্তান পালনের দায় নেই, তাই তারা বাসা বাঁধে না। এক একদিন এক এক গাছে ঘুমোয় ? কোকিলের চিন্তাটা কিছুতে আসছে না মাথা থেকে।

ড্রেসিং টেবিলের অত বড় আয়না থাকতেও এ ঘরের দেওয়ালে আর একটা আয়না কেন ? এ আয়নাটা শস্তা ধরনের।

সত্যবানের মনে পড়ে গেল। ভবানীপুরের দু'খানা ঘরের ভাড়া বাড়িতে যখন থাকতেন, তখন ড্রেসিং টেবিল ছিল না। রোজগার ছিল কম, তাও অনিশ্চিত। দু'খানা মোটে উপন্যাস, একটা গল্পের বই সবে বেরিয়েছে, বিক্রি

BanglaBook.org

হত না বেশি, খবরের কাগজের লেখার ওপর নির্ভর করতে হত। এই আয়নাটা ছিল সুজাতার।

সত্যবান এদিক ওদিক তাকিয়ে সুজাতার একটা ছবি খুঁজলেন। ঝিল্লি তার মায়ের ছবি রাখেনি কেন? এ ঘরে অনায়াসেই রাখা যেত। সুজাতা চলে যাবার পর তাঁর একটা ফটোগ্রাফ ব্লো আপ করে বাঁধানো হয়েছিল, সেটা বড় মেয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। সত্যবানের শয়ন কক্ষে সুজাতার কোনও ছবি নেই, দ্বিতীয় বার বিয়ে করলে তার চোখের সামনে মৃত স্ত্রীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা কোনওক্রমেই ঠিক নয়। অনসূয়া সব জেনেশুনে বিয়ে করেছে, সুজাতার স্মৃতির প্রতি সে কখনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, তা বলে ছবির সুজাতা সর্বক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, এটা অনসূয়ার প্রতি একটা মানসিক অত্যাচার নয়?

আয়নাটার সামনে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন সত্যবান। মায়ের ছবি রাখেনি ঝিল্লি। কিন্তু মায়ের আয়নাটা, এ ঘরের পক্ষে যতই বেমানান হোক, রেখে দিয়েছে। এই আয়নার দিকে তাকালে সে কি মাকে দেখতে পায়?

সত্যবান দেখতে পেলেন নিজেকে। বয়েস হয়েছে, বয়েস বড় বেশি ছাপ ফেলে দিয়েছে শরীরে। কুঁচকে গেছে চোখের নীচের চামড়া। সারা মুখেই একটা কালো কালো ভাব। দেবকান্তর চেহারাটা এখনও বেশ ভাল আছে, বিদেশে থাকলে এ রকম হয় নাকি? ওদের কোনও খাদ্যেই ভেজাল থাকে না। এ দেশে তো পানীয় জলেও আর্সেনিক মিশে থাকে। তবু, দেবকান্তর কী ফর্সা রং ছিল আগে। এখন বোঝাই যায় না, তামাটে হয়ে গেছে। যে-কোনও জিনিসই অনেক পুরনো হলে রং চটে যায়, মানুষের শরীরটাও সে রকম।

শরীর বুড়ো হচ্ছে, অথচ মন কিছুতেই বার্ধক্যটাকে মেনে নিতে পারছে না। বুড়ো হওয়াটাও শিখতে হয়। আগেকার দিনে যৌথ পরিবারে নানা বয়েসের মানুষ থাকত, বাবা-কাকার শ্রেণীরা ছোটদের সামনে বুড়ো বুড়ো ভাব করত। ঝিল্লি তার বাবাকে কী ভাবে? বুড়ো নিশ্চয়ই। কিন্তু এই আয়নার সামনে স্বীকার করতে বাধা নেই, ঝিল্লির বয়েসী কোনও তরুণীকে দেখলে এখনও সত্যবানের শরীর চঞ্চল হয়। তখন নিজের বয়েসের কথা একেবারে মনে থাকে না। শরীরেরও তখন বয়েস থাকে না।

সুজাতা সাফল্যের দিনগুলো দেখে যেতে পারলেন না। যখন প্রায় প্রত্যেক দিনই টাকাপয়সার কথা চিন্তা করতে হত, সন্তানদের ভাল জামা-কাপড় কিনে দিতে পারেননি, সুজাতার বেড়াবার কত শখ ছিল, অর্থাভাবে যাওয়া যেত না। এক বার শুধু হায়দ্রাবাদে একটা সেমিনারে সত্যবানকে আমন্ত্রণ করেছিল, তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাও মেয়ে দুটিকে রেখে যেতে হয়েছিল ওদের এক মাসির কাছে, সে জন্য সুজাতা বেড়াবার সুখ পুরোপুরি ভোগ করতে পারেননি। তারপর যখন পরপর দুটো উপন্যাসের ফিল্ম হল, বইয়ের বিক্রি হঠাৎ বেড়ে গেল, তখনও বেড়াবার বদলে সুজাতা প্রথমেই চেয়েছিলেন একটা

BanglaBook.org

নিজস্ব বাড়ি। সত্যবান তখন লেখা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত। সুজাতাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই বাড়িটাকে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে এনে ফেললেন, নিজের দু'-একটা গয়নাও বিক্রি করেছিলেন গোপনে। সেই বাড়িতে সুজাতা থাকলেন মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস।

সত্যবান জানেন, অনসূয়াকেও তিনি সুখী করতে পারেননি। আর্থিক সাচ্ছল্যকে অনসূয়া গুরুত্ব দেন না, এতে তিনি অভ্যস্ত, তিনি ধনী পরিবারের মেয়ে। চেনাশুনো সবাই তাঁকে সুজাতার সঙ্গে তুলনা করে। এটা কোনও রমণীরই ভাল লাগবার কথা নয়। সুজাতা ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত, অভাবের দিনেও বাড়িতে লোকজন ডেকে হইচই করতে ভালবাসতেন, যখন তখন গান গেয়ে উঠতেন। সব সময় মেতে থাকতেন জীবনটা নিয়ে। সেই তুলনায় অনসূয়া অনেকটা বর্ণহীন, গান জানেন না, বই নিয়েই কাটান বেশি সময়, কথাও বলেন কম। অনসূয়ার বাক-সংযমকে অনেকেই মনে করে অহংকার। অনসূয়া মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে মৌলিক চিন্তা আছে। কিন্তু প্রবন্ধের চেয়ে গানের কদর যে অনেক বেশি। পূর্বপরিচিতরা সবাই সুজাতার গানের কথা মনে রেখেছে।

অনসূয়ার নিজের একটি সন্তানের বড় সাধ ছিল। বস্তুত বিয়ের আগেই, অনসূয়ার সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা হয়, তখনই অনসূয়ার শারীরিক মিলনে কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর প্রিয় লেখকের ঔরসে, তাঁর গর্ভে একটি সন্তান জন্মাবে। বিয়ের পর আট বছর কেটে গেল, সত্যবান চেষ্টার ত্রুটি করেননি, তবু অনসূয়ার গর্ভ-সঞ্চার হল না। সত্যবানের শরীরের কলকব্জা ঠিক আছে, রতি-বাসনা বেশ প্রবল। সত্যবান দুটি সন্তানের জনক, সক্ষম পুরুষ হিসেবে প্রমাণিত, স্পার্ম কাউন্ট এখনও কমেনি, অনসূয়াকেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করে কোনও খুঁত পাননি, তবু তাঁদের সন্তান আসছে না। প্রকৃতির এ কী বিচিত্র পরিহাস!

সত্যবান ঝিল্লির ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুলতে লাগলেন।

একটাতে প্রসাধনের সামগ্রী। কত রকমের লিপস্টিক। মেয়েটা বিষম খেয়ালী! এক একদিন কিছুই সাজে না, চুল পর্যন্ত আঁচড়ায় না ভাল করে। আবার এক একদিন অকারণেই দারুণ সাজগোজ করে, তখন তার চেহারার এমনই তফাত হয়ে যায়, হঠাৎ যেন চেনাই যায় না।

যখন ছোট ছিল, তখন ঝিল্লিকে কেউ তেমন কিছু সুন্দরী বলত না। বড় মেয়ে মিলিই বরং ছিল খুব ফুটফুটে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস থেকে ঝিল্লি হঠাৎ যেন বদলে গেল, রূপান্তর হল বলা যায়, তার এখনকার রূপ সত্যিই চোখে পড়ার মতন। সত্যবান বুঝতে পারেন, ঝিল্লির এই রূপ এসেছে তার চরিত্র থেকে।

নানা বয়েসের অনেক নারীকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন সত্যবান। বেশির ভাগ মেয়েই সাদা মাটা। সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক, তারা বড় বেশি স্বচ্ছ, তাদের

BanglaBook.org

আনন্দ, দুঃখ, অভিমানের কারণগুলো বোঝা যায়। পুরুষরা যাদের রহস্যময়ী বলে, তাদের এই অনুভূতিগুলোর ঠিকঠাক হদিশ পাওয়া যায় না। ঝিল্লিও এমন গভীর সঞ্চারী। যখন থেকে ঝিল্লি এমন হয়েছে, তখন থেকেই সে বাবার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছে। মাকে এত ভালবাসত ঝিল্লি, মাতৃহারা এই মেয়েটাকে সত্যবান নিজের খুব কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঝিল্লি থাকবে না। এ জন্য সত্যবানের যে কষ্ট, সেটা গোপনই রয়ে যায়।

আর একটা ড্রয়ার খুললেন সত্যবান। এতে কিছু কাগজপত্র আর চিঠি রয়েছে। চিঠিগুলোতে চোখ বুলোতে তিনি কোনও দ্বিধা করলেন না। পরের চিঠি পড়তে নেই, লোকে বলে, আসলে পরের চিঠি পড়লে জানিয়ে পড়তে নেই, গোপনে পড়ে নিলে দোষ থাকে না। তা ছাড়া সত্যবান পরের চিঠি পড়ছেন না, পড়ছেন নিজের মেয়ের। না, তাও ঠিক নয়, তিনি পড়ছেন একজন একত্রিশ বছরের যুবতীর, তার অন্তর্জীবনে তিনি প্রবেশ করতে চাইছেন।

সমারসেট মম লিখেছেন, লেখকদের সঙ্গে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ও সাইকো-অ্যানালিস্টদের কোনও তফাত নেই। হুবহু এই বাক্যটি না হলেও এই ধরনের।

কয়েকটা চিঠি ঝিল্লির প্রাক্তন স্বামীর। তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়। প্রিয়ব্রত কথাও বলত খুব ইংরিজি মিশিয়ে, লেখার ভাষাও সে রকম। কোনও চিঠিতেই প্রেমের কথা তেমন নেই, থাকবেই বা কী করে, সব সময় এক ফ্ল্যাটে থাকত, চিঠি লিখতে যাবে কেন? তেমন রোমান্টিক স্বভাব ছিল না প্রিয়ব্রতর। শেষের দিকে প্রায়ই বাইরে ট্যুরে যেত, সেখান থেকে লেখা, কাজের কথাই বেশি, দুটি চিঠিতে শুধু অভিযোগ। অন্য একটি বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রিয়ব্রতর, সত্যবান সে কথা জানতেন, কিন্তু তাঁর করার কিছু ছিল না। এ জন্য কোনও শ্বশুর কি তার জামাইকে ধমকাতে পারে? প্রিয়ব্রতর অন্য কয়েকটা গুণ ছিল, ব্যবহার ছিল চমৎকার।

ডিভোর্স হবার পরেও প্রিয়ব্রতর চিঠিগুলো রেখে দিয়েছে কেন ঝিল্লি?

আর কয়েকটি চিঠি বিভিন্ন জনের। তার মধ্যে নীলাঞ্জন নামের একজনের চিঠি বেশ গদোগদো, ভাষার ওপর দখল আছে। এই নীলাঞ্জন ছোকরাটি কে? সত্যবান চেনেন না। তিনটি চিঠিরই তারিখ দু'বছর আগেকার।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর ঝিল্লির ওই গোলপার্কের ফ্ল্যাটে কখনও যাননি সত্যবান। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল সত্যবানের। ঝিল্লির সঙ্গে প্রিয়ব্রতর ছাড়াছাড়ি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে, সেই সময় সত্যবান একটি পত্রিকার তাগিদে একটা বড় গল্প লিখছিলেন। অনেকটা লেখার পর তিনি খেয়াল করলেন, তাঁর ওই গল্পের নায়ক-নায়িকাও বিচ্ছেদের দিকে এগোচ্ছে, নায়কের মুখের ভাষা হয়ে যাচ্ছে প্রিয়ব্রতর মতন। সচেতন হবার পর তিনি গল্পটার সাত পাতা ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে

BanglaBook.org

লিখেছিলেন। গল্পের নায়িকাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ থেকে রক্ষা করে দিয়েছিলেন, নিজের মেয়েকে পারেননি।

বিয়ে ভেঙে দিয়ে একটি মেয়ে একা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। ঠিক কী ভাবে সে জীবন কাটায়? একদিন হঠাৎ ওই গোলপার্কের ফ্ল্যাটে হাজির হতে হবে।

সুন্দর করে ফিতে দিয়ে বাঁধা তিনখানা চিঠি সুজাতার। স্বামীকে লেখা। একটা বিয়ের আগেকার, আর দুটি, সে বারে নিজের গল্পের একটা চিত্রনাট্য লেখার ব্যাপারে সত্যবানকে বেশ কিছুদিন বম্বেতে থাকতে হয়েছিল, সেই সময়কার। এই চিঠিগুলো ঝিল্লির কাছে এল কী করে? সত্যবান এ চিঠিগুলো কোথায় রেখেছিলেন? ঠিক মনে পড়ছে না। অনসূয়ার যাতে চোখে না পড়ে, সে জন্য নিশ্চয়ই সাবধানে রেখেছিলেন কোথাও। লেখার ঘরে? ঝিল্লি কি ভেবেছে, বাবা ওই চিঠিগুলো অবহেলায় ফেলে রেখেছে এক জায়গায়? অবশ্য এটা ঠিক, ঝিল্লির ঘরটাই সবচেয়ে নিরাপদ। অনসূয়া এলোমেলো পছন্দ করেন না, তাই লেখবার ঘরটাও মাঝে মাঝে গুছিয়ে দেন। কিন্তু তিনি কক্ষনও ঝিল্লির ঘরে এসে কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না, এটা জোর দিয়ে বলা যায়।

এটা সুজাতার বাড়ি, অথচ এ বাড়িতে তাঁর ছবি নেই, চিঠিগুলো লুকিয়ে রাখতে হয়। আবার বিয়ে করার সময় এসব মনে আসেনি সত্যবানের। এই বিয়েটা এতই ভুল হয়েছে? অথচ প্রয়োজন ছিল, খুব প্রয়োজন ছিল, একাকীত্ব সহ্য করতে পারছিলেন না সত্যবান।

সুজাতার চিঠিগুলো খুললেন না, এক বার ঠোঁটে ছোঁওয়ালেন।

সুজাতাকে তিনি খুন করেননি। সুজাতা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তবু কিছু জানাতে চাননি কারুকে, সত্যবানই একদিন অসময়ে তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখে জোর করে ডাক্তার ডেকে আনেন, তখন হার্ট অ্যাটাক ধরা পড়ে। শহরের শ্রেষ্ঠ নার্সিং হোমে যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এমনকী নাস্তিক সত্যবান কোনও অজ্ঞেয় শক্তির কাছে সুজাতাকে সুস্থ করে তোলার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনাও করেছিলেন। তাতেও তাঁকে ধরে রাখা গেল না। তবু কেউ কেউ ইঙ্গিত করে, সুজাতার অকাল মৃত্যুর জন্য সত্যবানের অবহেলাই দায়ী। বেশির ভাগ মানুষই কুকথা ভালবাসে।

একেবারে তলার লম্বা ড্রয়ারটাতে কয়েকটা ফাইল রয়েছে। সত্যবান একটা তুলে নিলেন। দুটি তথ্য চিত্রের অসমাপ্ত চিত্রনাট্য। সত্যবান পাতা উল্টে উল্টে খামচা খামচা ভাবে পড়লেন। লেখার হাত আছে ঝিল্লির, ভাষায় আছে প্রসাদগুণ। কলেজে পড়ার সময় নির্ভুল ছন্দ-মিল কবিতা লিখেছিল কয়েকটা। মন দিয়ে চর্চা করলে ভাল কিছু লেখা বেরুতে পারত ওর হাত দিয়ে। কিন্তু যে-হেতু বাবা লেখক, তাই ও লেখিকা হবে না ঠিক করে রেখেছে সেই কলেজ-বয়েস থেকেই। সত্যবান মেয়ের ওই কবিতাগুলো ছাপাতে চেয়েছিলেন, সে রাজি হয়নি কিছুতেই। কবিতাগুলো বোধহয় ছিঁড়েই

BanglaBook.org

ফেলেছে।

দ্বিতীয় একটি ফাইল নিয়ে দেখলেন, এতেও নানান চিত্রনাট্য লেখার প্রচেষ্টা, অনেক কাটাকুটি। ফাইল থেকে একটা আলগা পাতা খসে পড়ল মাটিতে, সেটা তোলার সময় লেখাটা পড়তে গিয়ে চোখ আটকে গেল।

যদিও সম্বোধন নেই, নীচে কোনও নাম নেই, তবু মনে হয়, একটা চিঠি। অনেকটা প্রেমপত্রের মতন। ঝিল্লিরই হাতের লেখা। কাকে লিখেছে ঝিল্লি? ঝিল্লির এখন বিশেষ কোনও প্রেমিক আছে কি না, তা জানার জন্য সত্যবানের খুবই কৌতূহল। মেয়েটা ভবিষ্যতের কথা কী ভাবছে, তিনি জানেন না।

'....এত মানুষ আছে, এত মানুষ কথা বলে, তবু শুধু একজনের কথাই আমার শুনতে ভাল লাগে। অথচ তুমি আমার সঙ্গে বেশি কথাই বলো না। তোমার নিজের কথা। হয়তো তোমারও কোথাও ব্যথা আছে, আমি আঘাত দিয়েছি, তাই তুমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছ। কিন্তু কেন আঘাত দিই, তা বুঝতে পারো না? তবে কি আমার একেবারে দূরে সরে যাওয়াই ভাল? কিন্তু যখনই অন্যদের সঙ্গে তোমার তুলনা করি, তুলনাটা মনে মনে এসেই যায়, তখনই আর কারুকেই ঠিক যেন, ঠিক যেন মনে ধরে না। মনে হয়, বড় বেশি হালকা। কিংবা নকল ভাবে হেভি ইন্টেলেকচুয়াল সাজতে চায়।

বার বার ছটফটিয়ে ছুটে ছুটে আসি, কিন্তু এ বাড়িতে থাকা দিন দিন আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গ পেতে চাই, পাব কী করে, অন্য একজন সর্বক্ষণ পাশে বসে তোমাকে পাহারা দেয়। তুমি যেন মানুষ নও, একটা সম্পত্তি, পাছে তাতে আর কেউ ভাগ বসায়, তাই সে নজর রাখে। রাত্তিরবেলা একটা দরজা বন্ধ হয়ে যায়, ক্লিক করে শব্দ হয়। সেই শব্দটা আমার মাথায় কামানের গোলার মতন বাজে। আমার তখন পাগল পাগল লাগে। অতবড় একটা খাট....'

সত্যবানের মুখটা রক্তশূন্য, বিবর্ণ হয়ে গেল। এ তো প্রেমপত্র নয়, এ চিঠি ঝিল্লি তার বাবাকে লিখেছে। চিঠিও নয়, অনেকটা ডায়েরিতে আত্মকথনের মতন।

সত্যবান ভাবলেন, বাকিটা আর পড়বেন না। ঝিল্লির মনের এই গোপন কথা গোপনই থাকুক। কিন্তু না পড়ে কি পারা যায়? ঝিল্লির আর কী কী অভিযোগ আছে?

'ওই খাটটা মা একটা নিলাম ঘর থেকে কিনেছিল। তুমি আর আমিও সেদিন পার্ক স্ট্রিটের সেই নিলামের দোকানে ছিলাম, মনে নেই? খাটটা কিনে ফেলে মা কী খুশি! বার বার বলেছিল এত চওড়া খাট একেই পালঙ্ক বলে, তাই না? আমার খুব শখ ছিল!... সেই খাটে তুমি এখন অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে শোও! ওই ঘরে, ওই খাটে তুমি কী করে.... দৃশ্যটা যখনই কল্পনা করি, আমার মাথায় আগুন জ্বলে যায়, তখনই আর এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। আবার গোলপার্কের ফ্ল্যাটে একা একা রাত্তিরে আমি কারুকে

BanglaBook.org

থাকতে দিই না, কোনও মেয়েকেও না। এক একদিন ঘুম আসে না, বিছানায় এপাশ ওপাশ করি, নিজের ওপরেই অসম্ভব রাগ হয়, রাগ কমাতে পারি না, তখন ইচ্ছে করে, সব কটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলি! আমার জন্য তোমার মনেও হয়তো একটা দ্বিধা, অপরাধবোধ আছে, সেটাও আমি চাই না। আমার চলে যাওয়াই ভাল....।'

সত্যবানের চোখ জ্বালা করে ঝরঝরিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি আর পড়তে পারলেন না। তিনি কাঁদছেন, নিজের কোনও গ্লানির জন্য নয়, ঝিল্লি এত কষ্ট পাচ্ছে জেনে সেই কষ্টে। কত আদরের মেয়ে। ঝিল্লি অভিযোগ করেছে, আমি ওর সঙ্গে বেশি কথা বলি না। কিন্তু কথা বলতে গেলেও তো একটু পরেই ও ফোঁস করে ওঠে। কমিউনিকেশান হয় না ঠিকই। তৃতীয় একজন পাশে বসে থাকে? সত্যবান কি অনসূয়াকে বলতে পারেন, আমাদের বাবা আর মেয়ের মধ্যে এখন গোপন কথা আছে, তুমি এখান থেকে যাও? আপন মা নয় বলেই তো বলা যায় না।

সত্যবানের চোখে জলের ধারা বাগ মানছে না, তিনি জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছছেন, আবার সেই অবস্থাতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন মনে মনে। তিনি বললেন, ঝিল্লি, তোর মাকে কি আমিও এখনও ভালবাসি না? এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে না? অবশ্যই পড়ে, মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ। দশ-বারো বছর কেটে গেছে, এখনও সর্বক্ষণ একজন মৃত ব্যক্তিকে মনে রাখা অসুস্থতার লক্ষণ। সময়কে যেমন ফেরানো যায় না, তেমনি মৃতরা অবধারিতভাবেই মৃত। এই পৃথিবীটা জীবিতদের জন্য, মৃতদের জন্য নয়। আমিই যদি কাল দুম করে মরে যাই, আমাকেই বা কে কতদিন মনে রাখবে? বড় জোর দু'চার বছর। লেখাগুলো টিকবে কি না জানি না, কত লেখক একেবারেই হারিয়ে যায়। যদি লেখাগুলো কিছুদিন টেকেও, পাঠকরা মাঝে মাঝে মনে করবে, তাও মানুষটাকে নয়, লেখককে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া একটা জাতির প্রতিদিনের সঙ্গী হতে আর কোনও লেখক পেরেছে?

ওই ঘরটা বাড়িতে সবচেয়ে বড় ঘর। স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য। ওই ঘরটা খালি রেখে অন্য ঘরে থাকতে যাব কেন? আর ওই খাটটা, হ্যাঁ, তোর মা শখ করে কিনেছিল। সে চলে যাবার পর, ও খাটটা কি ভেঙে ফেলা উচিত ছিল? যদি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকত, তা হলেও না হয় মনে করা যেত যে সুজাতা অদৃশ্য থেকে তার শখের খাট অন্য একজন নারীকে ব্যবহার করতে দেখে দুঃখ পাচ্ছে। কিন্তু ঝিল্লি, তুই তো জানিস, আত্মা-টাত্মা বলে কিছু নেই। পরকাল নেই। স্বর্গ-নরক নেই। সুজাতা আমাদের স্মৃতিতে ছাড়া আর কোথাও নেই! ওটা নিলামে কেনা খাট, তার মানে ওই খাটে তো আগেও আরও অনেকে শুয়েছে।

ফাইলটা যথা জায়গায় রাখতে রাখতে সত্যবান ভাবলেন, এই সব কথা ঝিল্লিকে মুখে বলা যাবে না। ওকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! ভাষা

নিয়েই তার কারবার। মুখে বলার চেয়েও চিঠিতে অনেক ভাল বোঝাতে পারবেন।

বাথরুমে গিয়ে মুখ-টুখ ধুয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আবার উপন্যাস লিখতে বসতে হবে।

আবার কি সেই কোকিলটা ডাকল? শোনা গেল যেন অস্পষ্টভাবে। হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পেড়ে আসে, ওদের স্বামীরাও তাতে বাধা দেয় না? নাকি ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ব্যাপারটাই নেই? অনেক পাখি জোড় বেঁধে থাকে। পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত নিশ্চয়ই কোকিল, এমন মিষ্টি ডাক আর কারুর তো নেই। ঠিক যেন শিল্পী, এদের ঘর বাঁধা নেই, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেই, সন্তান পালনের দায়িত্ব নেই, কোনও দায়িত্বই নেই, সব সময় স্বাধীন!

॥ ৮ ॥

হোটেল ছেড়ে এলগিন রোডের একটা গেস্ট হাউসে উঠে এসেছেন দেবকান্ত। ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই, ঘর ঠাণ্ডা, সকালে চা ও ব্রেকফাস্ট দেয়। অন্য খাবারগুলো বাইরে খেতে হয়।

হোটেলেও তাঁর কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না, খরচও তেমন গায়ে লাগবার মতন নয়। কিন্তু কলকাতায় কারুর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পরই জানতে চায়, তিনি কোথায় উঠেছেন। গ্র্যান্ড হোটেলের নাম শুনলেই অনেকে ভুরু তোলে। কেউ কেউ বিদ্রূপের সুরে বলে, গ্র্যান্ড হোটেল! যেন দেবকান্ত চালিয়াতি করছেন।

গ্র্যান্ড হোটেলে বাঙালির সংখ্যা নগণ্য ছিল, এমনকী এই গেস্ট হাউসেও অন্য অতিথিরা সবাই অবাঙালি। অবশ্য বাইরে থেকে বাঙালিরা কলকাতায় এসে হোটেল বা গেস্ট হাউসে উঠবেই বা কেন? সকলেরই কোনও না কোনও চেনাশুনো বাড়ি থাকে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কেউ আসে না?

ছেলেবেলায় উত্তর কলকাতার যে-পাড়ায় থাকতেন, সেটা দেখতে গিয়েছিলেন দেবকান্ত। দক্ষিণ কলকাতার তুলনায় উত্তর কলকাতার পরিবর্তন হয়েছে খুবই কম। রাস্তাগুলো একই রকম, বাড়িগুলোও সব আগেরই মতন, গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছোট ছোট বাড়ি। বাইরের চেহারা আরও মলিন হয়েছে। সেই তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার অনেক রাস্তাই আগের তুলনায় চওড়া, ছোট বাড়ি ভেঙে তৈরি হয়েছে আকাশ-ঝাড় ফ্ল্যাট বাড়ি। গাড়িপালাও বেশি। নগর কর্তৃপক্ষের দক্ষিণের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

দক্ষিণের তুলনায় উত্তরে গন্ধটাও বেশি। দেবকান্ত তাঁর কৈশোর, যৌবনের কিছু বছর এখানে কাটিয়ে গেছেন, তখন এ গন্ধ পেতেন না। যে-বাড়িটায় থাকতেন, তার সামনে দিয়ে এক বার হেঁটে গেলেন, তেমন কিছু

BanglaBook.org

স্মৃতি-কাতরতাও বোধ করলেন না, কেউ তাঁকে চিনল না। চিনলেই বরং তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। কয়েকটা চায়ের দোকান দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন তিরিশ বছর আগের লোকজন বসে আছে একই জায়গায়।

ফড়েপুকুরের মোড়ের কাছে তিনি একটা সে রকম চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। কেন যে এই সব দোকানে চা-কে ডবল-হাফ বলে, তা তিনি ভুলে গেছেন। চায়ের সঙ্গে টোস্ট খেতেন, টোস্ট দু'রকম, চিনি মাখানো কিংবা গোলমরিচ মাখানো। এ রকম চিনি মাখানো টোস্ট তিনি পৃথিবীর আর কোথাও দেখেননি।

একটি ছোকরা চা দিয়ে গেল, ছলকে খানিকটা পড়েছে প্লেটে। চপ-কাটলেটের অর্ডার না দিয়ে শুধু চা বললে, এরা সেই খদ্দেরকে পাত্তা দেয় না। অল্প বয়েসে এখানে চিংড়ির কাটলেট খাওয়া ছিল রীতিমতন বিলাসিতা। অত পয়সা থাকত না। এখন পয়সা আছে, কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গেছে!

চায়ে চুমুক দিতে গিয়েও মনে হল, কাপটা ভাল করে ধোয়নি, হলদে হলদে ছাপ লেগে আছে, তার মানে বীজাণু গিসগিস করছে। কাপটা আবার ফাটা। অল্প বয়েসে এ সব কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। বয়েসের জন্যই এই পিটপিটেমি এসেছে, নাকি পশ্চিমি দেশে থাকতে থাকতে পরিচ্ছন্নতার বাতিক হয়েই যায়? এই দোকানে দু'চারজন বয়স্ক লোকও রয়েছে, তারা দিব্যি এই রকম কাপেই চা খেয়ে যাচ্ছে। সত্তর-আশি বছরের অনেক লোক দেখা যায়। এত আবর্জনা, এত পরিবেশ দূষণ, তবু এর মধ্যেও মানুষ দীর্ঘজীবী হয়! চায়ের স্বাদটা কিন্তু বেশ ভাল।

বিদেশ থেকে যারাই আসে, কলকাতার জল খেয়ে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই এক বার করে পেটের গোলমাল হয়। কারুর কারুর গুরুতর অসুখও হয়ে যায়। সেই জন্য এখন প্রায় সবাই মিনারাল ওয়াটারের বোতল সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, লোকের বাড়িতে গিয়ে তাদের জল ছোঁয় না। দেবকান্তর এখনও সে রকম কিছু হয়নি। আফ্রিকায় কয়েক বছর থাকার জন্য তাঁর পেট অনেক রকম জলে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তিনি ঠিক করেছেন, একদিন রাস্তার ধারের ফুচকাও খেয়ে দেখবেন। এক সময় ফুচকা খুব প্রিয় ছিল। ফুচকাওয়ালারা সাধারণত বিহারি হয়, একটা মাটির হাঁড়িতে তেঁতুলগোলা জল থাকে, ফুচকা শুদ্ধু হাতটা সেই জলে ডুবিয়ে দেয়। হাত ধোওয়া থাকে কি না, কিংবা নখের কোণে কোণে কত ময়লা থাকে কে জানে! সাহেবদের দেশে বিক্রেতা বা পরিবেশনকারীরা কেউ কোনও খাবার হাত দিয়ে ছোঁয় না। এর মধ্যে একদিন একজন বলছিল, ফুচকাওয়ালারা যে হাত দিয়ে ঘ্যাস ঘ্যাস করে নিজেদের গা চুলকোয়, সেই হাত দিয়েই ফুচকায় তেঁতুল জল ভরে দেয়। তবু চমৎকার স্বাদ হয়।

এক দিকের দেওয়ালে একটি মদের কম্পানির লম্বা ক্যালেন্ডার, প্রায় নগ্ন, কটিদেশে সামান্য আব্রু থাকলেও বুক সম্পূর্ণ খোলা মেমসাহেবের ছবি। আগে

এ রকম ছবি কেউ প্রকাশ্যে টাঙাত না, এখন রুচি বদলেছে, কেউ ওই ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে হাঁ করে তাকিয়েও নেই। ওই ক্যালেন্ডারের কাছেই যে টেবিল, তাতে তিন জন যুবক নিচু গলায় মগ্ন হয়ে কিছু গল্প করছে। বেলা এগারোটা, ছুটির দিন নয়, যুবকেরা চায়ের দোকানে বসে আছে কেন? বেকার? জনসংখ্যার এক দশমাংশ বেকার, নারী-শিশু-বৃদ্ধদের বাদ দিলে এক তৃতীয়াংশ হবে প্রায়।

ওই টেবিলটাতেই দেবকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে বসেছেন কয়েক বার। শুধু রবিবার, কারণ দেবকান্ত আর সত্যবান ছাড়া আর কেউ বেকার ছিলেন না। এক জন বন্ধুর কথা বিশেষ করে মনে পড়ল, সুভাষ সরকার, ভাল ছাত্র ছিল, অর্থনীতিতে এম এ পাশ করেই লেকচারারের চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের মধ্যে সুভাষই একমাত্র যোগ দিয়েছিল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে, মিটিং-মিছিলে যেত, তারপর আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল। সুভাষের সঙ্গে প্রায়ই তর্ক বেঁধে যেত নিশি'র, সুভাষেরই গলার জোর ছিল বেশি। একদিন সে ফস করে একটা রিভলভার বার করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। নকশাল আন্দোলনের সময় প্রায় দেড় বছর তার কোনও খবর পাওয়া যায়নি, তারপর তার ছিন্নভিন্ন লাশ পাওয়া গেল বরানগরে।

সেই একটি মৃত্যুতেই সুভাষদের পরিবারের বিপর্যয় শেষ হয়নি। সুভাষ চলে যাবার পর তার শত্রুপক্ষের লোকেরা তার দিদি সুদক্ষিণাকে একদিন ধরে নিয়ে যায়, ক'জন মিলে ধর্ষণ করেছিল ঠিক নেই, তারপর ফেলে রেখে যায় দমদম স্টেশনের ধারে। তখনও মরেনি সুদক্ষিণা, হাসপাতালেই সে আত্মহত্যা করে। কী তেজী মেয়ে ছিল সুদক্ষিণা, তার এ পরিণতি। সুভাষের ছোট ভাইও নকশাল হয়ে গিয়ে জেলে যায়! সুভাষের মা এরপরেও অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, চোখ দুটো পাথর হয়ে গিয়েছিল, তাকানো যেত না।

সুভাষের জন্য অনেক কেঁদেছিলেন দেবকান্ত। তার কথা মনে এলেই গলার কাছে বাষ্প জমে যেত। পরে অবশ্য সুভাষের ওপর তাঁর রাগ হয়েছে! কেন প্রাণ দিতে গেল সুভাষ? সে নাকি কয়েকটা প্রাণ নিয়েও ছিল। কীসের জন্য? দেশ? দেশ তো একটা মিথ! একটা সীমান্ত ঘেরা ভূখণ্ড, সেই ভূখণ্ডের আকৃতি বার বার পাল্টাতে পারে। আজ এখানে তোমার দেশ, ওপর তলার লোকেরা এমন কাটাকুটি করে দিল যে সে দেশটা আর তোমার রইল না, অন্যরা তোমাকে বলল, ভাগো এখান থেকে। ওপর তলার নেতারা, যারা একটা রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা দখল করতে চায়, তারা দেশপ্রেম নামে একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়। অথবা একটা গালভরা আদর্শ। নিজেরা নিরাপদ দূরত্বে থেকে কিছু কিশোর-কিশোরীদের, কিছু গোঁয়ার ও নির্বোধদের ছুরি, বোমা, বন্দুক ও কামানের মুখে পাঠাতে থাকে। আজও পৃথিবীর অনেক দেশে দেশের নামে, আদর্শের নামে, ধর্মের নামে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে প্রাণ দিচ্ছে। সবাই অল্প বয়স, অপরিণত বুদ্ধি। ব্যর্থ প্রাণ-দান! নিতান্ত নিরেট না হলে কেউ নিজের

পেটে বোমা বেঁধে অন্যকে মারতে যায় ? ওরে পাগল, তুই নিজেই যদি মরবি, তা হলে ভবিষ্যৎ বলেই তো কিছুই রইল না। নিজের বেঁচে থাকাটাই জীব জগতের প্রধান বার্তা। সুভাষ কেন অন্ধের মতো, গোঁয়ারের মতো প্রাণ দিতে গেল ?

দেবকান্তর কোনও দেশ নেই, তাতে কী ক্ষতি হয়েছে ? যে-দেশে জন্মেছেন, সেটা এখন আর তাঁর দেশ নয়। ক্যানাডার নাগরিকত্ব নিয়েছেন কতকগুলি সুবিধের জন্য। স্বদেশ বা মাতৃভূমি এই শব্দগুলির যা ব্যঞ্জনা, ক্যানাডা সম্পর্কে তা কোনওদিনই তাঁর মনে আসবে না। এখন যে-কোনও দেশে থাকতেই তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। নিজের দেশটা ছাড়তে পেরেছেন বলেই তিনি সারা পৃথিবীকে পেয়েছেন।

ওই সুভাষই ছিল সুজাতার প্রথম প্রেমিক। অত বীরপুরুষ সুভাষ, কোমরে গোঁজা থাকত আগ্নেয়াস্ত্র, মেঠো বক্তৃতায় আগুন ঝরাত, সেই সুভাষ মেয়েদের কাছে ছিল মিনমিনে, লাজুক। সুজাতা প্রথম বন্ধুদের মধ্যে আসে নিশির সূত্রে, সে নিশির দূর সম্পর্কের মামাতো বোন। প্রথম থেকেই সুভাষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু বলতে পারেনি। দেবকান্ত জানতেন। তখন সুভাষের পার্টির নির্দেশ ছিল, মেয়েদের যদি সহকর্মী হিসেবে ভাবতে পারো, তা হলে দলে টানবার চেষ্টা করবে, অন্য কোনওভাবে মেয়েদের সঙ্গে মিশবে না। প্রেমের কবিতা পড়বে না। অবক্ষয়ী সাহিত্য ছুঁয়ে দেখবে না ! ওঃ কী এক অন্ধত্বের দিন গেছে সেই সময়টায়। এই অবদমনের ফলে তখন কিছু কিছু ছেলে পাগল হয়ে গেছে শোনা যায়। সুজাতাও সুভাষকে বেশ পছন্দ করত, কিন্তু সুভাষের মুখে কঠোর নৈতিকতার ভাব দেখে, তার মনের কথাটা বোঝেনি। হয়তো সুজাতাই সুভাষকে বাঁচিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তার মধ্যেই সুভাষ আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেল। দেবকান্তও তত দিনে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন, সুভাষের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন তিন বছর পর প্রথম বার দেশে ফিরে।

ধরা যাক, সুভাষ সে বার মরল না, বেঁচে ফিরে এল। যদি তার বিয়ে হত সুজাতার সঙ্গে, তা হলে ঝিল্লি কোথায় থাকত ? ওই দম্পতির অন্য ছেলে মেয়ে জন্মাতে পারত, কিন্তু তারা কেউ ঝিল্লি হত না। ঘটনার সামান্য হেরফেরে জীবন কত বদলে যেতে পারে।

এ বারে কলকাতায় এসে ঝিল্লিই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। প্রথম দিন দেখার পরই ঝিল্লি তাঁকে আমূলভাবে নাড়া দিয়েছে।

এই চায়ের দোকানে কোণের টেবিলে আড্ডা দিত যে কয়েকজন যুবক, জীবন তাদের কত বিচিত্র দিকে নিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, উত্তর কলকাতা দেখা হল, কিন্তু সেখানে বার বার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়নি। প্রায় দু' সপ্তাহ কেটে গেল, ফেরার টিকিট ওপন্ আছে, স্টপ ওভার আছে বম্বেতে, ছুটি ফুরোতে অবশ্য দেরি আছে এখনও। যে-দিন বৃষ্টি হয় না,

BanglaBook.org

সে দিন বড় গুমোট, রাস্তায় বেরোতে ইচ্ছে করে না। ঝিল্লি তো আর তাঁকে বৃষ্টি ভেজার জন্য ঘরের বাইরে টেনে আনেনি। সেদিন ভোরবেলা ঝিল্লির বাড়ি থেকে চলে আসার পর আর যোগাযোগ হয়নি তার সঙ্গে। ঝিল্লির ঘুমের বড়ির কৌটোটা রয়ে গেছে তাঁর কাছে।

পূর্বতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অমরের সঙ্গেই তেমন জমিয়ে বসে আড্ডা হয়নি। দু'তিন বার দেখা হয়েছে অবশ্য, অল্প সময়ের জন্য। সত্যবান অনেক বেশি বিখ্যাত লেখক হলেও তিনি ধীর, স্থির, শান্ত। অমরেরই যেন ব্যস্ততা বেশি। অমরের সঙ্গে সত্যবানকে একদিন মুখোমুখি বসাবার ইচ্ছেটা দেবকান্ত এখনও ত্যাগ করেননি। সত্যবানের আপত্তি নেই, অমরই যেন পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

বিকেলবেলা পরিচারকটি এসে খবর দিল, দেবকান্তর কাছে এক জন ভিজিটর এসেছে। দেবকান্ত সন্ধেবেলা রবীন্দ্র সদনে একটা বাংলা থিয়েটার দেখতে যাবেন ঠিক করেছিলেন, একা একা সিনেমা-থিয়েটার দেখা ঠিক জমে না, কিন্তু দোকা আর পাচ্ছেন কোথায় ? তবে, সেই থিয়েটার শুরু হতে দেরি আছে।

এই গেস্ট হাউসে একটা কমন বসবার ঘর আছে। বেশ সাজানো গোছানো, অন্য কেউ না থাকলে পরিচারকরা এই ঘরে বসে টি ভি দেখে। কে এসেছে, ভাবতে ভাবতে দেবকান্ত যাকে দেখলেন, তাকে তিনি একটুও আশা করেননি। ঝিল্লির বন্ধু, এ সেই তথ্যচিত্র পরিচালক বাসু সেন। পাজামা পাঞ্জাবি পরা, থুতনিতে দাড়ি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, কলকাতার টিপিক্যাল বুদ্ধিজীবীর চেহারা।

কী করে সে এই গেস্ট হাউসের ঠিকানা জানল, সে ব্যাপারে কৌতূহল হলেও দেবকান্ত প্রশ্ন করলেন না। গ্র্যান্ড হোটেলে তিনি ফরোয়ার্ডিং অ্যাড্রেস দিয়ে আসেননি। ঝিল্লিরও এখানকার ঠিকানা জানার কথা নয়।

বাসু সেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। দেবকান্ত অতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, বসুন, বসুন ! কেমন আছেন, বলুন ! কী গরম ! আজও সারা দিন বৃষ্টি এল না।

বাসু সেন বলল, সকালবেলা বেশ মেঘ ডাকাডাকি করেছিল, তারপর সেই মেঘ কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

দেবকান্ত বললেন, অজা যুদ্ধে, ঋষি শ্রাদ্ধে, প্রভাতে মেঘডম্বরে, এই তিনটেতে হয় বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।

দেবকান্তর মুখে এই ধরনের সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা শুনে বাসু সেন কিছুটা হকচকিয়ে গেল। 'অজা যুদ্ধে', এর মানেই বুঝল না। তবু সে চতুরভাবে বলল, বাঃ বেশ সুন্দর কথাটা তো। আর এক বার বলুন তো, লিখে নিই। পরে কোথাও কাজে লাগিয়ে দেব !

দেবকান্ত বললেন, দুটো ছাগল যখন যুদ্ধ করে, দেখেছেন ? শিং বাগিয়ে উঁচু

BanglaBook.org

হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, মনে হয় যেন একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। কিন্তু খুব সাবধানে নীচে নামে, ঠুক করে শুধু একটা শব্দ হয়। আর ঋষিরা পরের বাড়িতে যখন শ্রাদ্ধ করতে যায়, তখন এলাহি কারবার করে, কিন্তু নিজের বাপের শ্রাদ্ধে যতই গালভরা মন্ত্র উচ্চারণ করুক, আয়োজন বিশেষ থাকে না। সেই রকমই সকালবেলা মেঘ গুড় গুড় করলে, সেদিন আর বৃষ্টি হয় না।

দু'জন অল্প চেনা লোকের মধ্যে দেখা হলে প্রথমে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করাই পশ্চিমি শিষ্টাচার। কিছুক্ষণ সে রকম চলল। তারই মধ্যে দেবকান্ত মনে মনে ভেবে চলেছেন, এ ছেলেটি কেন এসেছে ?

এর নাম বাসু সেন। আসল নাম নিশ্চয়ই বাসুদেব সেন। পুরনো পন্থী বাড়ি, বাবা-মা ঠাকুর দেবতার নামে ছেলের নাম রেখেছেন, শহুরে হিন্দুদের মধ্যে ইদানীং এ রকম শোনা যায় না। ছেলে নামটা অর্ধেক ছেঁটে আধুনিক করে নিয়েছে। শোনাচ্ছেও ভাল। বিদেশে গেলে সাহেবদের উচ্চারণে সুবিধে হবে। মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়দের নিজেদের নাম নিয়ে খুব অসুবিধে হয়। চক্রবর্তী তো সাহেবরা উচ্চারণ করতেই পারে না। খুব কষ্ট করে বলে চাক্‌রাভারটি ! এই জন্যই কে যেন কবি অমিয় চক্রবর্তীর পুরো নামটাই ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিল, নেকটার হুইল টার্নার।

একটু পরে বাসু সেন জিজ্ঞেস করল, মিস্টার দত্ত, সে দিন আপনি আমাদের ডকুমেন্টারি ছবিটা দেখলেন, আপনার কেমন লেগেছে ?

সে দিনই দেবকান্ত সে ছবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন বার বার। বাসু সেন আবার সে কথাগুলোই শুনতে এসেছে ! অবশ্য প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে ?

তিনি আবার বললেন, আমার চমৎকার লেগেছে। আমি খুব মুভড। ফটোগ্রাফি, এডিটিং, স্ক্রিপটিং সবই পারফেক্ট। কোথাও বানানো মনে হয়নি, সবই অথেনটিক। তথ্যচিত্রের জন্য সেটা খুব জরুরি, তাই না ?

বাসু সেন উজ্জ্বল মুখে বলল, আমরা একটাও স্টক শট ব্যবহার করিনি। প্রথমে কলকাতার যে অন্য একটা রূপ দেখিয়েছি, সেটা টাটা সেন্টারের ছাদ থেকে তোলা। সোনাগাছির ভেতরেও সবই অন দা স্পট। ক্যারেক্টারগুলি জেনুইন একটাও সাজানো নয়। চার হাজার ফুটের ছবি, শুট করেছি সাড়ে বারো হাজার। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা তোলা, সেটা বুকে ধাক্কা মেরেছে ?

দেবকান্ত বললেন, অফ কোর্স।

ঝোলা ব্যাগ থেকে কিছু বার করতে করতে বাসু সেন বলল, আপনাকে আমাদের ফোল্‌ডার দেওয়া হয়নি, সে দিন সঙ্গে ছিল না, আপনি কয়েকখানা নেবেন ? বিদেশে আপনার বন্ধুদের দিতে পারেন।

দেবকান্ত হাত বাড়িয়ে সেগুলি নিয়ে আগ্রহের ভাব দেখিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাসু সেন বলল, আমার এ ছবিটা ন্যাশনাল প্যানোরামার জন্য সিলেকটেড

BanglaBook.org

হয়েছে। বিদেশেও পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। আচ্ছা, মিস্টার দত্ত, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

পৃথিবীর সর্বত্রই অন্য জাতের লোকের মুখে 'মিস্টার দত্ত' সম্বোধন শোনেন, তবু বাঙালির মুখে শুনলে এখনও কানে খট করে লাগে। বাঙালির নিজস্ব কোনও সম্বোধন নেই। বাবু কথাটারও আর চল নেই বোধহয়। আমেরিকা-ক্যানাডায় পরিচিত বাঙালিরা অনেকেই দত্তদা বলে, সমবয়েসীরা দত্ত। ওখানে পদবি ধরে ডাকাটাই চালু।

কাকা, জ্যাঠা বলাটা আধুনিকরা পছন্দ করে না। টরেন্টোতে এক বার সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দেবকান্তর, তিনি বলেছিলেন, তাঁর থেকে বয়েসে অনেক ছোটরাও তাঁকে মানিকদা বলে ডাকে। দেবকান্তর বেশ পছন্দ হয়েছিল, এটা বেশ বাঙালি বাঙালি ব্যাপার।

দেবকান্ত বললেন, নিশ্চয়ই, বলুন !

বাসু সেন বলল, আপনি তো ও দেশে অনেক দিন আছেন। আমার এই ছবিটা কেনেডিয়ান টেলিভিশনে দেখাবার ব্যবস্থা করা যায় না ? আমরা বাজেটের অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছি।

দেবকান্ত ও দেশের শিল্প-সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে জড়িত নন, টেলিভিশনের কোনও হোমড়া-চোমড়ার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নেই, নিতান্তই সাধারণ একজন চাকুরিজীবী মানুষ।

কিন্তু তিনি যদি বলেন, আমি তো ভাই ও সব পারব না, তা হলে সেটা রূঢ় শোনাবে। বাসু সেন ঠিক বিশ্বাস করবে না, ভাববে, তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

সেই জন্যই তিনি খানিকটা ছদ্ম উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সারা পৃথিবীতেই দেখানো উচিত, এত ভাল ছবি ... আমার নিজের তেমন চেনাশুনো নেই, তবে ক্যানাডায় খোঁজ খবর নিতে পারি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, কলকাতার একটা পতিতাপল্লীর ছবি সাহেবদের দেশে দেখানো উচিত কেন ? উত্তরটাও পেয়ে গেলেন। সাহেবরা এ সবই দেখতে চায়, কলকাতার ভিখিরি, কুষ্ঠ রোগী, রাস্তার ষাঁড়, মাদার টেরিজা এই সবই ও দেশে দেখানো হয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে একটি বড় লেখা ছাপা হয়েছে, তার সঙ্গে বিভিন্ন ছবির মধ্যে কলকাতার ছবিটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট। চিৎপুরের নোংরা, জ্যাম-জট রাস্তা, রিকশা ও ষাঁড় সমেত। যেন, চৌরঙ্গি, পার্ক স্ট্রিট, গড়িয়াহাট বা শ্যামবাজার কলকাতা নয়, ফটোগ্রাফারটি এ সব জায়গা দেখতে পায়নি, চিৎপুরের ওই নোংরা জায়গাটা খুঁজে পেয়ে বলেছে, এই তো চাই। হয়তো তার ক্যামেরা খোলার সময় ওখানে ষাঁড় ছিল না, রাস্তার ছেলেদের পয়সা দিয়ে বলেছে, এই, একটা-দুটো ষাঁড় খেদিয়ে নিয়ে আয় তো ! একটা হৃষ্টপুষ্ট রিকশাওয়ালাকে দেখে বলেছে, এই, এই, তুমি সরে যাও, তোমাকে চাই না, যার

BanglaBook.org

বুকের পাঁজরার হাড় বেরিয়ে আছে, সে কাছে এসো—।

আর একটা কথাও বিদ্যুৎ চমকের মতন দেবকান্তর মনে হল, সাহেবদের দেশে চলবে বলেই কি বাসু সেনরা এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি বানাচ্ছে ? শিশু শ্রমিক, মাথায় ইঁট-বওয়া মেয়েদের জীবন...

বাসু সেন বলল, ক্যানাডার ক্যালঘেরিতে ডকুমেন্টারি ছবির একটা ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভাল হচ্ছে, এই সেপ্টেম্বর মাসে, ওখানেও আমার ছবিটা পাঠাব। আপনি একটু খোঁজ নেবেন ? ওরা পরিচালককেও ইনভাইট করবে।

মন্ট্রিয়াল থেকে ক্যালঘেরির দূরত্ব ওকে কী করে বোঝাবেন দেবকান্ত ? কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের দূরত্বের চেয়েও বেশি। তা ছাড়া, তিনি যে কাজের উপলক্ষে এখন আফ্রিকায় থাকছেন, সে কথাও বলে লাভ নেই।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আচ্ছা খোঁজ নেব।

বাসু সেন উৎসাহিত হয়ে বলল, আমাদের একটা ফিচার ফিল্ম বানাবার স্ক্রিপ্টও রেডি আছে। কিন্তু মুস্কিল কী জানেন, বাংলা ছবির জন্য প্রোডিউসার পাওয়া দিন দিন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্ক্রিপ্ট পছন্দ হলে এন এফ ডি সি টাকা দেয় বটে, কিন্তু তার অনেক প্যারাফারনেলিয়া, দেরিও হয় অনেক। আপনার মতন এন আর আই-রা ইচ্ছে করলে বাংলা ছবিকে সাহায্য করতে পারেন। আমরা লো-বাজেট ছবি করি, লাখ পঁয়তিরিশের মধ্যে, মোটামুটি এক লাখ ডলার। আপনাদের কাছে তো কিছুই না।

দেবকান্ত মনে মনে বললেন, মাই ডিয়ার বয়, এক লাখ ডলার ইজ আ লট অফ মানি ! ইভ্‌ন ইন আমেরিকা। আমার তো নেই-ই, আমার চেনাশুনো খুব কম লোকেরই ব্যাঙ্কে এক লাখ ডলার আছে। ও দেশে টাকা জমে না। যত্র আয় তত্র ব্যয়। অধিকাংশ সময়ই ধারের ওপর থাকতে হয়। ওদের অর্থনীতি সব সময় ধার নিতে উৎসাহ দেয়। ধার মানেই সুদ।

এ বারে তিনি উত্তর দিতে দেরি করছেন দেখে বাসু সেন আবার জোর দিয়ে বলল, টাকা উঠে আসার গ্যারান্টি হান্ড্রেড পারসেন্ট। ছবিটা যদি এ দেশে নাও চলে, ধরুন, কোনও হলে রিলিজ করলই না, তবু কোনও ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যালে যদি প্রাইজ পায়, পাবেই আমি জানি, তা হলে অনেক দেশে টিভি রাইট বিক্রি হবে, প্যারিসে পম্‌পিদু সেন্টারে দেখাবে, তাতে অনেক টাকা উঠে আসবে।

পরিচারক এসে জানাল, দেবকান্তর টেলিফোন এসেছে।

তিনি এক্সকিউজ মি বলে উঠে গেলেন।

ফোন ধরতেই শোনা গেল, দেবকান্ত, আমি অমর বলছি, আজ সন্ধেবেলা কী করছ ? তোমার সঙ্গে তো ভাল করে গল্প-গুজবই হল না। তুমি আজ রাত্তিরে খাবে আমার সঙ্গে ?

বন্ধুদের মধ্যে অমরই একমাত্র, বন্ধুদের তুই বলেন না, পুরো নাম ধরে ডাকেন।

BanglaBook.org

প্রস্তাবটা শোনামাত্র দেবকান্ত থিয়েটার দেখার পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিলেন। বললেন, এ তো অতি উত্তম কথা। তুমিই ব্যস্ত ছিলে।

অমর বললেন, বাড়িতে খাওয়াতে পারব না ভাই। আমার স্ত্রীর শরীরটা ভাল নয়। মাঝে মাঝে হাঁপানির টান আসে, তখন রান্নাঘরে ঢোকা বারণ।

এই সব ক্ষেত্রে পশ্চিমদেশে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয়, আই অ্যাম সরি টু হিয়ার দ্যাট। এর বাংলা কী ? ভেবে না পেয়ে দেবকান্ত বললেন, ইস ! তাই নাকি ? তোমার স্ত্রীর হাতের রান্না আমি খেয়েছি। চমৎকার রাঁধেন।

অমর বললেন, হ্যাঁ, সুতপা ভালই রাঁধে। কিন্তু ক'দিন বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছে না। বাইরে কোথায় খাওয়া যায় ? তুমি গ্র্যান্ড হোটেলে ছিলে, এখনকার বড় বড় হোটেলে তো প্রায় একই রকম খাবার। সেই জন্যই ভাবছিলাম, ধাবায় খাবে ? কয়েকটা ভাল ভাল ধাবা হয়েছে, ওদের খাবারটা অন্য রকম।

দেবকান্ত বললেন, ভালই তো হবে, অনেকদিন ধাবাতে খাইনি।

অমর বললেন, এয়ারপোর্টের কাছে একটা বড় ধাবা আছে, সেখানে আটটার মধ্যে চলে এসো। আমি এখনই বারাসত যাচ্ছি, ওখানে মিট করব।

দেবকান্ত বললেন, এই রে, মিটিং ? তা হলে তো সময়ের ঠিক থাকবে না।

অমর বললেন, না, না, মিটিং নয়। একটা জমির ব্যাপারে কথা বলতে যাব, একটুও দেরি হবে না। চিনতে পারবে তো ? খুব বড় ধাবা, এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে একটুখানি গেলেই, ইউ কান্ট মিস ইট।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, ইচ্ছে করলে সঙ্গে দু'একজনকে আনতে পারো।

ইঙ্গিত স্পষ্ট। সেটা বুঝে নিয়ে দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, সত্যবানকে বলব ?

অমর বললেন, তোমার যাকে ইচ্ছে। ইয়োর চয়েস।

অমরের সঙ্গে কথা শেষ করে দেবকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সত্যবানকে ফোন করলেন। পরিচারিকাটি ধরে বলল, দাদা বাথরুমে। বউদিকে দেব ?

দেবকান্ত দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। সত্যবানকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করতে গেলে তাঁর স্ত্রীকেও অবশ্যই বলতে হয়। কিন্তু পুরনো বন্ধুদের আড্ডায় অনসূয়া থাকলে প্রাণ খুলে কথা বলা যাবে না। অমরের স্ত্রী আসতে পারবেন না বোঝাই গেল, একা মহিলা হিসেবে অনসূয়াও অস্বস্তিবোধ করবেন। তবু অনসূয়াকে আমন্ত্রণ না জানানো অসভ্যতা। ঝিল্লি যদি থাকে ও বাড়িতে, তা হলে দু'জনকেই বললে...ওদের দু'জনের যে আবার বনে না, কী মুস্কিল !

অনসূয়া এসে ফোন ধরতেই তিনি বললেন, ব্যস্ত ছিলেন নাকি ? বিরক্ত করলাম ? আমি দেবকান্ত।

অনসূয়া বললেন, না, না, বিরক্ত হব কেন ? কেমন আছেন বলুন। আমাদের বাড়িতে আর আসবেন না ?

BanglaBook.org

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ আসব তো বটেই। হয়তো আজই এক বার। শুনুন, আজ সন্ধেবেলা আমরা কয়েক জন বাইরে খেতে যাব ভাবছি। আপনাকে আর সত্যবানকেও যেতে হবে।

অনসূয়া জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ?

দেবকান্ত বললেন, একটা পঞ্জাবি ধাবায়। আপনি ও সব জায়গায় খান তো ?

অনসূয়া বললেন, সে রকম আমার কিছু বাছ-বিচার নেই, কিন্তু আজ সন্ধেবেলা আমাকে একটা পেপার তৈরি করতে হবে, আজ বেরোতে পারব না।

দেবকান্ত তবু বললেন, পেপার কাল সকালে করবেন। চলুন, চলুন।

অনসূয়া বলল, না, কাল সকালে শেষ করা যাবে না। তা ছাড়া, দেখুন, অনেক লোকের মধ্যে আমি ঠিক কথা বলতে পারি না। আমাকে বাদ দিন। উনি যেতে পারেন, এই তো আপনার বন্ধু এসে গেছেন। ধরুন।

সত্যবানের কণ্ঠস্বরে খানিকটা উদাসীন ভাব। তিনি বললেন, কী রে, দেবু, কেমন আছিস। এর মধ্যে আর তোর খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। হোটেল বদলেছিস, শুনেছি।

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, আজ সন্ধেবেলা খুব কাজ আছে তোর ? এয়ারপোর্টের কাছে একটা ভাল পঞ্জাবি ধাবা হয়েছে শুনেছি, সেখানে আজ খেতে গেলে কেমন হয় ?

সত্যবান বললেন, অমর থাকবে নিশ্চয়ই। তুই এখনও তোর মিশান ছাড়িসনি ?

দেবকান্ত বললেন, অমরই প্রস্তাবটা দিয়েছে।

—ধাবা শুনেই বুঝেছি। অমর ওই সব জায়গা ভালবাসে। অমর কি নিজে থেকে আমার নাম করেছে ? না, তুই বলেছিস ?

—আমার মনে হল, অমর চায় তুইও যাবি আমার সঙ্গে।

—ঠিক আছে। যাব। খানিকটা অপমানিত হলে আজ আমার উপকারই হবে।

—তার মানে ? ঠিক বুঝলাম না।

—পরে বুঝিয়ে দেব। তুই কি আমার এখানে চলে আসবি ?

—এই গেস্ট হাউসেই গাড়ি পাওয়া যায়। আমি গাড়ি নিয়ে গিয়ে তোকে তুলে নেব। এই ধর সাড়ে সাতটার মধ্যে।

ফোন রেখে দ্রুত ফিরে এলেন দেবকান্ত। বাসু সেনকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছে।

বাসু সেন একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। বসার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, তার ওঠার তাড়া নেই।

সে বলল, যে ফিচার ফিল্মটার কথা আমরা ভাবছি, তার স্ক্রিপ্ট আমার

BanglaBook.org

সঙ্গেই রয়েছে। আপনি এখন খানিকটা শুনবেন ?

দেবকান্ত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বললেন, আমি শুনব, মানে শুনে কী বুঝব ? আমি তো এ বিষয়ে এক্সপার্ট নই ?

বাসু সেন বলল, না বোঝার কী আছে ? মোটামুটি স্টোরি লাইনটা...মানে, আপনি যদি প্রোডিউস করতে চান, তা হলে স্টোরি বিষয়ে অবশ্যই আপনার মতামত জানা দরকার।

দেবকান্ত বললেন, আপনি ভুল করছেন, বাসুবাবু, আমি প্রোডিউসার হব কী করে ? আমি গরিব মানুষ, আমার অত পয়সা নেই।

বাসু সেন হা-হা করে হেসে উঠল। সে ধরেই নিয়েছে, গ্র্যান্ড হোটেলে ওঠা এন আর আই দেবকান্ত দত্তর এটা অতি বিনয়।

দেবকান্ত বললেন, আমার দু' একজন বন্ধু-বান্ধবদের ও দেশে বলে দেখতে পারি। আপনি স্ক্রিপ্টের একটা কপি আমাকে দিয়ে দেন যদি।

বাসু সেন আপনমনে বলার ভঙ্গিতে বলল, কপি তো নেই, এটা ওরিজিনাল। জেরক্স করাতে গেলে দেড়শো-দুশো টাকা লাগবে...

দেবকান্ত ঠিক বুঝতে পারলেন না, বাসু সেন ওই টাকাটা তাঁর কাছে চাইছে কি না। কিংবা সে কি ভাবছে, জেরক্স করালে সেই টাকাটা বাজে খরচ হবে ?

তিনি ইতস্তত করে বললেন, টাকাটা আপনাকে দিয়ে দেব ?

বাসু সেন বলল, না, না, আপনাকে দিতে হবে না। আমি নীরবিন্দুর অফিস থেকে করিয়ে নেব, দু'-একদিন সময় লাগবে।

দেবকান্তর আর এ বিষয়ে কথা বলার ইচ্ছে নেই, কিন্তু বাসু সেন বসেই আছে। মুখ ফুটে তিনি তো আর ওকে চলে যেতে বলতে পারেন না। কোথায় কতক্ষণ তোমার উপস্থিতি বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত, এ দেশের অনেকেই সেটা বোঝে না।

তিনি চায়ের প্রস্তাব করতেই রাজি হয়ে গেল বাসু সেন। চা খেতে খেতে ফিল্ম বিষয়েই আলোচনা চলতে লাগল। দেবকান্ত লক্ষ করলেন, সেদিন নন্দনে বাসু সেন বলছিল, 'আমাদের ছবি', আজ বলছে, 'আমার ছবি'। কয়েক বন্ধু মিলে ফিল্ম কম্পানি খুলেছে, প্রথম তথ্যচিত্রটি যৌথ উদ্যোগ, কিন্তু অন্যদের আড়ালে কৃতিত্বটা বাসু সেন একা নিতে চাইছে। এটা সামান্য দুর্বলতা, উপেক্ষা করা যেতেই পারে।

অন্যের সামনে ব্যস্ততা বোঝাবার জন্য ঘড়ি দেখাটা দেবকান্তর মতে অভদ্র আচরণ, তিনি তা করতে পারবেন না। কথার মাঝখানে এক বার উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে আকাশ দেখলেন। কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, একটু পরে বৃষ্টি নামবেই। পরিচারককে ডেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে বললেন।

বাসু সেন জিজ্ঞেস করল, আপনি বেরোবেন নাকি ? তা হলে আমি উঠি ?

অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে দেবকান্ত বললেন, আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, আবার আসবেন নিশ্চয়ই।

BanglaBook.org

ঝিল্লি সত্যি কথা বলার খেলা খেলতে চেয়েছিল। কিন্তু মানুষকে কিছু কিছু মিথ্যে কথা বলতেই হয়। সভ্যতা বজায় রাখার জন্য। ভাল না লাগলেও কত কিছুকে বলতে হয় ভাল। গান্ধীজিও কি এ রকম মিথ্যে কথা বলতেন না ?

॥ ৯ ॥

বসবার ঘরে নয়, জ্যোৎস্না আজ দেবকান্তকে নিয়ে গেল সত্যবানের লেখার ঘরে। লেখকের ঘরে প্রচুর বই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। চারটি দেওয়ালেই উঁচু উঁচু র‍্যাক বইতে ঠাসা। বাঙালি লেখক, তবু ইংরিজি বই বেশি। চোখে পড়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পুরো সেট, কার্ল মার্কস ও টয়েনবি, এই পরস্পরবিরোধী দুই লেখক পাশাপাশি।

সত্যবানের লেখার টেবিলটি এমন কিছু দর্শনীয় নয়, বেশ ছোট, জানলার ধারে। জানলার বাইরে একটা করবী ফুলের গাছ উঁকি মারছে। সত্যবান লেখাতে মোটেই ব্যস্ত নন, টেবিলের ওপর একটা রামের বোতল, হাতে গেলাশ, চেয়ারে গা এলিয়ে পা তুলে দিয়েছেন একটা মোড়ার ওপর। পাজামার ওপরে গেঞ্জি পরা, মুখে দু' তিন দিনের দাড়ি।

দেবকান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কী, তুই তৈরি হোসনি ?

সত্যবান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, যাব ? ঠিক বুঝতে পারছি না। না গেলেই বা কী হয় ?

দেবকান্ত বললেন, সে কী ! অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়ে গেছে। তুই এই সন্ধেবেলা একা বসে বসে মদ খাচ্ছিস ?

সত্যবান বললেন, খাচ্ছি, কিন্তু নেশা হচ্ছে না। কিছুই ভাল লাগছে না। মনটা অসাড় হয়ে আছে।

দেবকান্ত বললেন, ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ, পার্থ ! উঠে পড়, দাড়ি কামিয়ে নে, ভাল সাবান মেখে স্নান কর, পাট ভাঙা পোশাক পরলেই দেখবি এই ক্লৈব্য কেটে যাবে।

সত্যবান বললেন, তুই আমার ওপর গীতা ঝাড়ছিস ?

দেবকান্ত বললেন, অমরকে বলেছি, আটটার মধ্যে পৌঁছব।

সত্যবান বললেন, তুই একা চলে যা।

দেবকান্ত বললেন, একটু দেরি হলে ক্ষতি নেই। প্লিজ চল।

গেলাশটা ঠকাস করে টেবিলে রেখে সত্যবান সোজা হয়ে বসে বললেন, তুই একা যেতে চাস না ? চল তা হলে...খানিকটা অপমান সহ্য করলে হয়তো আমার উপকারই হবে।

—তুই ফোনেও এই কথা বলেছিলি। তোকে কে অপমান করবে ? অমর ? আমার সামনে অমর তোকে অপমান করবে, এ কখনও হতে পারে ?

—করবে করবে, ঠারে ঠোরে ঠিকই করবে। ওটা ওর অভ্যেস হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। ঈর্ষার আগুন সব সময় ধিকিধিকি করে জ্বলে। কখনও নেভে না। তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই। একটা লেখা শুরু করেছি, কিছুতেই এগোচ্ছে না, মনটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। এই অবস্থা কাটবার জন্য দরকার কোনও রঙ্গময়ী রমণীর নিভৃত সঙ্গ। তা আর পাচ্ছি কোথায় ? অথবা, কেউ যদি অপমান করে, বার বার খোঁচা দেয়, তখন মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ডিফেন্স মেকানিজম চালু হয়ে যায়।

—তোর বাড়িতেই তো সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে।

—তুই কি আমার কথাটা বুঝতে পারলি না, না ইচ্ছে করে বুঝতে চাইছিস না ? মানুষের যখন অসুখ হয়, তখন মুখে দুধ রোচে না, চিকেন স্টু রোচে না, ঝাল ঝাল কাবাব, এমনকী ঝাল আলু কাবলিও খেতে ইচ্ছে করে।

—ইচ্ছে করে, তবে অনেক সময় ইচ্ছেটা ভেতরেই থেকে যায়।

—তোদের ও দেশে তো ইচ্ছে মেটাবার জন্য অসুবিধে থাকার কথা নয়। হ্যাঁরে দেবু, তুই তো এখন আফ্রিকায় আছিস, ওখানে বেশ টাইট চেহারার কোনও কালো মেয়ের সঙ্গে তোর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ?

—তুই তো জানিস সত্যবান, আমি এই সব ব্যাপার নিয়ে গল্প করি না।

—চেপে যাচ্ছিস। তুই শালা ব্যাচিলার, তোর অনেক সুবিধে। তুই কি সারা জীবনই চিরকুমার সভার মেম্বার হয়ে থাকবি ?

—সে রকম কোনও প্রতিজ্ঞা করিনি। মনটা খোলা রেখেছি। এবার উঠে পড়।

—ঠিক আছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

সত্যবান ওপরে উঠে যাবার পর দেবকান্ত বসবার ঘরে চলে এলেন। যে ক'বার এসেছেন, সব সময়ই বাড়িটা বড় বেশি নিস্তব্ধ মনে হয়। এক জন খ্যাতিমান লেখক, তাঁর কাছে প্রকাশক-সম্পাদক-উঠতি লেখক-লেখিকার দল সব সময় ভিড় করে থাকবে, এ রকম তিনি কখনও দেখেননি, অবশ্য সকালের দিকে তিনি এক বারও আসেননি। অনসূয়া যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করেন, তাঁর উপস্থিতিও টের পাওয়া যায় না।

দেবকান্ত এক দৃষ্টিতে ওপরে ওঠার সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ওই সিঁড়িতে প্রথম দেখেছিলেন ঝিল্লিকে। দেখামাত্র বুকে প্রচণ্ড কম্পন জেগেছিল। আজও দেবকান্তর চক্ষু তৃষিত হয়ে গেল, ঝিল্লি কি এক বার নামবে না ? সে আছে এ বাড়িতে ?

একটু পরেই সত্যবান নেমে এলেন। এর আগে দেবকান্ত ওঁকে সব সময় ফিটফাট দেখেছেন, ধুতি-পাঞ্জাবি বা প্যান্ট-শার্ট দুই-ই পরেন সত্যবান, নিখুঁত ইস্ত্রি করা। এখন পাজামার ওপর একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসেছেন, সেটাও খানিকটা কুঁচকোনো, দাড়ি কামাননি। চেহারা ও পোশাকের এই অবিন্যাস তাঁর খ্যাতির উপযোগী নয়।

তবু কোনও মন্তব্য করলেন না দেবকান্ত। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, তুই বুঝি

BanglaBook.org

রোজ দাড়ি কামাস না ?

সত্যবান বললেন, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে না। একঘেয়ে লাগে।

দেবকান্ত বললেন, অল্প বয়েসে প্রায়ই দাড়ি না কামিয়ে বেরোতাম, তখন কিছু মনে হত না। এখন রোজই দাড়ি কামাতে হয়, নইলে দু'-চারটে পাকা দাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

সত্যবান বললেন, তাতেই বা কী আসে যায় ? দাড়ি কামিয়ে মেয়েদের ভোলানো যায় না।

দেবকান্ত হেসে ফেলে বললেন, আমরা কি সব সময় মেয়েদের ভোলাবার জন্য ব্যস্ত ?

সত্যবানও বিচিত্রভাবে হাসলেন। পোশাকের মতনই, আজ তাঁর হাব-ভাবও অন্য রকম।

বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে হঠাৎ দেবকান্তর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, সতু, ঝিল্লির সঙ্গে অমরের কী হয়েছিল রে ?

ভুরু কুঁচকে সত্যবান বললেন, তোকে কে বলল ?

—নিশি। ঘটনাটা জানায়নি, তবে মনে হল, ঝিল্লির কোনও ব্যবহারে অমর অপমানিত বোধ করেছে।

—হবারই কথা। আরে, আমার এ মেয়েটা তো পাগল। যখন কোনও ব্যাপারে জেদ চাপে, তখন অন্য কিছুই চিন্তা করে না। এক সময় ও আমার লেখার অন্ধ ভক্ত ছিল। কারোর কোনও সমালোচনা সহ্য করতে পারত না। কেউ কেউ তো সমালোচনা করবেই। নিন্দে করবে। পার্ট অফ দা গেইম।

—অমর নিন্দে করছিল ?

—ঠিক নিন্দেও নয়, বক্রোক্তি যাকে বলে। আমার সঙ্গে তুলনা করে অন্য এক জন লেখকের বেশি প্রশংসা। আমার কোনও গল্পের সঙ্গে বিদেশি কোনও লেখকের গল্পের মিল আছে, এই ধরনের ইঙ্গিত, বাজে কথা যদিও। আমি এ সব গায়ে মাখি না, কোনও দিন প্রতিবাদও করি না। আমার বুকে অনেক লোম আছে দেখেছিস তো। তার একগাছি দু'গাছি কেউ ছিঁড়লে কিচ্ছু আসে যায় না। কিন্তু অমরের ওই লেখা পড়ে ঝিল্লি একেবারে রেগে আগুন। বার বার আমাকে বলতে লাগল, এই তোমার বন্ধু ? এই যদি বন্ধু হয়, তা হলে শত্রু কে ? আমি যত বোঝাবার চেষ্টা করি, ও সব গ্রাহ্য করতে নেই, সে কিছুতেই শুনবে না।

—অমর তখন তোর এ বাড়িতে আসত ?

—তার কিছু আগে থেকেই যাওয়া-আসা কমে গিয়েছিল। এটা বোধহয় সাত-আট বছর আগেকার কথা। ঝিল্লি তখন এম-এ পরীক্ষা দিয়েছে কিংবা দেবে। অমর একদিন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে একটা সেমিনারে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিল। বাংলা, ইংরিজি, হিস্ট্রি, ফিলজফি সব ডিপার্টমেন্টের

BanglaBook.org

ছেলেমেয়েরা উপস্থিত, তাদের মধ্যে ঝিল্লি। বাগে পেয়ে অমরকে যাচ্ছেতাই ভাবে হেক্‌ল করেছে আমার মেয়েটা। পরে আমি অমরকে টেলিফোন করে ক্ষমা চেয়েছি, তাতেও অমরের রাগ কমেনি। ঝিল্লিকে দিয়ে কিছুতেই ক্ষমা চাওয়ানো যায়নি। অত বড় মেয়েকে আমি আর কতটা জোর করতে পারি বল ?

—ঝিল্লি কী বলেছিল ?

—অমর লিখিত পেপার পড়েছিল। তার মধ্যে কিছু কিছু ইংরিজি কবিতার কোটেশান ছিল। ঝিল্লি ইংরিজির ছাত্রী, পড়াশুনোয় বরাবরই ভাল। অমরের দু'-একটা কোটেশানের ভুল ধরে ফেলল। কোনওটাকে বলল, আউট অফ কনটেক্সট ! আমরা কলেজে ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা কবিতা পড়েছিলাম মনে আছে ? ইয়ারো ভিজিটেড। ইস দিস ইয়ারো ? দিস দা স্ট্রিম হুইচ মাই ফ্যান্সি চেরিশ্‌ড...। অমর কিছু পেয়ে হতাশ হবার সঙ্গে তুলনা দিয়ে ওই কবিতার কয়েক লাইন কোট করেছিল। ঝিল্লি তা শুনে ঠাট্টা করে বলেছিল, আপনি বুঝি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের পরে আর ইংরিজি কবিতা পড়েননি ? আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোটেশান ? এর চেয়েও খারাপ, অমর এক বার যেই বলেছে, 'আমরা যারা লেখক', তক্ষুনি ঝিল্লি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আপনি লেখক কি না তা পাঠকরা বিচার করবে, আপনি নিজের মুখে বলবেন কেন ? লিখলেই সবাই লেখক হয় না। অনেকে সারা জীবন 'পেন-পুশার' থেকে যায় ! খাঁটি পোয়েট-এর চেয়ে পোয়েটাস্টার-এর সংখ্যা অনেক বেশি। অনেকের গায়ে চুলকুনি রোগ থাকে বলে তারা সমালোচক সাজে। ছি ছি, এই ভাবে কেউ বলে ? অতগুলো ছাত্রছাত্রী খলখল করে হাসছিল ! অমর এত রেগে গিয়েছিল যে, কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। ভেবে দ্যাখ অবস্থাটা।

—কল্পনা করতে পারছি।

—অমর তো অনেকক্ষণ ঝিল্লিকে চিনতেই পারেনি। ওই বয়েসটায় চেহারায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন আসে, ঝিল্লি তখন শাড়ি পরে না, সব সময় প্যান্ট-শার্ট, চুল ছেঁটে ফেলেছে, অমর ওকে কয়েক বছর দেখেওনি। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তো অনেকেই জানে যে, ঝিল্লি আমার মেয়ে, তারা ওই তর্কযুদ্ধে বেশি মজা পাচ্ছিল। শেষে এক জন অমরের কানে কানে ঝিল্লির পরিচয়টা যেই জানিয়ে দিল, তখন সে আরও অপমানে নীল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এটা কি আমার দোষ ? আমি ঝিল্লিকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম ?

—এর পরে আর অমরের সঙ্গে দেখা হয়নি ?

—ঝিল্লির সঙ্গে হয়নি। আমার সঙ্গে হয়েছে। কোনও কোনও সভা-সমিতিতেও দেখা হয়েই যায়। শুধু ফোনে নয়, সামনা সামনিও আমি ক্ষমা চেয়েছি, কিন্তু অমর মানতে চায় না।

একটু চুপ করে গিয়ে, আপন মনে সিগারেট টানতে টানতে সত্যবান আবার

BanglaBook.org

বললেন, ঝিল্লি কিন্তু এখন আর আমার লেখা পড়ে না। কিংবা, পড়লেও কিছু বলে না। আমি আর আমার মেয়ের প্রিয় লেখক নই।

উল্টোডাঙার মোড়ে কীসের জন্য যেন যান-জট, গাড়ি থেমে আছে, দেবকান্তও একটা সিগারেট ধরালেন। সত্যবানের কথা শুনতে শুনতেই তাঁর মনে পড়েছিল, সেদিন রাতে যখন ঝিল্লির সঙ্গে সত্যি কথা বলার খেলা চলছিল, তখন এই ঘটনাটার কথা জিজ্ঞেস করতে পারতেন। তা হলে আরও বিস্তৃতভাবে জানা যেত। এ ছাড়াও আর একটা প্রশ্ন তাঁর মনে পড়েনি।

সত্যবানের শেষ কথাটা শুনে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ও কি আর কোনও লেখকের লেখা বেশি পছন্দ করে?

সত্যবান বললেন, তা জানি না। মনে হয়, বাবার ওপর রাগ করে ও বাংলা লেখাই পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে রাগ করে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আর আসেনি। আমিও এমনই বাবা, নিজে থেকে মেয়ের সঙ্গে এক বার দেখা করতে যেতে পারি না! দেবু, তোর সঙ্গে এর মধ্যে আর ঝিল্লির দেখা হয়েছিল।

দেবকান্ত খুব সাবধানভাবে বললেন, হ্যাঁ, এক বার দেখা হয়েছিল।

কোথায় এবং কখন দেখা হয়েছিল, তা বললেন না। রাত তিনটের সময়ে সেই অভিযানের কথা ঝিল্লির বাবাকেও বলা যায় না। একটি যুবতী মেয়ে একা থাকে, তার ব্যাকুল ডাক শুনে ওই রকম সময়ে দেখা করতে যাওয়ার কথা শুনলে সকলে একটাই অর্থ ধরে নেবে। এমনকী সত্যবানের মনেও খটকা লাগতে পারে। অথচ সে রকম কিছুই হয়নি। কেউ বিশ্বাস করবে?

সত্যবান বললেন, আমার ওপর ওর কী রাগ, কী রাগ! আমার সম্পর্কে একটা অবসেশান হয়ে গেছে! ভয় হয়, খুব ভয় হয়, কোন দিন না ঝোঁকের মাথায় আত্মহত্যা করে বসে। এক বার চেষ্টাও করেছিল!

যেন এ রকম কথা আগে শোনেননি, দেবকান্তকে এ রকম ভাব দেখাতেই হল। ছদ্ম-বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক কথা! সামনে ওর বিরাট সম্ভাবনাময় জীবন পড়ে আছে, ফিল্ম নিয়ে অনেক কিছু করার কথা ভাবে...

সত্যবান বললেন, কিছুদিন, অন্তত কয়েকটা বছরের জন্য মেয়েটা যদি বাইরে গিয়ে কোথাও থাকে, ওর পক্ষে খুব ভাল হবে, আমিও শান্তি পাব। দেবু, কাল থেকে মাঝে মাঝেই একটা কথা আমার মনে আসছে। যত ভাবছি, ততই মনে হচ্ছে, এটা অযৌক্তিক নয়। তুই ঝিল্লিকে বিয়ে কর না!

দেবকান্ত জোরে হেসে উঠলেন।

সত্যবান বললেন, এটা হাসির কথা হবে কেন? বয়েসের তুলনায় তোর স্বাস্থ্য ভাল আছে। তোর সামনেও অনেকখানি জীবন পড়ে আছে। একটা সময় দেখবি, এক জন সঙ্গিনী না থাকলে জীবনটা খাঁ খাঁ করবে। একা একা কোনও কিছুই পুরোপুরি ভাল লাগবে না। তুই ঝিল্লিকে বেশি দেখিসনি, আমি নিজের মেয়ে বলে বলছি না, আমার তো একটা আলাদা দেখার চোখও আছে,

BanglaBook.org

এ রকম খাঁটি মেয়ে খুব কম হয়। ন্যায়-অন্যায় বোধ অত্যন্ত প্রবল। এ ভেরি গুড হিউম্যান বিয়িং!

—ঝিল্লি খুব ভাল মেয়ে...অবশ্যই ঠিক। কিন্তু তা বলে তুই আমাকে একথা বলতে পারলি? পাগল হয়েছিস নাকি?

—এর মধ্যে পাগল হওয়ার কী আছে।

—ঝিল্লি তোর মেয়ে...আমি তোর বন্ধু, শুধু তাই নয়, সুজাতারও বন্ধু ছিলাম...এ রকম কথা কেউ ভাবতে পারে।

—না ভাবার কী আছে? ঝিল্লির কলকাতা থেকে দূরে কোথাও চলে যাওয়া দরকার...আর তুই, কতদিন আর বাউন্ডুলে জীবন কাটাবি? তোর কাছে ও থাকলে আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—এ সব আমাকে কী বলছিস সতু? আমি তোর সমবয়েসী।

—তাতে কী হয়েছে। ওটা কোনও ব্যাপারই নয়! আমার বাবার সঙ্গে আমার মায়ের বয়েসের ডিফারেন্স ছিল উনিশ বছর। হ্যাপিলি ম্যারেড কাপ্‌ল ছিলেন।

—তবু একটা সম্পর্কের ব্যাপার আছে তো? তোর মেয়ে...সে তো আমারও মেয়ের মতন।

—ওটা বাজে কথা! মেয়ের মতন, আর নিজের মেয়ে, এর মধ্যে অনেক তফাত! একমাত্র রক্তের সম্পর্ক ছাড়া, পৃথিবীর আর সব নারীর সঙ্গেই সম্পর্ক বদলানো যায়। দিদি, বউদি, মাসি বলে ডেকেও কত লোক প্রেম করে। মোট কথা, আমি যদি তোর জায়গায় থাকতাম, এ রকম এলিজিবল ব্যাচিলার, আমি ঝিল্লির মতন মেয়েকে দেখলে বিয়ে করতে চাইতাম, করে লাভবান হতাম।

—আর ঝিল্লিও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যেত!

—সেটা দেখতে হবে। আমার মনে হয়, মানুষ হিসেবে ঝিল্লি তোকে পছন্দ করেছে। ওর পছন্দ-অপছন্দ বোধ খুব তীক্ষ্ণ। তোর কোনও ব্যবহার ওর অপছন্দ হলে ও আর কিছুতেই দ্বিতীয় বার তোর সঙ্গে দেখা করত না। বাবার বন্ধু বলেও পাত্তা দিত না।

—ঝিল্লি তার কাছাকাছি বয়েসী কোনও ছেলেকে একদিন নিজের জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে। সতু, মেয়ের বিয়ের চিন্তায় তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

—মেয়ের বিয়ের চিন্তা নয়, ওই মেয়ের জীবন নিয়ে চিন্তায় আমার লেখা-টেখার সব বারোটা বেজে যাচ্ছে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না, 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরন্তী না পায় ঘর'। ঝিল্লির ক্ষেত্রে দুটোই সত্যি। ঝিল্লি যে সুন্দরী, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর সমবয়েসী কারোকেই ওর পছন্দ নয়। এক বার ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করল, তাও টিকল না। ওর কি কোনওদিন ঘর সংসার জুটবে? ও যদি অভিমান করে জীবনটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, তা হলে আমি কি শান্তি পেতে পারি?

BanglaBook.org

লিখতে বসলেই ওর কথা মনে পড়ে।

—কীসের অভিমান ?

—খুব জটিল ব্যাপার। ওর মা চলে গেছেন, কত বছর হয়ে গেল, ও এখনও মনে করে আমি ওর মায়ের প্রতি অবিচার করেছি। সুজাতার স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাচ্ছি। এমনকী...

থেমে গিয়ে সত্যবান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দেবকান্ত টের পেলেন, তাঁর বুকের মধ্যে তিরতির করে একটা খুশির ঝর্না বয়ে যাচ্ছে। যেন সত্যবান তাঁকে ভদ্রতা-সভ্যতা, ন্যায়-নীতির গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়ে দিলেন, একটা মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটে গেল। এখন থেকে ঝিল্লি একটি অসাধারণ রমণী, সে যে সত্যবানের মেয়ে, তা মনে রাখতে হবে না।

আগে যদি জানতেন, তা হলে সেই শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে ছাদে দৌড়দৌড়ি করার সময় তিনি কি ঝিল্লিকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখতেন না ?

এমনকী'র পর আর কী বলতে যাচ্ছিলেন সত্যবান ?

সেটা জানার আগেই সত্যবান বললেন, এই তো ধাবা পেরিয়ে যাচ্ছে, গাড়িটা থামাতে বল।

এর মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নেমেছে। রাস্তার পাশে নোংরা জল। চটি পরা পায়ে, পাজামা খানিকটা তুলে সাধারণ মানুষের মতন সেই জল পেরিয়ে গেলেন সত্যবান। দেবকান্ত একটা লাফ দিলেন।

ধাবা সম্পর্কে দেবকান্তর ধারণা ছিল, টালির ছাউনি দেওয়া রাস্তা... পাশের হোটেল, সামনে খাটিয়া পাতা, গনগন করে জ্বলে মস্ত বড় উনুন, সেখানে গরম গরম রুটি সেঁকে দেওয়া হয়। এ যে রীতিমতন সাজানো গোছানো ব্যাপার, পাকা বাড়ি, ভেতরে মস্ত বড় হলের মতন। অন্তত গোটা তিরিশেক টেবিল। একেবারে কোণের দিকে একটা টেবিলে বসে আছে অমর, তার পাশে এক জন মহিলা, ঝিল্লির চেয়ে বড় জোর বছর পাঁচেকের বড়।

চ্যাংড়া ছেলের মতন বন্ধুকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে সত্যবান বললেন, অমর ওই যে এক জন হেভি সুন্দরীকে নিয়ে এসেছে, ওটা হচ্ছে আমাকে প্রথম অপমান! তোকে দেখিয়ে দিল, সত্যবান বাড়ুজ্যের নিজের বউ ছাড়া অন্য মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরার মুরোদ নেই, ওর আছে।

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সত্যবান হেসে বললেন, আমি একটু প্রশ্রয় দিলে ও রকম মহিলারা... কেন প্রশ্রয় দিই না বলত ? আমার ঝিল্লির বয়েসী মেয়ে রয়েছে। আমার কি এ রকম দেখানেপনা মানায় ?

অমর বেশ সাজগোজ করে এসেছেন, সাদা প্যান্ট, লাল-কালো ডোরা কাটা ফুল হাতা শার্ট গুঁজে পরা, চুল কুচকুচে কালো, অবশ্যই কলপ দেওয়া। কিছুটা মোটা হয়ে গেছেন, তবু বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে।

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে অমর বললেন, এসো, এসো। সত্যবান, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় তোমার একটা ইন্টারভিউ পড়লাম, কতকগুলো কথা খুব ভাল বলেছ!

চেয়ারে বসে পড়ে সত্যবান বললেন, এখানে কি মদ দেয়?

অমর বললেন, দেখছি, ব্যবস্থা করা যাবে। আলাপ করিয়ে দিই, ইনি বর্ষা মজুমদার, আমার বান্ধবী, ভাল গান করেন। আর দেবকান্ত দত্ত আমাদের অনেক দিনের বন্ধু, বিদেশেই আছে বহুদিন, আর সত্যবানকে তুমি বোধহয় চেনো।

মহিলার রং বেশ ফর্সা, মসৃণ গাল দুটি যেন গর্জন তেলে পালিশ করা, চকলেট রঙের লিপস্টিক মেখেছে ঠোঁটে। দেবকান্তকে দ্রুত এক বার নমস্কার করে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইল সত্যবানের দিকে।

অমর জিজ্ঞেস করলেন, সত্যবান, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এলে না কেন?

সত্যবান বললেন, ও যেতে চায় না কোথাও। সুতপা কেমন আছে? অনেকদিন দেখিনি।

অমর বললেন, এই আছে এক রকম। তোমার স্ত্রী অনসূয়া চৌধুরী নামে লেখেন, তাই না? একটা প্রবন্ধ পড়লাম।

সত্যবান বললেন, ও আগে থেকেই লিখত, তাই লেখার ব্যাপারে পদবি বদলায়নি।

অমর বললেন, আগে অনসূয়া চৌধুরীর ভাষা বেশ ঝাঁঝালো ছিল, এখন বড্ড বেশি অ্যাকাডেমিক হয়ে যাচ্ছে।

সাহিত্য আলোচনায় সত্যবানের কোনও উৎসাহ নেই, তাই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিজেই টুসকি দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলেন।

দেবকান্ত মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী গান করেন? মাপ করবেন, আমি বাইরে থাকি, তাই এখনকার অনেক বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না।

বর্ষা বলল, আমি বিখ্যাত-টিখ্যাত নই। এমনিই রবীন্দ্রসঙ্গীত করি। তাও ছোটখাটো ফাংশানে। অমরদা ধরেছেন, একটা টিভি সিরিয়ালে গাইতে হবে... আসলে আমি বই পড়তে খুব ভালবাসি।

দেবকান্ত বললেন, একদিন আপনার গান শুনতে হবে। ক্যাসেট আছে নিশ্চয়ই।

বর্ষা বললেন, না, এখনও ক্যাসেট-ট্যাসেট বেরোয়নি।

অমর মুখ ফিরিয়ে বললেন, বেরোবে, শিগগির বেরোবে।

বেয়ারাটির সঙ্গে নিচু গলায় কিছু আলোচনা করে সত্যবান ঘোষণা করলেন, এখানে মদ দেবে না বলছে, অসুবিধে আছে, লাইসেন্স নেই।

অমর বললেন, কী ব্যাপার, তোমার তো ড্রিংকসের প্রতি এত আগ্রহ কখনও দেখিনি। অনেক সময় নিতে চাইতে না।

সত্যবান বললেন, দূর! মদ-ফদ ছাড়া কি পঞ্জাবি খাবার খাওয়া যায়?

BanglaBook.org

আড্ডাও জমে না।

দেবকান্ত বুঝতে পারলেন, সত্যবান নিজের চরিত্র-বিরোধী ব্যবহার করছেন। যেন তিনি আজ জোর করে নিতে চাইছেন অরুণেন্দুর ভূমিকা।

তিনি আবার বললেন, মদ দেবে না, তা হলে আর এখানে বসে কী হবে? তার চেয়ে বরং এয়ারপোর্ট হোটেলে—

অমর ব্যক্তিত্বের তেজ দেখিয়ে বললেন, কে বলেছে দেবে না? আলবাত দেবে!

তিনি বেয়ারাটিকে ডাকিয়ে কী সব নির্দেশ দিলেন। সে ঘাড় বেঁকিয়ে হেঁ হেঁ করতে লাগল। তারপর এ টেবিল ছেড়ে সবাই মিলে বসা হল পেছন দিকের একটা পর্দা ঢাকা খুপরিতে।

যেতে যেতে সত্যবান দেবকান্তর দিকে তাকিয়ে ভুরুর সামান্য ইঙ্গিত করলেন। যেন, এটা অমরের দ্বিতীয় অপমান। সত্যবান যেচে যেচে নিচ্ছেন।

স্বচ্ছ নয়, ঘোলাটে কাচের গেলাস এল চারখানা। আস্ত একটা মদের বোতল। এক প্লেট পুঁটি মাছ ভাজা। সন্দেহজনক চেহারার সোডা।

দেবকান্ত বললেন, মহিলাটির জন্য কিছু আনতে হবে, কোল্ড ড্রিংকস, বা বিয়ার?

অমর বলল, না, বর্ষা হুইস্কিই খায়।

বর্ষা বলল, আমি কারুর কাছ থেকে একটা সিগারেট নেব!

দেবকান্ত শশব্যস্তভাবে নিজের প্যাকেট বার করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন। বাঙালি মেয়েদের ঠোঁটে সিগারেট দেখতে এখনও তিনি অভ্যস্ত নন, যদিও উত্তর আমেরিকায় এখন ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই বেশি সিগারেট টানে। যে-সব বাঙালি মেয়েরা পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে ও দেশে গেছে, তারা কিন্তু প্রায় কেউই সিগারেট খায় না।

এই মহিলাটি পুরুষদের সমকক্ষ হতে চায়, অথচ আদুরে আদুরে ভাব। সবাই একে মোটামুটি সুন্দরীই বলবে, তবু কেমন যেন একটা আলুভাতে মার্কা ব্যাপার আছে। কথা বলতে বলতে গলে যায়। সত্যবান যে রঙ্গময়ী রমণীর কথা বলেছিলেন, তা কোনওক্রমেই এ মহিলার সঙ্গে মেলে না। কথা শুনলেই বোঝা যায়। এর দুঃখবোধ বা হর্ষ, কোনওটাই গভীর নয়। সেই জন্যই সত্যবান একেবারেই এর দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন না। কেউ কথা না বললে খারাপ দেখায়, তাই দেবকান্ত মাঝে মাঝে দুটো একটা প্রশ্ন করছেন।

এক সময় দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, এই বুড়োদের আড্ডা কি আপনার ভাল লাগছে?

বর্ষা সঙ্গে সঙ্গে বলল, মোটেই আপনারা বুড়ো নন! লেখকরা কখনও বুড়ো হন না।

দেবকান্ত বললেন, আমি লেখক নই, তাই বুড়ো হয়ে গেছি।

BanglaBook.org

অমর বললেন, আমাদের মধ্যে তুমিই কিন্তু এখনও বেশ যুবক আছ, দেবকান্ত। আমিও অবশ্য নিজেকে বুড়ো মনে করি না। ষাট বছর বয়েসেও নতুনভাবে জীবন শুরু করা যায়। তোমার তো এখনও ষাট হয়নি।

নিজের কাঁচা-পাকা, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে, ফিকফিকিয়ে হেসে সত্যবান বললেন, আমি যদি সত্যি বুড়ো হইনি, লোকেরা শুনে হাসবে।

অমর বললেন, তুমি তো এখনও অল্পবয়েসী ছেলেদের প্রেমের কাহিনী লেখো।

সত্যবান বললেন, বানিয়ে বানিয়ে লিখি। বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তাই আজকাল আর কেউ পড়তে চায় না।

আজ নিজেকে ছোট করবেন, অতি সাধারণ করে তুলবেন, সত্যবান যেন এ রকম প্রতিজ্ঞা করেছেন।

দেবকান্ত অন্য বন্ধুদের কথা তুললেও অমর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাহিত্যের আলোচনায় চলে আসছেন। সত্যবানকে জিজ্ঞেস করলেন, ফ্রন্ট লাইন পত্রিকায় তোমার একটা গল্প দেখলাম। ওটা অনুবাদ, না অরিজিনাল ইংরিজিতেই লিখেছ?

সত্যবান অবহেলার সঙ্গে হাত নেড়ে বললেন, না না না, কেউ অনুবাদ করেছে। আমি আবার ইংরিজি লিখব কী করে?

অমর বললেন, তোমার তো সুবিধে আছে। তোমার মেয়ে অত ভাল ইংরিজি জানে, তাকে দেখিয়ে নিতে পারো।

সত্যবান আবার দেবকান্তর দিকে চোখের ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ, এটা তৃতীয়!

দেবকান্ত অবশ্য অমরের তেমন কিছু দোষ দেখতে পেলেন না। ব্যবহারে খানিকটা অ্যারোগ্যান্স আছে বটে, আবার তার কথাগুলো সরল অর্থেও নেওয়া যেতে পারে।

আড্ডা তেমন জমছে না। মিলছে না মনের তরঙ্গগুলি। এর কারণ কি সত্যবান আর অমরের মধ্যে টেনশান? অথবা, বর্ষা নামের মেয়েটি উপস্থিত আছে বলে তিনটি পুরুষ ঠিক মন খুলতে পারছে না। অমর এ মেয়েটিকে নিয়ে এল কেন?

মদের জন্য অতটা ঝোঁক দেখিয়েও বেশি পান করছেন না সত্যবান। একটা নিয়ে বসে আছেন। নিজে থেকেও কোনও কথা বলছেন না, কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছেন সংক্ষেপে। এতে কি আড্ডা জমে?

অমরের অনেক কৌতূহল সত্যবান সম্পর্কে। সত্যবানের ভাবখানা এই যে লেখা-টেখার ব্যাপার এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, লেখাটা জীবিকা হিসেবে নিয়েছেন, তাই লিখতে হয়। কিন্তু অমরের কথায় ফুটে ওঠে, তিনি লিখছেন অমরত্বের জন্য। পাঠকরা এখনও তার লেখার সঠিক মর্ম বুঝতে পারছে না।

এক বার তিনি সত্যবানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এই অকটোবরে

BanglaBook.org

সুইডেনে যাচ্ছ ?

সত্যবান এক অক্ষরে উত্তর দিলেন, না।

অমর বললেন, তোমার নামে ইনভিটেশান এসেছিল শুনেছিলাম ?

সত্যবান বললেন, একখানা চিঠি এসেছিল, জানিয়ে দিয়েছি যাব না। ওই সময় ওই দেশে খুব ঠাণ্ডা পড়ে। আমি ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারি না।

অমর বললেন, কফি হাউসে জোর গুজব, তুমি সুইডেনে নোবেল প্রাইজ কমিটির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ।

এটা চার নম্বর ?

দেবকান্ত লক্ষ করছেন, এগুলো যদি খোঁচা হয়, সত্যবান কিন্তু পাল্টা কোনও জবাব দিচ্ছেন না। শুধু হাসছেন আপনমনে।

খানিকবাদে দু'বার হুইস্কি খেয়ে বর্ষা বেশ ছটফটিয়ে উঠল। সত্যবান তার সঙ্গে সরাসরি একটা কথাও না বললেও সে কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তাকিয়ে আছে সত্যবানের মুখের দিকে।

এ বারে সে বলল, সত্যদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

সত্যবান মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন শুধু।

বর্ষা বলল, আপনি কমলকলি নামে একটি মেয়েকে চেনেন ?

—চিনি।

—কমলকলি আমার বিশেষ বন্ধু। আপনি ওকে কয়েকটা চিঠি লিখেছেন। চন্দননগরে ওদের বাড়িতেও গেছেন।

—হ্যাঁ গেছি, অনেকদিন আগে।

—চার, পাঁচ বছর আগে।

—তা হবে।

—কমলকলি আপনার লেখা চিঠিগুলো আমায় দেখিয়েছে। আপনার সঙ্গে ওর বিশেষ একটা সম্পর্ক ছিল

—চিঠিতে তাই আছে বুঝি ?

—আপনি ওকে, মানে, আপনি মুখেও অনেক কিছু প্রমিজ করেছিলেন। তারপর অনেকদিন আসেননি। কমলকলি একদিন আপনার বাড়ি গিয়েছিল, আপনি প্র্যাকটিক্যালি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কমলকলি সত্যি এত আঘাত পেয়েছে...

দেবকান্ত অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভুরু তুলে রইলেন। এ সব কী হচ্ছে ? এ মেয়েটি কুৎসা ছড়াচ্ছে সত্যবানের নামে। বন্ধুদের সামনে তাঁকে হৃদয়হীন দুশ্চরিত্র বানাতে চাইছে ? অমর এই জন্যই মেয়েটিকে এনেছে, নিজের মুখে কিছু না বলে ওকে দিয়ে বলাবে !

অমর বললেন, এই বর্ষা, ও সব কথা এখানে কেন ? ও সব মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কিন্তু এই আঘাতের প্রার্থিত ফল ঠিকই ফলল। সত্যবান যেন এটাই

BanglaBook.org

চেয়েছিলেন। সিংহের মতন কেশর ঝাঁকিয়ে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর জড়তা কেটে গেছে। ঝকঝক করছে চক্ষু।

কথাতেও কোনও জড়তা নেই, সতাবান স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, বর্ষা, এতক্ষণ তুমি আমায় না-চেনার ভান করছিলে, তোমার কথা এখানে কিছু বলব না। তুমি আমাকে যে অভিযোগ করলে, তারও কোনও উত্তর দেব না।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি অমরের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, কিছু মনে কোরো না, অমর। আমি আজ আর কিছু খাব না। পেটের অবস্থা ভাল নয়। এ বার বাড়ি যাই।

অনেক পেড়াপিড়ি করেও তাঁকে আর ধরে রাখা গেল না।

॥ ১০ ॥

প্রথম বর্ষণ উদযাপন করার জন্য জন্য নিজে থেকে হোটেলে চলে এসেছিল ঝিল্লি, তারপর সেই শেষ রাতে নাটকীয় আহ্বান। সকাল বেলা কোথায় যেন ঝিল্লির নিজের দলের সঙ্গে শুটিং-এ যাওয়ার কথা ছিল, তাই ভোর হতেই দেবকান্ত চলে এসেছিলেন। এর পর তো আর যোগাযোগ করল না ঝিল্লি? কোনও সাড়া-শব্দ নেই।

ঝিল্লির সঙ্গে গঙ্গার পার্শ্ববর্তী পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই নির্দ্বিধায় বৃষ্টি ভেজা কিংবা ওদের বাড়ির বিশাল নির্জন ছাদে দাঁড়িয়ে ভোরের আলো ফুটতে দেখা, এখন মাঝে মাঝে দেবকান্তর অলীক মনে হয়। সত্যিই কি এ রকম ঘটেছিল? দুটি দৃশ্যই এত বেশি রকমের রোমান্টিক যে দেবকান্ত যেন নিজেকে তার মধ্যে এখনও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। তাঁর জীবনে এ রকম আগে কখনও ঘটেনি।

মাঝে মাঝেই ঝিল্লির কথা মনে পড়ে, দেখা হয় না। দেবকান্ত ঘোরাঘুরি করছেন অন্য মণ্ডলীতে। এর মধ্যে একদিন সুভাষের ছোট ভাই গৌতমের বাড়িতে যেতে হল। সংসদীয় গণতন্ত্রে তার বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে সে সি পি আই-তে যোগ দিয়েছে, এ বারে নির্বাচনে জিতে এম এল এ হয়েছে। সুভাষ বেঁচে থাকলে কী করতেন এখন?

গৌতমের বাড়িতেও ঝিল্লির প্রসঙ্গ উঠল। যোগাযোগটা চমকপ্রদ। দেবকান্ত জানতেনই না যে গৌতম যাকে বিয়ে করেছে, সে সুজাতার খুড়তুতো বোন। নিয়তির কৌতুকটা দেবকান্ত একাই মনে মনে উপভোগ করলেন। সুভাষ যে সুজাতাকে কত ভালবাসত, তা কি এরা কেউ জানে? সুভাষ এখন শুধু একটা ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলছে, কিন্তু সুজাতার স্মৃতি এখনও রয়ে গেছে এ বাড়িতে। সল্টলেকে সুজাতার নিজের স্বপ্নের বাড়িতে তার কথা বেশি বলা যায় না, কিন্তু গৌতমের বাড়িতে সুজাতার কথা বার বার এসে যায়।

ঝিল্লির সঙ্গে তার মা কিংবা আরতি নামে এই মাসির চেহারার কোনও মিল

BanglaBook.org

নেই ! ঝিল্লি এ বাড়িতে বেশি আসে না, ঝিল্লি যাদের সঙ্গে মেশে তারা সবাই সি পি এম-এর সমর্থক। কথাবার্তা শুনে মনে হল, কলকাতায় এখন পারিবারিক টানের চেয়ে রাজনৈতিক মতাদর্শের গুরুত্ব বেশি। আরতি অবশ্য ঝিল্লিকে বেশ পছন্দ করে।

একটা নেমন্তন্নের সূত্রে আরও উপরোধ আসে। গৌতমের এক বন্ধু তার বাড়িতে একটা সন্ধেকাটাবার জন্য বিশেষভাবে ধরেছে। দেবকান্ত বিখ্যাত ব্যক্তি নন, প্রথম পরিচয়েই তাঁকে বাড়িতে ডেকে খাতির করার কারণ কী ? এন আর আই ! দেবকান্ত এর মধ্যেই শুনেছেন, অনেকে এন আর আই-দের শীতের পাখি বলে ঠাট্টাও করে, কারণ গরমের ভয়ে অধিকাংশ প্রবাসীরাই আসে শীতকালে। দেবকান্ত যতদূর আঁচ করেছেন, গৌতমের ওই বন্ধুটির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে টরেন্টোর এক বাঙালি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে, ওরা সেই ছেলেটির নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে চায়। এই ব্যাপারগুলো দেবকান্তর একেবারেই ভাল লাগে না, তিনি টরেন্টোর বেশির ভাগ বাঙালিকেই চেনেন না, চিনলেও কারুর গুপ্ত জীবন সম্পর্কে তিনি জানবেন কী করে ? মুস্কিল হচ্ছে, ভদ্রতার বশে দেবকান্ত দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, সে নেমন্তন্ন তাঁকে গ্রহণ করতেই হয়েছে।

সকাল বেলাতেই দেবকান্ত ভাবলেন, আজ সেখানে যেতে হবে, এক গাদা অচেনা মানুষ, গৌতম আর তার স্ত্রী থাকবে অবশ্য, তবু তাঁর অস্বস্তি হয়। এই কলকাতা শহরে চেনা, অল্প চেনা, নতুন চেনা সমস্ত মানুষকে মিলিয়ে শুধু এক জনের সঙ্গেই দেখা হলে তাঁর ভাল লাগবে। তবু তিনি ঝিল্লির কাছে যাচ্ছেন না কেন ? টেলিফোনেও খোঁজ নেওয়া যায়, সে নাম্বারও তিনি জানেন, তবু তিনি ইতস্তত করছেন, কীসের বাধা ?

সত্যবান সব নৈতিক বাধা দূর করে দিয়েছেন। ঝিল্লি আর বন্ধুর মেয়ে নয় ! এই ভাবনাটা তাঁকে রোমাঞ্চ দিচ্ছে কেন ? তিনি তো বিয়ের কথা কখনও ভাবেননি। একা থাকাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে।

ও দেশে গিয়ে শ্বেতাঙ্গিনীদের দেখে প্রথম প্রথম খুবই মুগ্ধ হতেন তিনি, অল্প বয়েসে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। এ দেশে থাকার সময় বেশি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগই ছিল না। হঠাৎ একটা পারমিসিভ সোসাইটিতে গিয়ে পড়ে দেখলেন, চতুর্দিকেই মেয়ে, তারা স্বাধীন, আঠারো-উনিশ বছরের পর থেকেই তারা বাবা-মাকে ছেড়ে আলাদা থাকতে শুরু করে, তাদের কাছে যৌন সম্পর্ক অনেকটা ছেলেখেলার মতন। প্রথম থেকেই দেবকান্ত শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গেই বেশি মিশেছেন, বাঙালি গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়েননি, রবীন্দ্রসঙ্গীত-সত্যজিৎ রায়-ইলিশ মাছের গল্পে মজে থাকেননি। চাকরির সূত্রে সহকর্মী শ্বেতাঙ্গদের মধ্য থেকেই কয়েক জন বন্ধু হয়। তারা গভীর বিস্ময়ে বলত, সে কী, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড নেই ! যেন, সেটা একটা অপরাধ। তারাই কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। দেবকান্তর প্রথম বান্ধবীর নাম

BanglaBook.org

এলসা।

দশ-বারো বছর কেটে যাবার পর একটা একঘেয়েমির ভাব এসেছিল। ফর্সা রঙের মেয়েদের প্রতি আর কোনও মোহ থাকে না। সবাই যেন একই ছাঁচের। কথার ভঙ্গি একই রকম, পোশাক একই রকম। ভারতে যে মানুষের গায়ের রঙের এত বৈচিত্র্য আছে, তা ওরা বোঝে না। ওদের চোখে সবাই কালো, ওরা এমন রং-কানা কেন? ভারতে কালো, শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাজা মাজা, ফর্সা, খুব ফর্সা, দুধে-আলতা, কত রকম রং আছে মানুষের। ভারতীয় উপ-মহাদেশের মানুষের গায়ের চামড়ার রঙের এত শেড পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। এমনকী প্রতিবেশী চিনের সুবিপুল জনসংখ্যাও প্রায় এক রকম।

নিউ জার্সিতে বিশ্বজিৎ ঘোষাল নামে এক জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, খুব তালেবর লোক, একটার পর একটা চাকরি বদলান, বছর বছর নতুন গাড়ি, স্বভাবটা অস্থির ধরনের। তিনি একদিন বলেছিলেন, দূর দূর মশাই, এ দেশে কি আমাদের পোষায়? অন্য রকম রোদ্দুর, আর বৃষ্টি আর বাতাসে আমাদের শরীর তৈরি হয়েছে। এখানে খাপ খাবে কেন? এ সব দেশে এক মাস দু'মাসের জন্য বেড়াতে এলে ভাল লাগে, যেমন, এ দেশের মেয়েগুলোও ওই এক মাস-দু' মাসের জন্যই, বুঝলেন, তারপর মনে হয়, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি! এদের নিয়ে ঘর-সংসার করতে গেলে ঠিক এদেরই মতন হয়ে যেতে হয়, সে কি এক জেনারেশানে সম্ভব? এ দেশে স্রেফ পড়ে আছি তো টাকার জন্য! ডলারের রোজগারকে যখন টাকা দিয়ে গুণ করি, তখনই মনে হয়, ওরে বাপ রে, দেশে ফিরে গেলে খাব কী? এখানকার অনেকেই স্বীকার করতে চায় না। আসলে কী জানেন, খাবার লোভ! এত রকম কেক-পেস্ট্রি আর আইসক্রিম, টাটকা গরু-শুয়োরের মাংস, ভাল মদ, শেষ বয়েসে কোলেস্টেরল!

দেবকান্ত টেলিফোনটার দিকে তাকান বার বার, তবু ঝিল্লিকে ফোন করলেন না।

সকালের খবরের কাগজ পড়ে দেবকান্ত উদ্বিগ্ন বোধ করলেন। পরশু থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে স্ট্রাইক শুরু হবে। দেবকান্তর এয়ার ফ্রান্সের টিকিট, এখান থেকে বম্বে পর্যন্ত ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে যাবার কথা। এ দেশে এক বার স্ট্রাইক শুরু হলে কত দিন চলবে তার ঠিক নেই। দেবকান্ত এখানে অনন্তকাল বসে থাকতে পারবেন না। আগামী সপ্তাহে ফিরতেই হবে। এক বার এয়ার ফ্রান্স অফিসে যাওয়া দরকার।

দুপুরে পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিলেই হবে। ছাত্র বয়েসে এই পার্ক স্ট্রিটকে কী রকম জমজমাট, আকর্ষণীয় মনে হত! ষাটের দশকেও অনেকে এটাকে বলত সাহেব পাড়া! এখন সাহেব দূরে থাক, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরাও অদৃশ্য হয়ে গেছে! ইওরোপ-আমেরিকার অনেক ছোট শহরের রাস্তাও এর চেয়ে অনেক বেশি জমকালো। এক মাত্র লন্ডনে এ রকম কয়েকটা

BanglaBook.org

সরু সরু রাস্তা এখনও আছে।

আগেকার চেনা একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকতে গিয়েও দেবকান্ত থমকে গেলেন। সেখান থেকে বেরোচ্ছে বাসু সেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে ঝোলা। দেবকান্ত মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেও বাসু সেন ঠিক দেখতে পেয়েছে। কাছে এসে বলল, গুড আফটারনুন, মিস্টার দত্ত! ওলিমপিয়াতে যাচ্ছেন নাকি? আমার হাতে খানিকটা সময় আছে, আমি আপনাকে কমপানি দিতে পারি!

দেবকান্ত মন বদলে ফেলে বললেন, না, এখন ঠিক...

বাসু সেন বলল, সেই স্ক্রিপ্টটা নিয়ে কবে আপনার সঙ্গে বসব? জেরক্স করাতে দিয়েছি, কিছুটা পড়ে না শোনালে... আপনি আরও কিছুদিন আছেন তো?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আছি।

বাসু সেন বলল, ঝিল্লির জ্বর হয়েছে, ও একটু সেরে উঠলে... সবাই মিলে যদি এক সন্ধেবেলা আপনার ওখানে বসা যায়।

দেবকান্ত আর কিছু শুনতে পেলেন না। তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন, একটা নিচু খাটে শুয়ে আছে ঝিল্লি, গায়ে চাদর চাপা, কপালে জলপট্টি, চক্ষু বোঁজা, তবু বোঝা যায় যে সে জেগে আছে, তার উষ্ণ নিশ্বাসের আঁচ ঘরের বাতাসেও টের পাওয়া যায়। সে-ঘরে আর কেউ নেই।

বাসু সেন-এর সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে একটুক্ষণ হুঁ-হাঁ করে তিনি হাত তুলে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন। এখন দুপুর দেড়টা, মধ্যাহ্ন ভোজের সময় অনাহূতভাবে যে কারুর বাড়িতে যেতে নেই, সে কথা দেবকান্তর মনে রইল না। ঝিল্লি অসুস্থ, এ খবর আগেই কেন তিনি পাননি, এই ভেবে এক ধরনের রাগ হতে লাগল।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে দেবকান্ত ঝিল্লির ফ্ল্যাটের বেল টিপলেন। তিনি হাঁপাচ্ছেন একটু একটু। দম কমে আসছে কেন, বয়েস, না অত্যধিক সিগারেট? প্রথম দু' একদিন সিগারেটের ব্যাপারে সংযত থাকলেও এখন তিনি লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন। কলকাতায় অনেকেই বেশি সিগারেট খায়। এক জন ধরালেই আর সবাই ধরায়।

কেউ খুলছে না, দ্বিতীয় বার বেল বাজাতে দেবকান্ত ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর কল্পনায় ঝিল্লি এখানে একা শুয়ে আছে, যদি জ্বরে গা পুড়ে যায়, বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা না থাকে...। এ বার দরজা খুলে গেল, ভৃত্য শ্রেণীর কেউ নয়, জিনস্ ও সাদা গেঞ্জি পরা এক জন যুবক, কয়েক পলক সংশয়ের পর দেবকান্ত চিনতে পারলেন, ঝিল্লিদের গ্রুপের ক্যামেরাম্যান নীরবিন্দু। তার গেঞ্জি ঘামে ভেজা, মুখও ঘামে চকচকে; মাথার চুল উশকো-খুশকো।

নীরবিন্দুর ভুরুতে স্পষ্ট বিরক্তি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ভঙ্গি বদল করে

BanglaBook.org

হাসি মুখে বলল, ও আপনি ? আসুন, আসুন। আমি ভেবেছিলাম বুঝি কোনও ফেরিওয়ালা। এত জ্বালাতন করে !

বসবার ঘরের মেঝেতে কার্পেট, তাই জুতো খুলতে হয়। এক পা উঁচু করে সেই কাজটি করতে করতে দেবকান্ত দেখতে পেলেন, পাশের ঘরের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ঝিল্লি, এক হাতের তালুতে থুতনির ভর, পোশাকটি অদ্ভুত, মনে হয় যেন নাইটির ওপরে আলুথালু ভাবে একটা নীল রঙের শাড়ি জড়ানো। সামনে অনেক কাগজপত্র। অসুস্থতার কোনও চিহ্ন নেই।

আলোর গতির চেয়েও দ্রুত ছোটে মানুষের চিন্তা। দেবকান্তর মনে হল, ঝিল্লির সঙ্গে এই যুবকটির কোনও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে তিনি মূর্তিমান বাধার মতন এসে পড়েছেন। ঝিল্লির বেশ-বাস অশংবৃত, এই ছেলেটি গেঞ্জি ঘামে ভেজা। দরজা খুলতে দেরি করেছে।

দেবকান্ত নিজের বুকে একটা ঈর্ষার ধারালো ব্যথা বোধ করলেন।

যে-হেতু অন্যপক্ষের যুক্তিটাও যাচাই করা তাঁর স্বভাব, তাই তিনি ভাবলেন, একটা ফাঁকা ফ্ল্যাটে এক জন যুবক ও যুবতী একসঙ্গে থাকলেই তারা শারীরিক সম্ভোগে লিপ্ত হবে, এ রকম ধরে নেওয়াটা সভ্যতা নয়। সেদিন রাত্রে তিনি ও ঝিল্লি অতক্ষণ নিভৃতে কাটালেন, কিন্তু কিছু কি ঘটেছিল ?

তবু ঈর্ষার কাঁটাটা গেল না।

ঝিল্লি সকৌতুকে বলল, কী আশ্চর্য, পরদেশি ! তুমি কি ম্যাজিশিয়ান ? ইউ ব্রিং শাওয়ার ফর দা থার্স্টিং ফ্লাওয়ার্স... দরজায় বেল বাজতে আমি চমকে উঠেছিলাম ! জানো, এতক্ষণ লোড শেডিং ছিল, অসহ্য গরমে গা জ্বালা করছিল, বসবার ঘরটার চেয়ে তবু এই ঘরটায় একটু হাওয়া আসে... তুমি কারেন্ট নিয়ে এলে, বেল বাজল, ফ্যান ঘুরলো।

ঝিল্লির এই কথাগুলো কি কৈফিয়তের মতন শোনাচ্ছে ? কাজের ভান করার জন্য কাগজপত্রগুলো এই মাত্র ছড়িয়ে রেখেছে ?

চিন্তাটা মনে আসা মাত্র দেবকান্ত বাতিল করে দিলেন। ঝিল্লির সঙ্গে তাঁর একটা সত্যি কথা বলার খেলা চলছে। তা ছাড়াও ঝিল্লি কখনও মিথ্যে কথা বলে না, বার বার দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে।

অবশ্য রণে ও প্রণয়ে কোনও মিথ্যে কথাই অধর্ম নয়।

দেবকান্ত খানিকটা ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বললেন, হঠাৎ এসে পড়লাম, অসময়ে, তোমরা কাজ করছিলে—

ঝিল্লি আদেশের সুরে বলল, এখানে এসে বসো। আমরা একটা স্ক্রিপ্ট রিভাইজ করছি, বেশিক্ষণ লাগবে না।

দেবকান্ত বললেন, এ সব কাজের মধ্যে অন্য কারুর থাকাটা ঠিক নয়। আমি বরং পরে আসব। তোমার জ্বর হয়েছে শুনেছিলাম।

ঝিল্লি জিজ্ঞেস করল, কে বলল তোমাকে ?

দেবকান্ত বললেন, তোমাদেরই বন্ধু বাসু সেনের সঙ্গে দেখা হল।

BanglaBook.org

ঝিল্লি অর্থপূর্ণভাবে নীরবিন্দুর দিকে তাকাল। সে তখন ফ্রিজ খুলে একটা বিয়ারের বোতল বার করে ছিপি খুলছে।

ঝিল্লি বলল, বাসু তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করে ?

দেবকান্ত বললেন, আজ পার্ক স্ট্রিটে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

—এর আগে তোমার গেস্ট হাউসে গিয়ে দেখা করেনি ? একা একা ?

—হ্যাঁ, এক দিন...

—বাসু আমাদের না জানিয়ে তোমার সঙ্গে একা একা দেখা করেছে। তোমার কাছে টাকা চেয়েছে ?

—না, না, টাকা চাইবেন কেন ? ঠিক সে ভাবে...

—জানি, সে তোমাকে ওর বিদেশে যাবার ব্যবস্থা করে দিতে বলেছে। তোমাকে দিয়ে একটা ফিল্ম প্রোডিউস করার ব্যাপারে টাকা দিতে বলেছে। একটা স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত গছিয়ে দিতে গিয়েছিল। নীরবিন্দুর অফিস থেকে স্ক্রিপ্টটা জেরক্স করাতে এসেছিল। এটা বাসুর অডাসিটি। স্ক্রিপ্টটা এখনও ঠিক মতন শেষই হয়নি, ডায়ালগ ভুলভাল আছে, শেষের দিকে স্টোরি লাইন চেইঞ্জ করতে হবে, তার আগেই সে আমাদের কিছু না জানিয়ে... আমরা এটা মোটেই পছন্দ করিনি। তোমাকে বিরক্ত করার জন্য আমরা দুঃখিত।

—সে রকম কিছু হয়নি।

নীরবিন্দু একটা বিয়ারের বোতল দেবকান্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি নেবেন ?

দেবকান্ত বললেন, না থাক। আমি এখন চলি, আপনারা কাজ করুন। ঝিল্লি, তুমি তা হলে ভাল আছ ?

ঝিল্লি আবার আদেশের সুরে বলল, কোথাও যাবে না, বোসো, নীরবিন্দু, ওকে একটা মোড়া দাও তো। এখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না, এখানেই কাজটা শেষ করা যাক।

তারপর হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, সামান্য এক দিনের জ্বর হয়েছিল, ও কিছু না, বাসু ফোন করেছিল, আমি জ্বরের জন্য ওকে এখানে আসতে বারণ করেছি। ওর ওপর রেগে আছি। এখন সামনাসামনি এলে খুব ধাতানি খেত।

নীরবিন্দু দেবকান্তর জন্য একটা মোড়া এনে দিল বটে, কিন্তু সে যে দেবকান্তকে পছন্দ করেনি, এই মনোভাব তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে বেরিয়ে আসছে। তবু সে আর এক বার বিয়ার দিতে চাইল, দেবকান্ত আর প্রত্যাখ্যান করলেন না। যদিও পাখা ঘুরছে, তবু অত্যধিক হিউমিডিটি, জামার তলায় চিটচিটি করছে শরীর, এই সময় বিয়ার পান করতে কার না ভাল লাগবে !

ঝিল্লি আর নীরবিন্দু ওদের চিত্রনাট্যে সংলাপ লেখায় মন দিল।

দেবকান্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে চোখ যাচ্ছে ঝিল্লির শরীরের দিকে, আবার ফিরিয়ে নিচ্ছেন চোখ। ঝিল্লি যদি

BanglaBook.org

তাঁর বন্ধুর মেয়ে না হত, কিংবা তাঁর বয়েস যদি নীরবিন্দুর সমান হত, তা হলে তিনি কি ঝিল্লির সঙ্গে প্রেম করতে চাইতেন না ? নীরবিন্দুর সংযম আছে বটে !

নীরবিন্দু নামটি তিনি আগে শোনেননি। এই ছেলেটির বাপ-মা খুব বিনয়ী, সন্তানের নাম রেখেছে এক ফোঁটা জল !

নীরবিন্দু যে তাঁর প্রতি তেরিয়া ভাব দেখাচ্ছে, তার কারণটা তিনি অনুমান করতে পারলেন। এ ছেলেটি সাত বছর ইংল্যান্ডে ছিল, দেশে ফিরে এসেছে পাকাপাকি। যারা এ রকম ফিরে আসে, এন আর আই-দের সম্পর্কে তাদের একটা অবজ্ঞার ভাব থাকে। যেন তারা বলতে চায়, দ্যাখ, তোরা টাকার লোভে সাহেবদের দেশে পড়ে আছিস, আমরা তো সব প্রলোভন ত্যাগ করে চলে এসেছি ! নীরবিন্দু এখানে একটা ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত, তা ছাড়া আর্ট ফিল্ম বানাবার উচ্চাশা, অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পশ্চিম জার্মানিতে (তখন জার্মানি দ্বিধা বিভক্ত ছিল) বিনায়কের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে ওখানকার লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির হোল-টাইমার হবার জন্য ফিরে এসেছিল কলকাতায়। কারণ হিসেবে সবাইকে বলেছিল, সসেজ-হ্যামবার্গারের চেয়ে মুড়ি-পেঁয়াজি খেতে তার ভাল লাগে। ভাল লাগাটাই তো বড় কথা !

ক্যানাডার এক বন্ধু অরিন্দমও ঠিক করেছিল, ও দেশের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতার সায়েন্স কলেজে পড়াবার চাকরি নেবে। ব্যবস্থাও হয়েছিল অনেকখানি, কিন্তু সায়েন্স কলেজের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে তার সহকর্মীরা তাকে কোনও সিনিয়ার পোস্ট দেবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিল। ওই ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে অরুণ নামে এক জন লেকচারার ছিল অরিন্দমের এককালের সহপাঠী। সে বলেছিল, ভাই অরিন্দম, এমএসসি-তে তোর আর আমার রেজাল্ট প্রায় একই রকম ছিল। পিএইচ ডি করার জন্য আমেরিকার দুটো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশান ও স্পনসরশিপ পেয়েছিলাম। তবু যাইনি। আমার মা চাননি, তা ছাড়া ভেবেছিলাম, যখন টিচিং লাইনেই যাব ঠিক করেছি, তখন এ দেশের ছেলে মেয়েদেরই পড়াব। এ দেশের টাকায় লেখাপড়া শিখেছি, তার কিছু শোধ দিতে হবে তো ! মায়ের কথা ভেবে, দেশের কথা ভেবে আমি বিদেশে যাইনি, সেটা কি আমার দোষ হল ? তুই বিদেশে গিয়ে এত বছর ফুর্তি করলি, ভাল মদ খেলি, ভাল ভাল গাড়ি চাপলি, এখন তুই শখ করে দেশে ফিরে আমার মাথার ওপর বসবি, আমার সিনিয়ার হয়ে যাবি ?

ওই লোকটির আপত্তিতে যুক্তি আছে। আবার অরিন্দমের মতন এক জন, যে আমেরিকার বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি করেছে, অনেক বছর অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা আছে, দেশে ফিরতে চাইলে তাকে জুনিয়ার লেকচারার হতে হবে, এটাই বা কী যুক্তি ? তা হলে সে আসতে চাইবে কেন ?

আদর্শের টানে কিংবা পারিবারিক টানে কেউ কেউ ইওরোপ-আমেরিকা

BanglaBook.org

থেকে এক সময় পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসে। দেবকান্ত এ রকম বেশ কয়েকজনকে চেনেন, যারা বেশি দিন টিকতে পারেনি, আবার ফিরে গেছে। এ দেশের অফিস কাছারিতে, কিংবা ব্যবসায় কেউ এই সব প্রত্যাগত প্রডিগাল সানদের সঙ্গে সহযোগিতা করে না, বরং বিরোধিতা করে, তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। বনের বাঘকে যদি শহরের চিড়িয়াখানায় পাঁচ সাত বছর খাঁচায় আটকে রাখার পর আবার বনে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়, তা হলে অন্য বন্যবাঘগুলো তাদের আঁচড়ে-কামড়ে তাড়িয়ে দেয়।

দেবকান্তর ফেরার কোনও বাসনা নেই। কোনও আদর্শের টান নেই।

আধঘণ্টা পরই ঝিল্লি বলল, আজ এই পর্যন্ত থাক, একটানা বেশিক্ষণ কাজ করলে নতুন আইডিয়া মাথায় আসে না।

নীরবিন্দুও বলল, হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে। আমাকে এক বার অফিসে যেতে হবে।

দু' জনেই উঠে দাঁড়াল। নীরবিন্দু দেবকান্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনি আছেন তো আরও কয়েক দিন ? আবার দেখা হবে।

ঝিল্লি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

দেবকান্ত ভাবলেন, নীরবিন্দু যদি ঝিল্লির প্রেমিক হত, তা হলে এই ফাঁকা ফ্ল্যাটে ঝিল্লির সঙ্গে এক জন পরপুরুষকে রেখে যেতে তার ঈর্ষা হত না ? সে চলে যাচ্ছেই বা কেন ?

আশ্চর্য ব্যাপার, এই ফ্ল্যাটেও কোনও কাজের লোক নেই ? ঝিল্লি কি নিজেই ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, রান্নাবান্না সব করে ?

ঝিল্লি ফিরে এসে দেবকান্তর অনতিদূরে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, পরদেশি, আমার জ্বর হয়েছে বলে তুমি আমায় দেখতে এসেছ ?

দেবকান্ত বলতে যাচ্ছিলেন, না, এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল এক বার ঘুরে যাই।

বললেন না সে কথা, ওটা মিথ্যে। ঝিল্লির সঙ্গে এখনও সত্যি কথা বলার খেলাটা চালু আছে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছ দেখে নিরাশ হয়েছি। জ্বর থাকলে তোমার শিয়রের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম।

ঝিল্লি অন্যমনস্কভাবে হাসল।

দেবকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, তোমার স্নান হয়ে গেছে ?

ঝিল্লি এবার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ এই প্রশ্ন ?

দেবকান্ত বললেন, এত বেলা হয়ে গেছে, ঠিক মতন পোশাক পরোনি। আমার ধারণা ছিল, কিছুটা অন্তত সাজগোজ না করে মেয়েরা বাইরের লোকের সামনে বেরোয় না !

ঝিল্লি বলল, না, স্নান করিনি। এক এক দিন রাত পোশাকটাও সারাদিন

BanglaBook.org

পাল্টাতে ইচ্ছে করে না। আমি এই রকম ভাবে আছি বলে কি তোমার কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে ?

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ। আমি সরাসরি তোমার দিকে তাকাতে পারছি না।

ঝিল্লি সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। ফিরে এল দেবকান্তর একটা সিগারেট শেষ হবার আগেই। আগেকার দোমড়ানো পোশাক ছেড়ে একটা লাল বুটি দেওয়া ঢাকাই শাড়ি পরে এসেছে, ঘরে ঢুকল চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে। তার রূপ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। শাড়িতেই তার কোমরের খাঁজটি সবচেয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বাঙালি মেয়েদের বুকের শোভা ব্লাউজ ও আঁচলেই ঠিক মতন খোলে। দু' হাত উঁচু করে চুল আঁচড়াচ্ছে, এক মাত্র নাচের সময় ছাড়া রমণীদের ও রকম দু' হাত তোলা ভঙ্গিতে তো আর দেখতে পাওয়া যায় না। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন, যেন ম্যাজিক।

দেবকান্ত মুগ্ধভাবে চেয়ে আছেন, তা অগ্রাহ্য করে ঝিল্লি খানিকটা রূঢ় ভাবে বলল, তুমি যদি আজ নিজে থেকে না আসতে, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখাই হত না। এক বার ফোনও করোনি।

দেবকান্ত বললেন, হ্যাঁ, ঠিক। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করেছিল, ফোন করার কথাও অনেক বার মনে এসেছে, তবু কেন করিনি জানি না।

ঝিল্লি বলল, আমি তোমার কথা ভেবেছি, অনবরত ভেবেছি, ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর আমার রাগ হয়ে গেছে। তুমি আমার কে যে তোমার কথা এত ভাবব ?

দেবকান্ত বললেন, সত্যিই তো, আমি তোমার কেউ না, এমনকী বাবার বন্ধু হিসেবেও আমার আলাদা কোনও মূল্য নেই।

ঝিল্লি বলল, না, সেটা আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে যেন ফিরে পাই।

—হারিয়ে যাওয়া বাবা ?

—যে-বাবা আমার বন্ধু ছিল, সে তো হারিয়েই গেছে, তার চেয়েও আরও বড় ট্র্যাজেডি এই, আমার আর কোনও সে রকম বন্ধু হল না। অনেক দিন পর, তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল।

—হ্যাঁ, ওই কথাটা তোমাকে আবার জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমার বন্ধু নেই কেন ? তোমার রূপ আছে, গুণ আছে, মনটাও পরিষ্কার। তবু তোমার সমবয়েসী কোনও বিশেষ বন্ধু হ'কবে না কেন ? জীবনটা নিয়ে তুমি কী করতে চাও ? তোমার কারুর সঙ্গে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করে না ?

—না, করে না। ও সব আমি চাই না। আমি জীবনটা উড়িয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব ! বেশিদিন বেঁচে থাকতেও আমার ইচ্ছে করে।

—তুমি আজ দুপুরে কী খেয়েছ ?

—তিন কাপ কফি, একটা টোস্ট !

—এই ভাবে কত দিন চলবে ?

BanglaBook.org

—কী ব্যাপার, পরদেশি, তুমি আমাকে এই সব মান্‌ডেন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ কেন ? তুমি কত অ্যাডভেঞ্চার করেছ, তুমি কখনও এ ভাবে কাটাওনি ? তুমি কি রোজ দু'বেলা ভাত-মাছের ঝোল খাও ? আমার বাবাও তো অনেক দিন শুধু কফি আর বিস্কিট খেয়ে কাটিয়ে দেয়, লেখার সময় বিশেষ কিছু খেতে চায় না।

—আমরা যা পারি, আমরা ভাবি, আমাদের চেয়ে বয়েসে ছোটরা তা পারে না। হ্যাঁ, খাওয়া নিয়ে কথা বলাটা ঠিক নয়। তবু তোমার এই জীবনটা আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগে।

—আমার বাবা আর মিসেস ব্যানার্জির কোনও খবর জানো ?

—সে কী, তুমি আর ও বাড়িতে যাওনি ?

—না যাইনি, আর যাবও না কখনও।

—তোমার বাবাও কোনও খোঁজ খবর নেননি ?

—সল্টলেকের অনেক টেলিফোন খারাপ হয়ে আছে শুনেছি। বাবা নিজে এখানে আসবে ? ব্যস্ত লেখক না ? তা ছাড়া, বউ যদি কিছু মনে করে ? আগের পক্ষের মেয়েকে নিয়ে আদিখ্যেতা করা কোনও সৎ মা পছন্দ করবে কেন ?

—সৎ মা কথাটা অনেক দিন পর শুনলাম। ও দেশে অবশ্য স্টেপ মাদার কথাটা বেশ চলে। আচ্ছা ঝিল্লি, মিসেস ব্যানার্জিকে আমার স্বার্থপর বা ঝগড়ুটে মনে হয়নি এক বারও। তুমি আধুনিক মেয়ে, তাঁর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারো না কিছুতেই ?

—ওর সঙ্গে তো আমার কোনওদিন ঝগড়া হয়নি। ওঁর বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। অত্যন্ত সোবার মহিলা, ওভারবিয়ারিং নয়। তা বলে তুমি যদি ভাবো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, সেটাও ঠিক নয়। বেশ শ্রুড আর ক্যালকুলেটিভ। সে যাই হোক, এক জন লেখকের এ রকম এক জন ইন্টেলেকচুয়াল কম্প্যানিয়ান থাকার দরকার আছে হয়তো। কিন্তু সত্যবান ব্যানার্জি তো আমার কাছে শুধু এক জন লেখক নয়, সে আমার বাবা ! লেখক আরও অনেক আছে, কিন্তু আমার বাবা এক জনই। আমি যদি দেখি এক জন মহিলা আমার মায়ের জায়গাটা দখল করে নিয়েছে, তারপর একটু একটু করে বাবাকে গিলে খাচ্ছে, সেটা আমি সহ্য করব কী করে ?

দেবকান্ত চুপ করে গিয়ে, এখনও দাঁড়িয়ে থাকা ঝিল্লির মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত চকিতে দৃষ্টিপাত করলেন। যেন একটা অন্ধকার ঘরে হঠাৎ সার্চ লাইট পড়ল, তিনি তার মধ্যে দেখতে পেলেন একটি স্পন্দমান হৃৎপিণ্ড। তার থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

তখনই তাঁর মনে হল, ঝিল্লির মতন মেয়েদের দীর্ঘজীবী হওয়াটা মানায় না। এই মেয়ে এক দিন বুড়ি হবে, হাঁটুতে বাত হবে, মুখে বলিরেখা পড়বে, এ যেন ভাবতেই পারা যায় না। অকাল মৃত্যুই এদের চিরযৌবনা করে দিতে

BanglaBook.org

পারে। বড় জোর আর পনেরো-কুড়ি বছর। দেবকান্তও যদি আর কুড়ি বছর বাঁচে, তা যথেষ্টরও বেশি! যেদিন টের পাবেন যে যৌন ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, সেদিনই আত্মহত্যা করবেন। পুরুষত্বহীন পুরুষরা এই পৃথিবী থেকে কী পায়?

তিনি ডাকলেন, ঝিল্লি!

ঝিল্লি কাছে এসে আর একটি মোড়ায় বসল।

দেবকান্ত ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত সুন্দর, তবু যেন ধ্বংসের ফুল। নিজেকে ধ্বংস করাই ওর নিয়তি। ওষ্ঠে যেন অমিয় মাখা। নাকি বিষ? কত না পুরুষ জেনেশুনে সেই বিষ পান করতে চাইবে। রবীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝেছিলেন। প্রাণের আশা ছেড়ে প্রাণ সঁপে দেবে।

দেবকান্ত বললেন, ঝিল্লি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

ঝিল্লি বলল, কোনও কিছুই জিজ্ঞেস করতে বাধা নেই। আমাদের সেই খেলাটা তো শেষ হয়নি।

দেবকান্ত বললেন, তোমার পনেরো বছর চার মাস বয়সে কী হয়েছিল?

ঠোঁটে হাসি টিপে ঝিল্লি বলল, সেই সময় একটি মেয়ে হিসেবে আমার জন্ম হয়েছিল, তার আগের বছরগুলো এলেবেলে।

দেবকান্ত বললেন, সে তো জানি। কী করে সেই উপলব্ধি হল?

ঝিল্লি বলল, এক জন পুরুষের জন্য, বলাই বাহুল্য! সে আমাকে মোলেস্ট করতে চেষ্টা করেছিল। চেনাশুনোদের মধ্যেই, নাম বললে তুমি চিনতে পারবে, সো কল্‌ড গুরুজন!

—না, না, নাম বলার দরকার নেই।

—আমার চেয়ে আড়াই গুণ বড় বয়েসে। তারই বাড়িতে, এক বৃষ্টির দিনে, আর কেউ ছিল না। মোলেস্ট কথাটা বোধহয় ঠিক হল না। তার ব্যবহারে ক্রুডনেস ছিল না একটুও। কথাবার্তা খুব মিষ্টি, খুব সূক্ষ্ম ভাবে সিডিউস করছিল আমাকে।

—বয়স্ক লোকেরা, গুরুজন গুরুজন ভাব করে অল্পবয়েসী মেয়েদের জড়িয়ে ধরে, আদর করার ছলে খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলে, সেটা তো এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

—স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা আমি সেই বয়েসে কী করে জানব? আমার তো জীবন তখন সবে শুরু হচ্ছে। আগেকার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। সমস্ত ভেতরটা যেন তোলপাড় করে উঠেছিল, যেন আমার কৈশোরটা, একটা ঢিল ছোঁড়া আয়নার মতন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল...। না, তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে বলি। ওই দিনটার আগে, আমি যে একটা মেয়ে, সে বোধটা সঠিক ছিল না। পিউবার্টি এসে গেছে বটে, তবু ব্যাপারটা বুঝিনি। আমার মধ্যে একটা ছেলে-ছেলে ভাব ছিল, সব সময় নিজেকে অন্য ছেলেদের সমান মনে করতাম। ছাঁদের পাঁচিল টপকে দৌড়তাম ঘুড়ি ধরার জন্য, চু-কিতকিত

BanglaBook.org

খেলতাম, আমাদের ভবানীপুরের বাড়িটায় একটা আম গাছ ছিল, সেটাতে উঠে কাঁচা আম পেড়েছি...

—টম বয় !

—হ্যাঁ, টম বয়, রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' নামে একটা গল্প আছে না ? সেই গল্পে মেয়েটিরও এ রকম দস্যিপনা ছিল, তার নারীত্বের উন্মেষ হয়েছিল প্রেমে, আর আমার বেলায় প্রচণ্ড রাগে। তোমার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই লোকটি যখন নিজের ছেলেবেলার গল্প বলতে বলতে আমার সারা গায়ে হাত বুলোচ্ছিল, আমার ভাল লাগছিল ! হ্যাঁ, আমার ভাল লাগছিল ! শিহরন কাকে বলে সেই প্রথম টের পেলাম। আমার ইচ্ছে করছিল, লোকটি আমার আরও গোপন গোপন জায়গায় হাত দিক। সারা শরীর একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের মতন, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে ! তারপর যখন লোকটি আমাকে প্রায় বিবশ করে ফেলেছে, আমার পোশাক খুলতে গেছে, তখনই আমার নবজন্ম হল। সেই ভাল লাগার বোধটা চলে গেল, মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল আগুন। ঝট করে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। লোকটাকে মনে হল, নরকের গুবরে পোকা। আমি তাকে একটা লাথি কষালাম !

—তুমি তাকে মারতে পারলে ? অনেক মেয়েই পারে না। লজ্জা কিংবা ভয় পায়।

—আমার তখন লজ্জা, ভয়টয় কিছু নেই। আমি বুঝতে পারলাম, আমি ছেলেদের সমান নই, আমি আলাদা, আমি একটা মেয়ে। আমার শরীর ছেলেদের শরীরের চেয়ে অন্য রকম। কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল। এক জন পুরুষই আমায় শরীরে ভাল লাগার শিরশিরানি জাগাতে পারে, যেমন আমার ছোঁয়াতেও এক জন পুরুষের শরীরে ওই বোধ জাগবে। কিন্তু আমি যদি নিজে থেকে একটি ছেলের শরীরে হাত না বুলোই, তা হলে সে আমার শরীর ছোঁবে কেন ? আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে কিছু নেই ? ওই অসভ্য হারামজাদাটা শুধু নিজের প্রবৃত্তির তাগিদে আমার শরীরে...তাকে কেন লাথি মারব না ?

দেবকান্ত দু'হাত তুলে বললেন, তুমি এমন রাগারাগি করছ, যেন সেই অসভ্য লোকটা তোমার সামনে এখনও বসে আছে !

ঝিল্লি উষ্ণ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, সেই দিন থেকে আমি নারী হয়েছি। তারপর থেকে সমস্ত পুরুষদের বুঝিয়ে দিয়েছি, চোরের মতন কেউ আমার গায়ে হাত দিলে তার হাত পুড়ে যাবে !

দেবকান্ত বললেন, তোমাদের বয়েসী ছেলেমেয়েরা তো এমনিই গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে।

ঝিল্লি বলল, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারো, সে গায়ে হাত দেওয়া অন্য রকম। তার মধ্যে লুকোচুরি নেই। আমি মরালিস্ট নই। আমার মরাল ভ্যালুজ আমার নিজস্ব। কারুকে যদি ভাল লাগে...মুশকিল হচ্ছে ভাল লাগানোই যে শক্ত ! তোমাকে ভাল লেগেছে।

BanglaBook.org

—আমি সম্মানিত। কিংবা ধন্য।

—তুমি এখন কী করবে ? এখানে আর ক'দিন থাকবে ? কিংবা ফিরতেই হবে তোমাকে ?

—তা তো হবেই। আর বেশিদিন নেই। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে স্ট্রাইক হলে আগেই পালাতে হবে।

—আমি তোমার কথা ভেবেছি। তুমি এখানে ফিরে এসেই বা কী করবে ? এখন আর নতুন বন্ধু পাবে না। পুরনো বন্ধুরা বদলে গেছে। তুমি কি এখান থেকে আফ্রিকায় চলে যাবে ?

—হ্যাঁ, সেখানে কাজ চলছে। শেষ হতে বছর দেড়েক লাগবে মনে হয়।

—সেখান থেকে আবার কোথায় যাবে ? ক্যানাডায় ?

—হয়তো। কিংবা নিউজিল্যান্ডেও যেতে পারি। সে রকম একটা কথা চলছে।

—তুমি সারা জীবন এ রকম ঘুরে ঘুরে কাটাবে ?

—যত দিন সামর্থ্য থাকে।

—তুমি সারা পৃথিবীটাকেই দেখে নিতে চাও ?

—রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয়, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'। আরলিংগ কাগ নামে এক জন লোকের নাম শুনেছ ? সেই লোকটি প্রথমে ঠিক করেছিল, নর্থ পোলে গিয়ে স্কি করবে। সেটা সে পেরে গেল। তারপর ঠিক করল। তা হলে সাউথ পোলটাই বা বাদ থাকে কেন ? উত্তর ও দক্ষিণ মেরু ঘুরে আসার পরও সেই লোকটি একটি অভিযাত্রী দলে যোগ দিয়ে এভারেস্ট-এর চূড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। এক একটা মানুষের পৃথিবীর সব সীমা জয় করার অদম্য বাসনা থাকে। সেই তুলনায় আমি আর কতটুকু পেরেছি।

—আফ্রিকা। আমার খুব আফ্রিকায় যেতে ইচ্ছে করে।

—যেতেই পারো। এমন কিছু শক্ত নয়।

—টুরিস্ট হিসেবে ? একা ?

—একা অবশ্য উপভোগ্য নয়। বড্ড বোরিং। দু-এক জন সঙ্গী-সাথী জোগাড় করতে পারলে ভাল হয়।

—পরদেশী, তুমি আমায় নিয়ে যাবে ? আমার পাসপোর্ট আছে। এক বার ঢাকা আর সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম। টিকিট আমি নিজে কাটব।

—আমার সঙ্গে...যেতে পারো, কিন্তু আমি তো তোমায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব জায়গা দেখাতে পারব না। এখন আর ছুটি দেবে না। নাইরোবি শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমি থাকি, একটা তাঁবুতে। টেমপোরারি অ্যারেঞ্জমেন্ট !

—আমি তাঁবুতে থাকব ! কোনও দিন তাঁবুতে থাকিনি। আমি তোমার সঙ্গে তাঁবুতে থাকব।

—কী বলছ ঝিল্লি। ছোট্ট তাঁবু। মেয়েদের থাকার সুবিধে নেই। একটা মাত্র খাট পাতা যায় কোনওক্রমে।

BanglaBook.org

—আমি সেখানেই থাকব। কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি আমাকে সেরিংগেটি ফরেস্ট দেখাবে তো ?

—ঝিল্লি, কথাটার মানে বুঝতে পারছ না ? তাঁবুতে আমার সঙ্গে থাকবে, আমি এক জন পুরুষ মানুষ !

—তুমি শুধু পুরুষ নও, তুমি আমার বন্ধু। তোমার কি এ রকম একটা অ্যাডভেঞ্চার করতে ইচ্ছে করে না ? তুমি আর আমি যতদিন ইচ্ছে একসঙ্গে থাকব, তারপর যদি ঠোকাঠুকি লাগে, দু'জনে চলে যাব দু'দিকে।

দেবকান্ত এক দৃষ্টিতে ঝিল্লির দিকে চেয়ে রইলেন। কুহকিনীর ডাক। এই ডাক শুনলে দরজা-জানলা ভেঙে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

ঝিল্লি ঝুঁকে এসে দেবকান্তর উরুতে একটা হাত রেখে ছেলেমানুষি ষড়যন্ত্রের সুরে বলল, চলো, চলো পরদেশি। আমরা আফ্রিকায় চলে যাই, কারুকে কিছু জানাব না। সবাই ভাববে, কী হল, কী হল, কত রকম কথা বলবে, বেশ মজা হবে !

তুমিও বাবাকে কিছু বলবে না। চিঠি লিখবে না। আমরা চিরকালের মতন হারিয়ে যাব।

দেবকান্ত তাঁর ইস্পাত-নীল টাউজার্স পরা উরুর ওপর ঝিল্লির হাতখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝিল্লি একটু আগেই নিজে থেকে কোনও পুরুষকে স্পর্শ করার ব্যাখ্যা শুনিয়েছে। এ বার তিনি অনায়াসেই ঝিল্লির ওই হাতখানি ধরে কাছে টানতে পারেন। দু'বছর বয়েসের যে বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে আদর করেছিলেন, তাকে এখন আবার কোলে বসাতে কোনও বাধা নেই। কোনও প্রথাগত নীতিবোধ এখানে তর্জনী তুলে চোখ রাঙাবে না। সত্যবান সে সব থেকে বন্ধুকে মুক্তি দিয়েছেন।

দেবকান্ত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। চুম্বন-তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যা হয় হোক, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে ঝিল্লিকে তিনি গ্রহণ করতে চান। শাস্ত্রে আছে ইচ্ছুক নারীকে প্রত্যাখ্যান করাটাই পাপ। কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা ! ওই অতুলনীয়া বনিতা তাঁর কাছে স্বয়মাগতা।

তবু, ব্যায়ামবীররা যে ভাবে মোটা লোহার রড বেঁকায়, প্রায় সেই ভঙ্গিতে, দাঁতে দাঁত চেপে দেবকান্ত ঝিল্লির কোমল, নরম হাতখানি সরিয়ে দিলেন নিজের উরু থেকে।

তারপর উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার পাশে। তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর লিবিডো এখনও কত প্রবল। আত্মসংযমের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন, তিনি আর ঝিল্লির রোমাঞ্চকর শরীরের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছেন না। তিনি জানলার বাইরে রাস্তার মানুষ জন, গাড়ি-ঘোড়ায় অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য দেখে মন ফেরাতে চাইলেন।

কৃত্রিম, যান্ত্রিক গলায় তিনি বললেন, ঝিল্লি, তুমি যা বলছ, তা সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

আমি তোমার বাবার বন্ধু, তুমি ডাকো বা নাই ডাকো, আমি তোমার কাকা। বাবার বন্ধুর সঙ্গেও তোমার বয়েসী কোনও মেয়ে, এক তাঁবুতে, এক বিছানায় থাকতে পারে না! ঝিল্লি, কিছু কিছু নীতিবোধ রক্ষা না করলে সমাজ টেকে না। তুমি আমাকে যা ভাবছ, তা আমি হতে পারব না কখনও!

ঝিল্লি প্রথমে বিস্মিত, তারপর বিরক্ত হয়ে বলল, স্টপ দ্যাট ক্র্যাপ! এ সব কী বলছ তুমি? তোমাকে বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, আধুনিক লোক বলে মনে হয়েছিল! নীতিফিতি আবার কী! আমাদের জীবন আমাদের বিবেক-বুদ্ধি মতন চালাব।

দেবকান্ত নাটকীয় বাণী দেবার মতন কম্পিত গলায় বললেন, ঝিল্লি, আধুনিকতা মানে কি ব্যাভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া? স্বাধীনতা মানে তো স্বেচ্ছাচার নয়! আমার বয়েস তো হয়েছে, যদিও স্বীকার করতে চাই না, তবু সময় তা মানবে না! আমরা পুরনো মূল্যবোধে বিশ্বাস করি। বন্ধুর মেয়ে, তুমি আমারও কন্যাসমা। তোমাকে কোনওদিনই আমি অন্য চোখে দেখতে পারব না। এ জীবনে আর সম্ভব নয়! ঝিল্লি, তোমার একটা সুখের জীবন প্রাপ্য। তুমি এত গুণী মেয়ে, এত ভাল মেয়ে, তোমার যোগ্য কোনও পুরুষের দেখা তুমি এক দিন না এক দিন পাবেই!

যেন প্রতিবাদ করতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছে না। এমন ভাবে ওষ্ঠ উল্টে ঝিল্লি একটা সিগারেট ধরাল।

তারপর ধোঁওয়া ছেড়ে বলল, মিথ্যে কথা। তুমি খেলার নিয়ম ভাঙছ। এ সব তোমার মনের কথা নয়।

দেবকান্ত বললেন, জীবন নিয়ে তো শুধু খেলা চলে না। কয়েকটা শক্ত খুঁটি লাগে। এই মুহূর্তে যা সত্যি মনে হচ্ছে, তা সারা জীবনের সত্যি নাও হতে পারে। সেই জন্যই বারবার যাচাই করে নিতে হয়। তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইছ, কিন্তু তুমি আমাকে চাও না। তা বুঝতে পারছ না?

ঝিল্লি চোখ সরু করে বলল, তার মানে?

দেবকান্ত অন্য দিকে ফিরে আপন মনে বললেন, তোমার জীবনে একবার ভুল হয়েছে...তবু সম্ভাবনা তো থাকেই, আর একজন রাজপুত্র আসবে, যে তোমার উপযুক্ত হবে, যোগ্য হবে। আমি আশীর্বাদ করেছি...

॥ ১১ ॥

ট্রেনের জানলার কাছে বসে আছেন দেবকান্ত। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে স্ট্রাইক হয়ে এক হিসেবে ভালই হয়েছে তাঁর পক্ষে, রেল ভ্রমণের সুযোগ জুটে গেল। ইদানীং তো ট্রেনে চাপাই হয় না। সব সময় নিজের গাড়ি, বেশি দূরত্বে, বিমান।

দেবকান্ত ইচ্ছে করেই এ সি ফার্স্ট ক্লাসের বদলে সাধারণ ফার্স্ট ক্লাসের

BanglaBook.org

টিকিট কিনেছেন। আগেই শুনেছিলেন যে বাতানুকূল কামরা থেকে বাইরের দৃশ্য প্রায় কিছুই দেখা যায় না। গরম লাগে লাগুক, তবু এ রকম খোলামেলা জানলাই দেবকান্তর পছন্দ। দেশটাই যদি দেখা না যায়, ' ' দেশের ট্রেনে চেপে লাভ কী!

অবশ্য দেখবার কী-ই বা আছে। হাওড়া ছাড়াবার একটু পর থেকেই মাঝে মাঝে কচুরিপানা ভর্তি খাল কিংবা ছোট ছোট পানাপুকুর, সরু সরু গ্রাম্য রাস্তা, এই বর্ষায় কাদা মাখা, কলা গাছ আর বাঁশ ঝাড়, অধিকাংশই টালি-খড়ের কুঁড়ে ঘর, তার আবার এক একটার অবস্থা সুকুমার রায়ের কবিতার বুড়ির বাড়ির মতন, থুতু দিয়ে জুড়ে রেখেছে মনে হয়। পাকা বাড়িগুলো রুচিহীন, সব একই রকম, কোনও কল্পনার সৌন্দর্য নেই। বরং ক্বচিৎ দু'একটা পুরনো আমলের বাড়ির দিকে তবু তাকাতে ইচ্ছে করে।

আজকের আকাশটাও ঘোলাটে। এ রকম আকাশের দিকে তাকালে মনটাও বিবর্ণ হয়ে আসে যেন।

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি...'! ছেলে-ভুলোনো গান! ছেলে-মেয়েদের বাকি পৃথিবী সম্পর্কে অন্ধ করে রাখার চেষ্টা! আশ্চর্য, বয়স্ক লোকেরাও এই গান গায় কী করে?

এই বাংলার রূপ মোটেই এমন কিছু আহামরি নয়। পৃথিবীর বিখ্যাত বিখ্যাত সৌন্দর্য স্থানের তুলনায় বাংলা অতি ম্লান। ডি এল রায়মশাই এক বার বোধহয় লন্ডনে গিয়ে ছিলেন, বাকি পৃথিবীর কী দেখেছেন? তাও লন্ডনের বাইরে ঘোরাঘুরি করেছেন কী? যদি চোখ মেলে দেখতেন, তা হলে বুঝতেন, ব্রিটিশ কান্ট্রি সাইড অতি মনোহর। চতুর্দিক কী সবুজ, কী স্নিগ্ধ, চোখ জুড়িয়ে যায়। ফ্রান্সে ছোট ছোট গ্রাম, কোথাও এক ছিটে অসুন্দর নেই। ভিয়েনা, সোফিয়া...শুধু ইওরোপ কেন, চিনের ক্যান্টন অঞ্চল, পার্ল নদী,... ছোট দেশ হলেও সিলোন বা শ্রীলঙ্কায় প্রকৃতি কত বর্ণময়!

নিজের মায়ের মতন, নিজের দেশেরও রূপ যেমনই হোক, তবু ভালবাসা যায়, কিন্তু অন্য সব দেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলাটা নিছক অন্ধ ভাবাবেগ।

জানলার বাইরে অপসৃয়মান দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়ে আছেন দেবকান্ত, কিন্তু সব সময় তা দেখছেন না। ক্ষণে ক্ষণে মনে আসছে এক রমণীর কথা, অমনি চোখে ভেসে আসছে তার রূপ, লাল বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরা, নগ্ন কোমর, হাত দুটি উঁচু করে চুল আঁচড়াচ্ছে, ঈষৎ উত্তোলিত ভুরু, চোখের মণিতে যেন হিরে কুচি, ভিজে ভিজে ওষ্ঠাধর।

ঝিল্লির সঙ্গে সত্যি কথা বলার খেলায় বড় বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন দেবকান্ত, শেষ সাক্ষাতে সব মিথ্যে কথা বলেছেন তিনি। ঝিল্লি তাঁর কন্যাসমা? এর চেয়ে ভণ্ডামি আর কিছু হতে পারে না। এক একটা মুহূর্ত আসে, যখন মুখোমুখি দু'জন নারী ও পুরুষের আর সব পরিচয় মুছে যায়, তখন

BanglaBook.org

যেন তারা অর্ধ নারীশ্বরের দুটি টুকরো, পরস্পরের দিকে তীব্র বেগে ধাবমান, আবার এক অঙ্গ না হলে হৃদয় জুড়োবে না। ঝিল্লির সামনে সে রকম মুহূর্ত বার বার এসেছে, তবু চরম কৃচ্ছ্রতায় নিজেকে সংযত করেছেন দেবকান্ত। ফিরিয়ে এনেছেন উদ্যত হাত। ভিতু, কাপুরুষ, নিন্‌কমপুক বলে নিজেকে বার বার গালি দিচ্ছেন তিনি!

আবার বিশ্লেষণও করছেন, কীসের ভয়? শরীর ছিল টান টান, প্রতিটি রক্তবিন্দু ওই নারীকে গ্রহণ করতে চাইছিল। কোনও বাধাও ছিল না। সত্যবান অনুমতি দিয়েছিলেন। ঝিল্লি এক তাঁবুতে, এক শয্যায় সঙ্গিনী হতে চেয়ে তাঁর উরুতে হাত রেখেছিল, তবু দেবকান্ত নিজেকে গুটিয়ে নিলেন কেন? মরালিটি? না, তাও নয়। ঝিল্লির কাছে যে মূল্যবোধের বিশ্বাসের কথা বলেছিলেন, তাও মিথ্যে। ই সি জি মেশিনে হৃৎস্পন্দনের রেখাচিত্র পাওয়া যায়, মনের ছবি পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যেত, তা হলে দেখা যেত, আগাগোড়াই দেবকান্ত ছিলেন ওই দেবদুর্লভ রমণীর প্রেমপ্রার্থী, শরীরী প্রেমেরও। ঝিল্লির চোখে সর্বনাশের আহ্বান ছিল, দেবকান্ত তা জেনেও তাতে ঝাঁপ দেবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, তবু পিছিয়ে এলেন এর চেয়েও এক ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে।

এক জন সহযাত্রী লাইটার চাইল। তিন জন সহযাত্রীই অবাঙালি, প্রথম দিকে একটু ভদ্রতার আলাপ সেরে এখন তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত। দেবকান্ত নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে ঝিল্লিকে মন থেকে সরাতে চেষ্টা করলেন।

বোধহয় লাইন সারানো হচ্ছে, তাই ট্রেনের গতি এখানে মন্থর। দেবকান্ত দেখতে পেলেন, একটা বেশ বড় পুকুর, তাতে অনেক শালুক ফুটে আছে, ঘাটলা থেকে জলভর্তি কলসি কাঁখে, ভিজে কাপড়ে ঘোমটা ঢাকা এক স্ত্রীলোক উঠে যাচ্ছে ওপরে, কয়েকটা কালো-কালো ছেলে দাপাদাপি করছে জলে, একটু দূরেই অবিচলিত ভাবে বসে আছে দুটি বক, পাশের সদ্য ফসল কাটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠে একটা চলমান মোষের পিঠে চেপে চলেছে এক কিশোর...তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দেবকান্তর চোখে জল এসে গেল। দৃশ্য হিসেবে এটা এমন কিছুই না, তবু কী যেন একটা মায়া লেগে আছে, যে-মায়ার টান জন্মসূত্রে মিশে থাকে রক্তে। দেবকান্ত ভাবলেন, এই দৃশ্য তিনি জীবনে আর কখনও দেখবেন না, হয়তো। এ দেশে আর ফেরাই হবে না। বয়েস হয়ে যাচ্ছে, 'প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে...' তাঁকে কে মনে রাখবে? দেশত্যাগী, পলাতক...

এ কী, কান্না থামছে না কেন? এমন সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়াটা তাঁকে মানায় না। তবু ওই যে একটা ঝুপসি আমগাছ, পাশাপাশি তিনটে তালগাছ, রোগা রোগা গরু চরছে, খুবই গরিব চেহারার গ্রাম, দেবকান্ত মনে মনে বলছেন, তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, আমি তোমাদের কেউ নয়!

BanglaBook.org

পরদেশি বলে আর কেউ ডাকবে না।

গাছপালা, দিঘি, প্রান্তর মিলিয়ে গেল, জানলার পাশে পাশে বাতাসে উড়তে লাগল ঝিল্লির হলগ্রাফ। দেবকান্ত বললেন, তুমি আর আমার সঙ্গে এসো না ঝিল্লি, আমি তোমার কেউ নয়। এই দেশ আর তুমি এক।

সত্যবান বন্ধুর হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনে শান্তি নেই, লেখাটেখাও এ বার নষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় স্ত্রীকে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না। ত্যাগ করবেন কোন যুক্তিতে, সে মহিলার কোনও দোষ নেই, আর ঝিল্লিকেই বা তিনি জীবন থেকে বাদ দেবেন কী করে? ঝিল্লি যে তার বাবাকে ছাড়া আর কারুকে ভালবাসে না! কী সাঙ্ঘাতিক এই ভালবাসা, ধ্বংস হয়ে যাওয়াই এর নিয়তি। তার বাবা অন্য এক রমণীর সঙ্গে শুচ্ছে, এটাও সহ্য করতে পারে না সে। ঝিল্লি নিজস্ব ঘর-সংসার বাঁধবে কী করে, অন্য কোনও সমবয়েসী পুরুষকেই যে সে পছন্দ করতে পারবে না!

দেবকান্তর মধ্যে ঝিল্লি খুঁজে পেয়েছিল তার ফাদার-ফিগার। তাই সে কুহকিনীর মতন তীক্ষ্ণ ডাক পাঠিয়েছিল। দেবকান্ত সেটা ক্রমশ বুঝেছেন।

জানলার বাইরে ঝিল্লির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে ভালবেসে আমি ধ্বংস হয়ে যেতেও রাজি ছিলাম ঝিল্লি! সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করতাম না। তোমাকে অন্তত একটি দিন আমার বুকে পাওয়ার জন্য আমি সর্বস্ব পণ করতে পারতাম। কিন্তু আমি তোমার বাবার প্রক্সি দিতে পারব না। আমার মতে, সেটাই চূড়ান্ত নীতিহীনতা।

বম্বেতে আগে থেকেই হোটেল বুক করা ছিল। পরের দিন ফ্লাইট, হাতে চব্বিশ ঘণ্টা সময়। কিন্তু এই সময় নিয়ে কী করবেন দেবকান্ত? সব সময় অস্থির অস্থির লাগছে, এক মুহূর্তেরও স্বস্তি নেই। শরীরে যেন আগুন লেগে গেছে, এই অবস্থায় ছোটাছুটি করা ঠিক নয়, তবু ইচ্ছে করছে কোথাও ছুটে যেতে। হোটেলের ঘরখানা যেন বন্দিশালা।

কোনও পণ্যা নারীর কাছে গিয়ে শরীরের এই জ্বালা মেটাবেন? এই সব পাঁচ তারা হোটেলে একটু ইঙ্গিত দিলেই উচ্চশ্রেণীর, রোগমুক্ত, ইংরেজি-বলা স্বৈরিণী পাওয়া যায়। কিন্তু চিন্তাটা আসামাত্র দেবকান্তর গা গুলিয়ে উঠল।

চোখের সামনে একটা আঙুল দিয়ে হিমালয় পর্বতকেও আড়াল করে দেওয়া যায়। সেই রকমই, ঝিল্লি তাঁর চোখ জুড়ে থেকে পৃথিবীর অন্য সব রমণীকে তুচ্ছ করে দিয়েছে।

অকারণেই হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মালাবার হিল্‌সে গেলেন। এলিফ্যান্টা দেখতে গেলেন টুরিস্টদের মতন। কিছুই ভাল লাগছে না। এখন তিনি এ পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী মানুষ।

হোটেলে ফিরে এসে ভাবলেন, ঝিল্লিকে ফোন করবেন? এখনও সময় আছে। এখনও সব কিছু বদলে ফেলা যায়। কালকের ফ্লাইট ক্যানসেল করে

BanglaBook.org

দিতে পারেন দেবকান্ত, ঝিল্লি যদি চলে আসে, এখান থেকে তার ভিসা ও টিকিট করে নেওয়া যেতে পারে। তারপর আফ্রিকায়, সেখানে কোনও চেনা-চক্ষু নেই। কাটুক না কয়েকটা উদ্দাম দিন, ভবিষ্যৎ তুচ্ছ হয়ে যাক।

টেলিফোনটার ওপর হাত রেখেও চুপ করে বসে রইলেন দেবকান্ত।

না, তাঁকে পালাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ভারতের মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে না পারলে এই মাটি তাঁকে টানবে। আসলে যে ইচ্ছেটা মনের মধ্যে উঁকি মারছে, তা ঝিল্লিকে এখানে ডেকে আনা নয়, আবার কলকাতায় ফিরে যাওয়া।

সত্যবানের কী হবে ? সভ্য সমাজে বাবা ও মেয়ের একান্ত মিলনের রীতি নেই। কোথাও কোথাও সে রকম বাসনা যে থাকে না, তা কি কেউ বলতে পারে জোর দিয়ে ; মাত্র কুড়ি-পঁচিশ হাজার বছর আগেও এটা ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এখন চেতনার ওপরের স্তরে কেউ এই ইচ্ছেটাই আসতে দেয় না। অবচেতনের সামান্য ইঙ্গিত পেলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই। সেই জন্যই ঝিল্লি মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে চায় ? এক দিন সত্যিই আত্মহত্যা করা তার পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। তার আগে, সে কি সত্যবানকে অন্তত মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেবে না ? সেটাই হবে সুজাতার অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ !

দেবকান্তর মনে পড়ল, ঝিল্লির ঘুমের ওষুধের শিশিটা তাঁর সঙ্গে রয়ে গেছে। হাত ব্যাগ খুলে সেটা বার করলেন। অনেকগুলো ট্যাবলেট, এক সঙ্গে খেয়ে ফেললে চমৎকার ঘুম হবে, চির ঘুম, আঃ কী শান্তি। কী হবে আফ্রিকায় গিয়ে ? অর্থ উপার্জনের জন্য আর কেন এত পরিশ্রম ? তার চেয়ে ঘুম কত ভাল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের জগতে মিলিয়ে যাওয়া।

শিশিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবকান্ত। বিছানার পাশে ছোট টেবিলে জলের জাগ, গেলাস। সেদিকে তাকাচ্ছেন ঘনঘন। কত সময় কেটে যাচ্ছে ? কত সময় !

ঘোর কেটে গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বাথরুমে গিয়ে কমোডে সব কটা ট্যাবলেট ফেলে দিয়ে ফ্লাশ করলেন। তারপর কাচের দরজা খুলে দাঁড়ালেন এসে বারান্দায়। চোদ্দোতলা, নীচে চমৎকার কেয়ারি করা একটা ফুলের বাগান দেখা যাচ্ছে।

না, দেবকান্ত এখান থেকেও লাফ্ দেবেন না। এক জনের সঙ্গে সত্যি কথা বলার খেলায় খেলতে নেমে তিনি নিদারুণ ভাবে হেরে গেছেন। সেই অপমান, সেই লজ্জা, সেই বেদনা তাঁকে সারা জীবন বহন করতে হবে। এটাই তাঁর নিয়তি।

তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। একা একা দাঁড়িয়ে কান্নার মতন তীব্র আর কিছু হয় না। বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছে। এখনও ইচ্ছে করলে সব উল্টে দেওয়া যায়, অথচ নিজেই তা পারবেন না, নিজেই নিজের বাধা।

BanglaBook.org

তিনি সামনে তাকিয়ে থেকে দেখতে পেলেন ট্রেনে আসার সময় দু' ধারে বাংলার দৃশ্য। সেই দিঘির পাশে নিথর বক, জলে দাপাদাপি করছে ছেলেরা, ফসল কাটা মাঠে একটা মোষের পিঠে চেপে চলেছে এক কিশোর, ছোট একটা নদীর দু' ধারে কাশ ফুল, টেলিগ্রাফের তার দোল খাচ্ছে দুটি ফিঙে পাখি...এই সব কিছুই যেন ঝিল্লি, ঝিল্লির রূপ, কী সাঙ্ঘাতিক মোহময়...তবু, হয়তো আর দেখা হবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG